প্রচ্ছদপট

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব নদীয়া জেলার পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই জেলার শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের নিদর্শন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প। মৃৎশিল্পে মহাপ্রভুর নগর সংকীর্তন প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী শ্রীকার্তিক চন্দ্র পালের অপূর্ব রচনাশৈলীতে চিন্ময় হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদপটের অঙ্গ-সজ্জা করেছেন শিল্পী শ্রী সুনীল চক্রবর্তী।

যাঁদের শুভেচ্ছায়
এই শিল্প
স্মরণিকা
ধন্য হয়েছে।
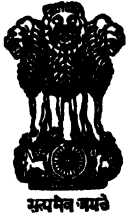
PRESS SECRETARY TO THE PRESIDENT OF INDIA
RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI-4.

No. F. 2-G/71, November 29, 1971.

Dear Shri Ghoshal,

The President desires me to thank you for your letter of the 24th November, 1971, and to convey to you his best wishes.

Yours sincerely,

A.M. Abdul Hamid

Shri Ajit Ghoshal,
C/o District Industrial Officer,
P.O. Krishnanagar, Dist Nadia.

MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INDIA

New Delhi, 30th November, 1971

Dear Shri Ghoshal,

I am glad to know that an 'Industrial Souvenir' is proposed to be brought out for the District of Nadia, West Bengal. It is Government's policy to encourage the development of backward Districts such as Nadia. Government has already taken certain steps, including the grant of financial concessions, towards this end. At the same time, the development of the backward Districts requires concerted action by officials and non-officials including the provision of infra-structural facilities and of adequate information and publicity about the potentialities and the facilities available in each area. In this context the publication of an 'Industrial Souvenir' is a step in the right direction. I wish this venture every success.

With regards,

Yours sincerely,
Moinul Haque Choudhury

Shri Ajit Ghoshal,
District Industrial Officer,
P.O. Krishnanagar, Distt Nadia,
(West Bengal)

MINISTER
COTTAGE AND SMALL SCALE
INDUSTRIES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

মন্ত্রী
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

CALCUTTA, THE 1. 4. 1972/227.

কলিকাতা..................১৯৭...

এই বাংলার বিশেষ করে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য একদিকে ভূমি সংস্কার অন্যদিকে ব্যপক শিল্পায়ণের উদ্যোগ করতেই হবে। এ দু'টির বিকল্প নেই। নদীয়ার Industrial Souvenir Committee'র প্রচেষ্টা কার্যকরীভাবে এই দেশের শিল্পোন্নয়নের সহায়ক হবে—এই আশা করি।

জয়নাল আবেদিন

শ্রীঅজিত ঘোষাল,
জেলা শিল্প আধিকারিক,
পোঃ—কৃষ্ণনগর,
নদীয়া।

MINISTER
COTTAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CALCUTTA, THE... ....197......

রাষ্ট্রমন্ত্রী
সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থা
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলিকাতা ১৭ই এপ্রিল ১৯৭২

নদীয়া জেলা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোভেনিয়ার কমিটি কর্তৃক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোভেনিয়ার প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার ক্ষুদ্র শিল্প বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন সংবাদ ও তথ্য পরিবেশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি না হইলে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমার মনে হয় সে দিক হইতে এই প্রচেষ্টা যে যুগোপযোগী হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অতীশ চন্দ্র সিংহ

শ্রীঅজিত ঘোষাল,
সভাপতি,
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোভেনিয়ার কমিটি,
জেলা—নদীয়া।

SHRI N. K. BISWAS, IAS,
SECRETARY
COTTAGE AND SMALL SCALE
INDUSTRIES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
8th December, 1971

সচিব
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

D.O. No. 13915 Cot.

Dear Shri Ghoshal,

I have received your letter No. 2(b)/71-72 dated the 24th November, 1971.

2. I am glad to learn that the Industrial Souvenir Committee of the District of Nadia proposes to publish a Souvenir high-lighting the industrial potential, progress and programmes of industrial development of that district. I think this sort of publication is the first of its kind in West Bengal and is likely to inspire and encourage other districts to bring out similar publications.

3. Nadia with its rich heritage of some of the finest handicrafts, now launches on a programme of development of small industries by utilising the industrial potential and raw materials available in that district.

4. At the present moment when Government is making an all-out effort to develop industries in the backward districts, publication of 'Industrial Souvenir' is a welcome step for boosting up industrial growth.

5. I look forward to see a copy of the Souvenir in print, which, I hope, will meet a long-felt need with success.

Yours sincerely,
N. K. Biswas

To
Shri Ajit Ghoshal,
District Industrial Officer,
Nadia, President,
Industrial Souvenir Committee.

Telegram—
SMALLINDUSTRY
CALCUTTA

DIRECTORATE OF
COTTAGE & SMALL SCALE INDUSTRIES
WEST BENGAL
New Secretariat Buildings (9th floor)
1, Kiron Sankar Roy Road
CALCUTTA-1

Shri A. Sen, I. A. S.,
Joint Secretary & Director

19th February, 1972

I am glad to know that Nadia District Industries Souvenir Committee are bringing out a Souvenir depicting different aspects of cottage and small scale industries of the area.

I am confident that the souvenir will be a useful guide with upto date information on local resources, skill, growth potential and need pattern of the district. It should be beneficial to new entrepreneurs and all those who are connected with the small scale industries movement of the district.

I wish the endeavour success.

A. Sen
23. 2. 72.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Office of the District Magistrate, Nadia.

No. 5281 Jg Dated, Krishnagar, the 27th November, 1971

From : Shri D. K. Ghosh,
District Magistrate, Nadia,

To : Shri Ajit Ghoshal,
District Industrial Officer and
President, Industrial Souvenir Committee,
Nadia District.

Sir,

I am glad to learn that you are soon going to publish an Industrial Souvenir for highlighting the present industrial activities, the potentialities and the plans and programmes for development of the industries in the District.

I hope, this Souvenir will be of great attraction to all concerned and will help the Industrialists—the existing and the potential.

I look forward to the day of publication of the Souvenir.

Yours faithfully,
Dipak
(D. K. Ghosh)
District Magistrate, Nadia.

শিল্প স্মরণিকা সমিতি

সভাপতি

॥ শ্রীঅজিত ঘোষাল ॥

জেলা শিল্প আধিকারিক, নদীয়া।

সম্পাদক

॥ শ্রীঅমলেন্দু সরকার ॥

সম্প্রসারণ আধিকারিক

কৃষ্ণনগর-১ উন্নয়ন ব্লক।

সদস্য

শ্রীকৃষ্ণেন্দু নারায়ণ সান্যাল,	জেলা তথ্য আধিকারিক, নদীয়া।
শ্রীনিখিল চন্দ্র ঘোষ,	জেলা উন্নয়ন আধিকারিক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ।
শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী,	নবদ্বীপ প্যাক্ কোঃ অপঃ।
শ্রীঅনিল চন্দ্র বিশ্বাস	ট্যাপস্ এণ্ড ডাইস্, কৃষ্ণনগর।
শ্রীসুধীর চক্রবর্তী	অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ।
শ্রীবৈদ্যনাথ পালিত,	সহঃ অধিকর্তা (তাঁত শিল্প), কৃষ্ণনগর।
শ্রীঅনন্ত বিজয় মুখোপাধ্যায়	রামস্বরূপ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন, কল্যাণী।
শ্রীদুর্গা পাল,	দুর্গা সোপ ফ্যাক্টরী, রাণাঘাট।
শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী,	কল্যাণী টিউব কোঃ, কল্যাণী শিল্প এষ্টেট্।
শ্রীসুকুমার দাস,	ইনস্পেক্টর, কল্যাণী শিল্প এষ্টেট্।
শ্রীকাতিক চন্দ্র পাল,	মৃৎশিল্পী, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর।
শ্রীবিমল কুমার প্রামাণিক,	জেলা (শিল্প করণ,) নদীয়া।
শ্রীমুরলী চট্টোপাধ্যায়,	জেলা (শিল্প করণ), নদীয়া।

শিল্প স্মরণিকা সমিতির সদস্যবৃন্দ

নদীয়া জেলা

১৯৭২

বসে (বাঁ দিক থেকে)

সর্বশ্রী—অনিল চন্দ্র বিশ্বাস, সুধীর চক্রবর্তী, নিখিল চন্দ্র ঘোষ, অজিত ঘোষাল, বৈদ্যনাথ পালিত, কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ সান্যাল এবং শচীনন্দন গোস্বামী॥

দাঁড়িয়ে (বাঁ দিক থেকে)

সর্বশ্রী—নারায়ণ চক্রবর্তী, দুর্গা পাল, অনন্তবিজয় মুখোপাধ্যায়, মুরলী চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার দাস, কার্তিক চন্দ্র পাল, বিমল কুমার প্রামাণিক এবং অমলেন্দু সরকার॥

শিল্প স্মরণিকা প্রকাশনে নিরলস প্রচেষ্টায় এই জেলার তথ্য, পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা করেছেন—

শ্রীক্ষীরোদ বন্ধু আচার্য ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, জেলা শিল্পকরণ, নদীয়া

শ্রীকানাইলাল রায় চৌধুরী ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, জেলা শিল্পকরণ, নদীয়া

শ্রীপরেশ চন্দ্র দত্ত ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, চাকদা উন্নয়ন ব্লক

শ্রীসলিল কুমার মণ্ডল ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, শান্তিপুর উন্নয়ন ব্লক

শ্রীশিখরেন্দ্র নাথ রায় ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, নবদ্বীপ উন্নয়ন ব্লক

শ্রীকল্লোল নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক,
নাকাশীপাড়া উন্নয়ন ব্লক

শ্রীশৈলেন সাঁপুই ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, হাঁসখালি উন্নয়ন ব্লক

শ্রীজগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, তেহট্ট উন্নয়ন ব্লক-১

শ্রীসাধনকুমার রায় ॥ সহকারী পরিসংখ্যান পরিদর্শক, জেলা শিল্পকরণ, নদীয়া

শ্রীঅমলেন্দু সরকার ॥ শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, কৃষ্ণনগর উন্নয়ন ব্লক-১

শ্রীসুকুমার দাস ॥ পরিদর্শক, কল্যাণী শিল্প এষ্টেট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীসুশান্ত কুমার বিশ্বাস ॥ জেলা শিল্পকরণ, নদীয়া

নদীয়া জেলা বাংলাদেশের পুরনো সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যে সমধিক পরিচিত। এক সময়ে নদীয়াকে বাংলার 'অক্সফোর্ড' বলা হতো। এই জেলায় বহু পণ্ডিত, বিদগ্ধজন, মনস্বীব্যক্তিরা জন্ম গ্রহণ করেছেন। নবদ্বীপ তথা সারা বাংলাদেশের গৌরব মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলা- দেশের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা একটি জাতির পরিচয়কে যেমন উদ্ভাসিত করে—ঠিক তেমনি কৃষি, কলা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পেরও একটি বিরাট ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

এই শিল্প স্মরণিকা প্রকাশনের মূলে আমরা প্রয়াস করেছি এই জেলার অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে এই জেলার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরতে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশ থেকে বিরাট এক জনস্রোত এই জেলায় চলে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুজি-রোজগারের কর্মকুশলতা। নদীয়া জেলা যদিও মূলতঃ কৃষিভিত্তিক তবুও জনবৃদ্ধির এই বিরাট চাপ জমির স্বল্পতাহেতু স্বভাবতই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে জীবিকার অন্বেষণে ঝুঁকে পড়েছে। আজকের এই ভয়াবহ বেকারির যুগে নূতন নূতন কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিতে অন্যান্য জেলার মত এই জেলায়ও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশে ১৬-দফা এক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত আজকের যুব সমাজে যে কোন রকমের কর্মসংস্থান একটা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বেকারিত্বের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প নূতন নূতন কর্মসৃষ্টির এক বিরাট সুযোগ এনে দিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের এই প্রথম প্রচেষ্টা যদি জেলার যুবকদের সামনে একটা নূতন পথের দিগ্‌দর্শন দিতে পারে—যদি নদীয়া জেলার গ্রামে, শহরে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তুলতে এতটুকুও সাহায্য করতে সহায়ক হয়—সে শিল্প হোক্ না যতই ছোট—যদি একটি একটি করে ক্রমাগত এক একটি পরিবারের জীবিকা সংস্থানের পথ খুলে দিতে পারে; তাহলেই আমাদের এই

প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এই তৃপ্তিটুকু আমরা নিশ্চয় লাভ করতে পারবো।

আজ পর্যন্ত এই জেলার শিল্প উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে এই ধরনের কোন প্রকাশন হয়নি। সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র দার্জিলিং জেলা ছাড়া আর কোন জেলায়ই এই ধরণের প্রচেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ শিল্প স্থাপনের পূর্বাহ্ণেই প্রয়োজন বিশেষভাবে যে স্থানে বা যে অঞ্চলে বা যে জেলায় শিল্প স্থাপন হবে তার সম্বন্ধে মোটামুটি সম্যক একটি ধারণা। তাই বহু অনুভূত অভাব পূরণে আমাদের এই প্রচেষ্টা এক বিরাট সহায়ক হবে বলে মনে করি

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইংরাজী ভাষায় এই শিল্প স্মরণিকা প্রকাশনে সম্পাদনের কাজ বাংলা ভাষার চেয়ে অনেকটা সহজ ও সরল হতো। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই স্মরণিকা সামগ্রিক ভাবে ইংরাজী ভাষার চেয়ে বহুলাংশে সর্বজনীন হবে একথা অনস্বীকার্য। অনেকাংশে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব অনিচ্ছাকৃত হলেও তার জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরিশেষে, আমি তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যাঁরা আমাদের এই প্রকাশনে তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস এবং সর্বাঙ্গীন কর্মকুশলতা দিয়ে এই স্মরণিকাকে পুষ্ট করেছেন। যে সমস্ত শিল্প সংস্থাগুলি তাঁদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের আর্থিক সাহায্য করেছেন তাদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। সরকারী এবং বেসরকারী দপ্তরগুলি যাঁরা আমাদের তথ্য, পরিসংখ্যান এবং বিশদ বিবরণ দিযে সাহায্য করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, আমার সহকর্মীগণ যারা এই জেলায় বিভিন্ন ব্লক উন্নয়ন দপ্তরে কর্মরত—যারা দিনের পর দিন বহু অসুবিধা সত্ত্বেও যে পরিশ্রম এবং আন্তরিকতা দিয়ে এই স্মরণিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন এবং আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শুভম্—

কৃষ্ণনগর,
পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৭৯

জেলা শিল্প আধিকারিক, নদীয়া
সভাপতি
শিল্প স্মরণিকা সমিতি

সূচীপত্র

নদীয়া জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নদীয়া জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নদীয়া জেলার পূর্ব ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এখন পর্যন্ত এই জেলার ইতিহাস অনুশীলন বা পর্যালোচনার ব্যাপারে তেমন কোন প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই এই জেলার ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

নামের উৎপত্তি ও হিন্দুরাজত্বের পুরানো ইতিহাস

নয়টি দ্বীপের সমাহার 'নবদ্বীপ' মতান্তরে নয়টি দীপ বা প্রদীপ থেকে 'নদীয়া' নামের উৎপত্তি বলে কথিত। রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ শহর পত্তন করেন এবং বল্লাল সেন নিজেও কয়েকবার এই শহর পরিদর্শন করেন। আজও নবদ্বীপের বামুনপুকুরে বল্লাল সেনের ঢিবি এবং বল্লাল সেনের দীঘি এক পুরানো ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আছে। নবদ্বীপ যে সেন রাজাদের স্থায়ী রাজধানী ছিল এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলে পুণ্যার্থীদের সমাগম এবং ধর্মীয় কারণে নবদ্বীপ শহরের গোড়াপত্তন ও সেন রাজাদের বসবাসের ফলে এই শহরের উন্নতি ঘটে।

মুসলমান রাজত্বের সুরু

সেই সময়ে বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশে শত্রুদের পক্ষে পশ্চিমদিক দিয়ে বিহারের রাজমহলের কাছে তেলিয়াঘরি একটি প্রধান 'পকেট' বলে বিবেচিত হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে বিহারের মালিক মহম্মদ বখ্‌তিয়ার সুকৌশলে নবদ্বীপ শহর আক্রমণ ক'রে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে এবং বলা চলে সেই থেকেই সার্বভৌম বঙ্গদেশে হিন্দুরাজত্বের অবসান সুরু হয়। অবশেষে বখ্‌তিয়ার বাংলার ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় অধিকার করে। এরপর বহুবার মুসলমান রাজাদের আক্রমণে ইতিহাস দীর্ঘ হয়েছে; এমন কি মুসলমান রাজাদের আমলেও অন্যান্য বহিঃশত্রুরা আক্রমণ চালিয়েছে। ১৭২৮ খৃঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নদীয়া জেলার 'গদী' পেলেন। তার আমলেও মারাঠাদের আক্রমণ বরাবরই অব্যাহত ছিল এবং এক সময় তাঁকে তাঁর বাসস্থান কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে কৃষ্ণগঞ্জের কাছে শিবনিবাসে বসবাস করতে হয়েছিল।

প্রায় একটানা চারশো বছর মুসলমান রাজত্বের পর ইতিহাসের গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন এই জেলার

ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস

ছোট্ট একটি গ্রাম 'পলাশী' বাংলা দেশের ইতিহাসে বৃটিশ বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা করে। মিরজাফরের কুটিল চক্রান্তের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা রবার্ট ক্লাইভের কাছে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে হেরে যান। লাখ লাখ পলাশফুলের সঙ্গে বাঙ্গালীর রক্ত, স্বাধীনতা রক্ষার শেষ লড়াই—কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' সেই কাহিনীর এক করুণ কাব্য সৃষ্টি।

১৭৬৫ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী পায় এবং সেই থেকেই এই জেলার ওপর এক বিশেষ কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়।

ইংরেজ রাজত্বে জেলার প্রশাসন কাঠামো

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পরিচালনাধীনে তুইজন সুপারিনটেনডেণ্ট দ্বারা এই জেলার রাজস্ব আদায় হতো। ঐ সুপারিনটেনডেণ্টরা মুর্শিদাবাদ এবং পাটনার তুটি প্রধান কাউন্সিলদ্বারা পরিচালিত ছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কর্তৃত্বে আনে এবং সেই সময় মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রধান রাজস্ব অফিস স্থানান্তরিত হয়। সেই থেকে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন করে কালেক্টার এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একজন করে দেওয়ান নিয়োগ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ্. রেড. ফার্ণ নদীয়া জেলার প্রথম কালেক্টার নিযুক্ত হন এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য জি. চেরী দেওয়ান হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সময় বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমা এবং হুগলী জেলার কিছু অংশ নদীয়া জেলার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়া যশোরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু যখন নিম্ন প্রদেশগুলির পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট অফিসের বিলুপ্তি ঘটে তখন বিভাগীয় কমিশনারদের পুনর্বিন্যাসের ফলে নদীয়া একটি বিভাগ হিসাবে গঠিত হয় এবং এর সদর কার্যালয় কৃষ্ণনগরে স্থাপিত হয়। প্রায় এক বছরের উপর বহুবিধ কারণে বিভাগীয় কমিশনার কৃষ্ণনগরে তাঁর বাসস্থান গ্রহণ করেন না। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আলীপুরে থাকবার জন্য তিনি আবেদন করেন। তৎকালীন লেফটন্যাণ্ট গভরনর রাজস্ব পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে কৃষ্ণনগরেই বিভাগীয় সদর

কার্যালয় স্থাপন করতে হবে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলা রাজসাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নদীয়া বিভাগ পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সী বিভাগ হিসাবে সদর কার্যালয় আলীপুরে পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পুরনো নদীয়া জেলার সীমানা বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। অধুনা ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরের দুটি অংশ পূর্বে এই জেলার সঙ্গে সংযোজিত হয়। দক্ষিণ সীমান্তে ১১ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এক অংশ যথা নবদ্বীপ শহর এবং অন্য অংশটি নবদ্বীপ থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অগ্রদ্বীপ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল অগ্রদ্বীপ বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংযোজিত হয়।

র‍্যাডক্লিফ্‌ রোয়েদাদ

১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফ্‌ রোয়েদাদের পূর্ব পর্যন্ত নদীয়া জেলা মোটামুটি একই রকম সীমানা বজায় রেখে এসেছে এবং তখন এই জেলার মোট আয়তন ছিল ২৮০০ বর্গমাইল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রোয়েদাদের ফলে নদীয়া জেলা কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং মেহের-পুরের (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) এক বিরাট উর্বরা ও সমৃদ্ধি-পূর্ণ অঞ্চলকে হারিয়েছে।

১৯৪৭ সালে নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে এই জেলায় সদর ও রাণাঘাট নামে দুটি মহকুমা আছে। আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে সদর মহকুমাটি উত্তর ও দক্ষিণ এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

নীলবিদ্রোহ

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সারা নদীয়া জেলায় ইংরেজরা নীলের চাষ প্রবর্তন করে। ঐ সময় নীলশিল্পই ছিল এই জেলার প্রধান শিল্প। পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার অবসান এবং বলা চলে, সারা বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধের সূচনা। সেই থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্কুর। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ এই জেলায় নীলচাষের বিরুদ্ধে চাষীদের বিক্ষোভ বিরাট অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত চাষীদের বিদ্রোহ 'নীল বিদ্রোহ' নামে ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণনগরের কাছে আসান-নগরের মেঘাই সর্দার এবং বিশ্বনাথের মৃত্যুবরণ আজও এক বীরত্বের ইতিহাস বলে স্মরণীয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের 'ছাত্রবিচার' বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও বিক্ষোভের ঘটনা এই জেলার ইতিহাসে ছাত্র-

স্বদেশী আন্দোলন

সমাজের এক বিরাট আত্মত্যাগ বলে বিবেচিত। ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সারা বাংলা দেশের মতো এই জেলায়ও বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই জেলার যতীন মুখার্জী ১৯১৫ খৃঃ ৯ই সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরের যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। 'বাঘা যতীন' নামে স্বদেশী আন্দোলনের মুক্তিযুদ্ধে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় কৃষ্ণনগরে বিপিনচন্দ্র পাল এবং দেশবন্ধুর আগমন এবং পরপর অনেক ঘটনাই স্বদেশী আন্দোলনে এই জেলার ভূমিকা সূচিত করে। ১৯২১ খৃঃ কৃষ্ণনগরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইংরেজের স্কুল, শিক্ষা, বিদেশী বর্জনে বিক্ষোভ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৯২৬ খৃঃ তুলসী গোস্বামী এবং সরোজিনী নাইডুর পরিচালনায় কৃষ্ণনগরে প্রথম নিখিল বঙ্গ যুব এবং ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃ এ্যানি বেসান্ত, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং এফ্. কে. নারিম্যান কৃষ্ণনগরের টাউন হলে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। কৃষ্ণনগরে বোমা নিক্ষেপণ, গুলিচালনা এবং দর্শনার কাছে লাইনচ্যুতি ঘটিয়ে ট্রেন অবরোধ এই সময়কার ঘটনা। 'কর-না-দেওয়া' আন্দোলন প্রথম সুরু হয় ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩২ খ্রীঃ এবং ধীরে ধীরে এই আন্দোলন সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

নদীয়ার গৌরব

জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য নদীয়া জেলা বাংলার গৌরব ছিল। বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, দেশ-প্রেমিক জন্ম গ্রহণ ক'রে এই জেলাকে ধন্য করেছেন। নদীয়া আজও তার সেই পুরানো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এই জেলা তথা সারা বাংলা দেশের পক্ষে এক বিরাট যুগসন্ধিক্ষণ। বাসুদেব সার্বভৌম, রামচন্দ্র সার্বভৌম, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, বিশ্বনাথ পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, প্রমুখ অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ এই জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। সর্বজন পরিচিত বুনো রামনাথ নবদ্বীপের কাছে এক জঙ্গলে বাস করতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং প্রজারঞ্জনের জন্য চিরপরিচিত। হরিদাস তর্কসিদ্ধান্ত, শিবরাম বাচস্পতি, রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, মধুসূদন ন্যায়-

লঙ্কার প্রমুখ বাণীর বরপুত্রগণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা অলঙ্কৃত করতেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র মহারাজের সভা কবি ছিলেন। তাঁর রচিত "অন্নদামঙ্গল" আজও বাঙ্গালীর গৌরব বলে স্বীকৃত। হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড় মহারাজের প্রিয় বয়স্য ছিলেন বলে কথিত। ১৩৮৫ খ্রীঃ মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাস ওঝা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। নদীয়ায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, চন্দ্রশেখর বসু, দীনবন্ধু মিত্র, মতিলাল রায়, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদানন্দ রায়, লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জলধর সেন, মুন্সী মোজাম্মেল হক্, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, ডঃ রাধাবিনোদ পাল, খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্, নলিনীমোহন সান্যাল, লক্ষীকান্ত মৈত্র, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, দিলীপকুমার রায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগ্‌চী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ সমধিক উল্লেখযোগ্য।
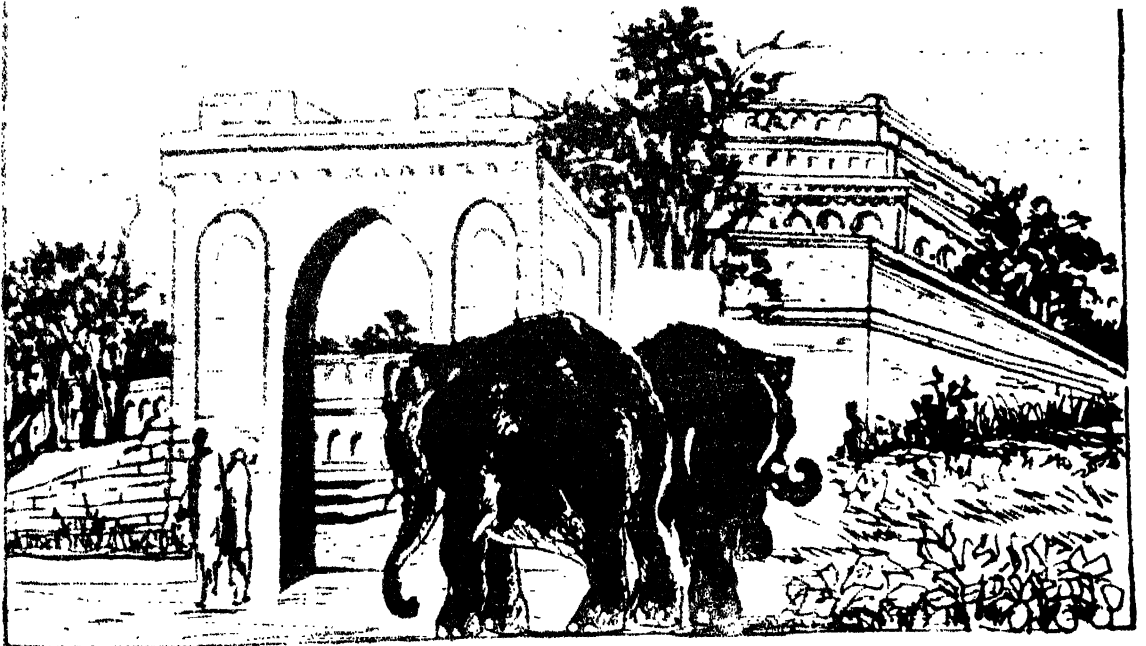
প্রাকৃতিক বিবরণ

আয়তন

নদীয়া জেলা ২২°৫৩´ এবং ২৪°১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৯´ এবং ৮৮°৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই জেলার আয়তন সম্বন্ধে অন্যান্ত জেলার মতই কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। পশ্চিম বাংলার ডাইরেক্টর অফ্ ল্যাণ্ড রেকর্ড এ্যাণ্ড সার্ভের হিসাব অনুযায়ী নদীয়া জেলার আয়তন ১৫০৯ বর্গমাইল।

সীমানা

মুর্শিদাবাদ জেলা নদীয়া জেলার উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে আছে এবং অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা নদীয়া জেলার উত্তর পূর্বে অবস্থিত। পশ্চিমে ভাগীরথী নবদ্বীপ শহর নিয়ে বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমানা নির্ধারণ করেছে। নদীয়া জেলার দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ২৪-পরগণা জেলা অবস্থিত। আকৃতিতে নদীয়া জেলা উত্তর থেকে দক্ষিণে অসমভাবে অবস্থিত।

নদী

ভাগীরথী

এই জেলার বিভিন্ন নদীগুলির মধ্যে ভাগীরথী উল্লেখযোগ্য। ভাগীরথী এই জেলার পলাশীর কাছে এক প্রবল জলস্রোত নিয়ে প্রবেশ করে কিছুদূরে এই জেলার পশ্চিম সীমানা গঠন করেছে। নবদ্বীপ শহরের বিপরীত দিকে ভাগীরথী জলঙ্গী নদীর সঙ্গমে হুগলী নামে পরিচিত। হুগলী নদী তারপর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হুগলী, হাওড়া এবং ২৪-পরগণা জেলার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

জলঙ্গী

এই জেলার উত্তর প্রান্তে জলঙ্গী নদী পদ্মা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই জেলার উত্তর সীমানা গঠন করে তেহট্টের কয়েক মাইল উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এবং তারপর দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়ে নবদ্বীপ সহরের বিপরীত দিকে মিলিত হয়েছে। জলঙ্গী নদী "খোড়ে" নদী নামে স্থানীয় ভাবে পরিচিত।

মাথা-ভাঙ্গা

মাথাভাঙ্গা বা হাউলি নদী জলঙ্গীর মত পদ্মা থেকে বের হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে হাট বোয়ালীয়া নামক স্থানে দুভাগে ভাগ হয়েছে এবং এর একটি শাখা "কুমার" অথবা "পাঙ-গাছি" নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই জেলার সীমান্ত পর্যন্ত আলমডাঙ্গা পৌঁছে যশোরে প্রবেশ করেছে। এবং অন্য শাখাটি এক অসরল ও আঁকাবাঁকা গতি নিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনগরের পূর্বদিকে কৃষ্ণগঞ্জে পৌঁচেছে। ঠিক এই স্থানে নদীটি চূর্ণী এবং ইছামতী নামে আবার দুভাগে ভাগ হয়েছে।

চূর্ণী

চূর্ণী নদী দক্ষিণ দিকের কিছুটা পশ্চিম ঘেঁষে হাঁসখালি ও রাণাঘাটকে পাশে রেখে শান্তিপুর এবং চাকদহের মাঝখানে হুগলী নদীতে মিশেছে।

ইছামতী

ইছামতী নদী দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নদীয়া জেলার সীমানা গঠন করে শেষ পর্যন্ত ২৪-পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমায় প্রবেশ করেছে।

নদীয়া জেলার গঠন এবং এর উন্মেষের পক্ষে নদীয়ার নদীগুলি প্রাচীনকাল থেকে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। পূর্বে এই জেলার যানবাহনে নদীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বর্তমানে অধিকাংশ নদীরই নাব্যতা অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত

নদীয়া জেলা গ্রীষ্মপ্রধান মণ্ডলে অবস্থিত বলে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রবল। পূর্ব্বে জঙ্গল ও খাল-বিল বেশী থাকায় এবং ভূমি কিছুটা নীচু হওয়া স্বভাবতই সিক্ত ছিল। তবে বর্তমানে নূতন নূত জনপদ, গ্রাম এবং শহরের কিছুটা উন্নতির ফে জলবায়ু ও স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেকটা উন্নত হয়েছে।

এই জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৩১০· মি. মি. (৫১·৫৯")। বর্ষাকালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক শতকরা ৭১ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়। জেলার সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান নয়। যেমন জেলার দক্ষিণাংশে হরিণঘাটায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১১০·৪ মি. মি (৪৩·৭২") অথচ জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে কৃষ্ণনগরে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৭৩· মি. মি. (৫৮·০১")।

ধর্ম ও পুরাকীর্তি

এই জেলায় কিছু কিছু আউল, বাউল, এবং কর্তাভজা সম্প্রদায় এখনও তাদের পুরনো ও ধ্যান ধারণাকে অনুসরণ করে চলেছে।
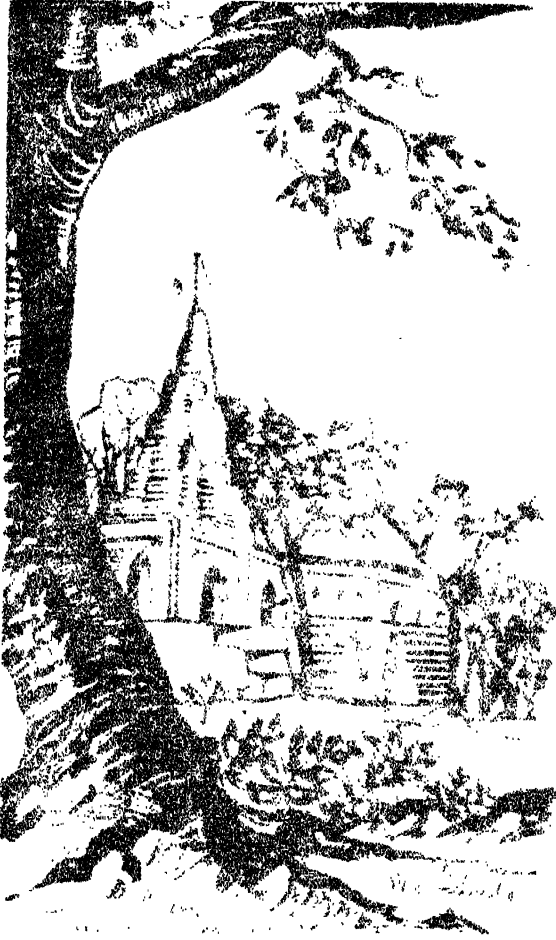
ধর্ম

এই জেলার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৭·০৩ ভাগ হিন্দু, ২২·৩৬ ভাগ মুসলমান এবং ·০৫১ ভাগ খ্রীস্টান ধর্ম্মাবলম্বীর বাস। এছাড়া কিছু শিখ, বৌদ্ধ এবং ইহুদীদের বাসও আছে। তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদী, চামার, ধোপা, জেলে, কৈবর্ত, মালো, মুচি, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, ওঁরাও ও সাঁওতাল সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নবদ্বীপ ও মায়াপুরের বৈষ্ণব সম্প্রদায় অন্যতম।

পুরাকীর্তি

বিভিন্ন ধর্মকে ভিত্তি করে এই জেলায় বহু মন্দির, মসজিদ এবং গীর্জা বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মন্দিরগুলি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপিত শিবনিবাসের শিব মন্দির, চাকদহের কৃষ্ণনারী মন্দির, ফুলিয়ায় যবন হরিদাস ও বাংলার প্রখ্যাত কবি কৃত্তিবাসের বেদী, রাণাঘাটের হরধাম ও আনন্দধাম, বীর নগরের দ্বাদশ মন্দির এবং শান্তিপুরের জলেশ্বর মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের সঙ্গে নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নবদ্বীপের মন্দিরগুলি, মায়াপুরের কাছে বল্লাল ঢিপি, পলাশীর স্মৃতিস্তম্ভ আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বিগত কয়েক শতাব্দীর নদীয়া জেলার ইতিহাস। খ্রীস্টান মিশনারীদের স্থাপিত কৃষ্ণনগর রোমান ক্যাথলিক গীর্জা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য গীর্জাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে

এক নজরে নদীয়া জেলা

আয়তন

১৫০৯ বর্গ মাইল

৩৯০৮·৫ বর্গ কি. মি.

জন সংখ্যা/১৯৭১

পুরুষ	...	...	১১,৪৩,৩৬৭
স্ত্রী	...	...	১০,৮৫,৬৫৫
		মোট	২২,২৯,০২২ (১০০ %)

জন সংখ্যা/পৌর শহর

কৃষ্ণনগর	৮৬,৩৫৪
নবদ্বীপ	৯৩,৯৮৬
শান্তিপুর	৬১,২০১
চাকদহ	৪৬,৬৪৫
রাণাঘাট	৪৭,৯৫৬
বীরনগর	—
কল্যাণী (নোটিফাইড্ এরিয়া)	১৮,৩৩৩

জন সংখ্যা/শহর	৪,১৮,৭৩৯ (১৮·৭৯%)
জন সংখ্যা/গ্রাম	১৮,১০,২৮৩ (৮১·২১%)
জন সংখ্যার ঘনত্ব/প্রতিবর্গ কি. মি.	৫৬৮
মহকুমা	৩
থানা	১৩
সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক	১৬

রাণাঘাট মহকুমা ৬

চাকদহ
হরিণঘাটা
রাণাঘাট—১
রাণাঘাট—২
শান্তিপুর
হাঁসখালি

কৃষ্ণনগর সদর (উত্তর) ৫

করিমপুর

তেহট্ট–১

তেহট্ট–২

নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণনগর সদর (দক্ষিণ) ৫

কৃষ্ণনগর–১

কৃষ্ণনগর–২

নবদ্বীপ

চাপড়া

কালীগঞ্জ

অঞ্চল পঞ্চায়েত	৮৩
গ্রাম পঞ্চায়েত	৫৪৭
সহরের সংখ্যা/১৯৬১	১২
মৌজার সংখ্যা/১৯৬১	১৪১৮
বসতিপূর্ণ গ্রামের সংখ্যা/১৯৬১	১২৮২

জন্ম ও মৃত্যুর হার/১৯৬১

জন্ম/হাজার প্রতি	পুরুষ	১৪·৭২
	স্ত্রী	১৩·৫০
মৃত্যু/হাজার প্রতি	পুরুষ	৯·৫৫
	স্ত্রী	৮·৫৯

পৌর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬

সাক্ষরতা

পুরুষ	স্ত্রী	মোট
৪২·৮৪·/.	২২·০৮·/.	৩৩·০৫·/.

জনসংখ্যার বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ

বৃত্তি	১৯৬১		১৯৭১	
	সংখ্যা	% মোট জনসংখ্যার	সংখ্যা	% মোট জনসংখ্যার
কৃষি	১৯৯৭৩৮	১১·৬৬	২০৭৮৮৩	৯·৩৪
কৃষি নির্ভরশীল শ্রমিক	৭৭৬১৬	৪·৫৩	১৫০৭৪৮	৬·৭৬
খনিজ, পশু পালন, মৎস্য এবং রোপণ	১৫৮১০	০·৯২		
কুটিরশিল্প	৪১৯০৯	২·৪৫		
অন্যান্য শিল্প	২৫১৯১	১·৪৭		
ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণ	৬১৯৭	০·৩৬	১৯৬১৫৩	৮·৭৯
ব্যবসা বাণিজ্য	৩৪৩৩১	২·০০		
পরিবহন ও যোগাযোগ	১০৮৭৬	০·৬৪		
অন্যান্য কাজে নিযুক্ত	৫৩৬৩১	৩·১৩		
	৪৬৫২৯৭	২৭·১৬	৫৫৪৭৮৪	২৪·৮৯

কৃষি ও সেচ

নদীয়া যদিও কৃষিভিত্তিক জেলা তবুও এই জেলায় কৃষিজ পণ্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত নয়। বিরাট সংখ্যক পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) উদ্বাস্তুদের আগমনে এবং সাম্প্রতিক কালে সরকারী কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টায় সবুজ বিপ্লবের এক কর্মোত্তম শুরু হয়েছে। সেচ ব্যবস্থা প্রধানতঃ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। গত কয়েক বৎসরে গ্রামে গ্রামে গভীর কূপ খনন এবং পাম্পিং সেটের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি চলছে। নদীয়ার ভূমি উর্বরা নয় বলে কৃষিজ পণ্য আশানুরূপ হয় না। অধিকাংশ জমিতে বালির ভাগ বেশী থাকায় জল জমতে পারে না। এইজন্য আমন ধানের চাষ অপেক্ষা আউস ধানের চাষ অধিক। পূর্বে নদীয়ার প্রায় সর্বত্র নীল চাষের প্রচলন ছিল। অথচ বর্তমানে এই চাষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। কৃষির উন্নতি এবং ফলের উৎকর্ষের জন্য কৃষিবিভাগের অধীনে কৃষ্ণনগরে একটি হর্টিকালচার রিসার্চ ষ্টেশন স্থাপিত হয়েছে। এই জেলার প্রধান প্রধান কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, পাট, গম, সরষে, ছোলা, আখ, ডাল এবং আলু ও হরেকরকম তরিতরকারি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মরশুমে এই জেলায় প্রচুর ফল জন্মায়। এদের মধ্যে লিচু, বেল, আম ও কাঁঠাল সমধিক উল্লেখযোগ্য।

জমির ব্যবহার

মোট ভৌগোলিক আয়তন—	৯,৬৫,০০০ একর
কৃষি অনুপযোগী জমির পরিমাণ	১,৬৯,০০০ একর
বনাঞ্চল	৩০০০ একর
অন্যান্য অকৃষি জমি	৪৪,০০০ একর
পতিত জমি	২৮,০০০ একর
নীট কর্ষিত জমি	৭,২১,০০০ একর
দ্বিফসল জমি	৪,৫৮,০০০ একর

একর প্রতি ফসলের উৎপাদন

ফসল	১৯৬৪-৬৫		১৯৭০—৭১		
	'০০০ একর জমি	একর প্রতি উৎপাদন	একর জমি	('০০০)	একর প্রতি উৎপাদন
আউস	২৫৬'৩	১১'৯৭ মণ	অন্যান্য	২৯'৬	১০ মণ
			উচ্চ ফলনশীল	১২'৫	১৮ মণ
আমন	২২৪'৯	১২'৬৯ মণ	উচ্চ ফলনশীল	২৪'৬	২৭ মণ
			অন্যান্য	১৮২'০	১০ মণ
পাট	৮১'৮	৩'৫ বেল		১১৬'৯	৩'৫ বেল
গম	১১'৪	৬'১২ মণ	উচ্চফলনশীল	১০৯'০	৩০ মণ
বোরো	২'২	১৩ মণ	উচ্চফলনশীল	৭'৫	৩৫ মণ
			অন্যান্য	২'৬	২৫ মণ
সরষে	৪৪'২	৫ মণ		৩৭'৪	৮ মণ
ছোলা	১২৮'২	৫'৫ মণ		৯৫'৩	৯ মণ
আখ	১৬'৩	৪৭১মণ		১৬'৪	৭০০ মণ

মোট কর্ষিত জমির ৪৮'৩% আউস (খরিফ), ৩০'৫% আমন, ছোলা এবং ডাল (রবিশস্য) ৫৮'৫%, পাট ১৬'৬%, তৈলবীজ ৯% এবং আখ ২'২% অংশ গ্রহণ করে।

১৯৭১-৭২ সালের সম্ভাব্য উৎপাদন

ফসল	সম্ভাব্য উৎপাদন ('০০০ মেট্রিকটন/বেল)	
আউস	৩৫'৪	মেট্রিক টন
আমন	৩৯'৭	,,
আখ	২২৫'০	,,
গম	২০০'০	,,
বোরো	৩৭'৫	,,
ডাল	৭০'০	,,
সরষে	১৫'০	,,
পাট	২৪৫	বেল

সেঁচ

উৎস	বছর	জমির পরিমাণ (একর)	ফসল
গভীর নলকূপ	১৯৬৪-৬৫	২১৫০	আউস, আমন, পাট, আখ, গম সরষে, বোরো, ডাল এবং আলু
নদী জলোত্তলন	১৯৬৪-৬৫	—	
	১৯৭০-৭১	১৮৩৬	ঐ
অগভীর নলকূপ	১৯৬৪-৬৫	৩৮০	ঐ
	১৯৭০-৭১	২০০০০	
পুষ্করিণী	১৯৬৪-৬৫	৫০	ঐ
	১৯৭০-৭১	৭৫০	ঐ
খাল	১৯৬৪-৬৫	৯৫০	
(ব্যক্তিগত)	১৯৭০-৭১	৯৫০	ঐ
খাল এবং	১৯৬৪-৬৫	৫৫৮	ঐ
বিল	১৯৭০-৭১	১৪০০	ঐ

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

উৎস	বছর	চলতি প্রকল্প		প্রস্তাবিত প্রকল্প	
		সংখ্যা	জমির পরিমান (একর)	সংখ্যা	জমির পরিমান (একর)
ক্ষুদ্র সেচ					
গভীর নলকূপ	১৯৬৪-৬৫	১০০	২১৫০	—	—
	১৯৭০-৭১	৪৪৪	২৪,৫১৭	২০০	৬৪,৬৬৩
নদী জলোত্তলন	১৯৬৪-৬৫	—	—	—	—
	১৯৭০-৭১	২৯	১,৮৩৬	৯০	১৩,৫০০
অগভীর নলকূপ	১৯৬৪-৬৫	৭৬	৩৮০	—	—
	১৯৭০-৭১	৪,৯২৬	২০,০০০	২০০০	১৪,৬৩০

বৃহৎ সেচের প্রকল্প এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

॥ তেরো ॥

বিশেষ পাট প্যাকেজ কর্মসূচী

১৯৬৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বিশেষ এই প্রকল্প (Centrally sponsored scheme) পাট চাষের উন্নতিকল্পে এই জেলায় গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে করিমপুর, নাকাশীপাড়া কালীগঞ্জ, ভীমপুর, বগুলা এবং হরিণঘাটা অঞ্চলে ১৩,২০০ একর জমি এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। উক্ত জমিতে ১৩২ মেট্রিক টন ইউরিয়া বিনামূল্যে কৃষি ভাইদের বিতরণ করা হয়েছে। সারি বপন (line sowing) চাষের জন্য ২৬০০টি সীড্-ড্রীল এবং ২৬০০টি হুইল হো (wheel-hoe) এই সঙ্গে চাষীভাইদের দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১-৭২ সালে করিমপুর, চাপড়া, মাজদিয়া, বগুলা, ভীমপুর, কালীগঞ্জ এবং হরিণঘাটা অঞ্চলে ২৬,০০০ একর জমিতে পাট চাষ সুরু হয়েছে এবং ২৬০ মেট্রিক টন ইউরিয়া চাষীভাইদের বিতরণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং সাজ সরঞ্জাম চাষীভাইদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

কৃষিকাজে বিদ্যুতের ব্যবহার

এই জেলার ৩৩২টি গ্রামে কৃষির কাজের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।

কৃষিকাজে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার

দ্রব্যের নাম	ব্যবহারের পরিমাণ	
	১৯৬৪-৬৫	১৯৭০-৭১
যন্ত্রপাতি	৩৩১ টি	২৮৯১ টি
ডাষ্টার (Duster)	—	—
স্প্রেয়ার (sprayer)	৩৬৫ টি	—
বি, এইচ্, সি ১০%	৪৭৫ মে.টি	৭২ মে.টি
বি, এইচ্, সি ৫০%	৫·৬ মে.টি	৩৮০ কেজি
এনড্রিন	৩৬০০লিটার	৫৬০ লিটার
ফাজিসাইড্	৫৮০ কেজি	৮১৪ কেজি
পাম্প সেট্	৩ টি	৬১৫ টি

রাসায়নিক সার বিতরণের হিসাব

১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭০-৭১

রাসায়নিক সারের নাম এবং পরিমাণ / মেট্রিক ওজন

সাল	এমোনিয়াম সালফেট	ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট	ইউরিয়া	এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট	ডাই-এমো ফস্ফেট	এমোনিয়াম ফস্ফেট	সুপার ফস্ফেট	পটাস নাইট্রেট	মিশ্র সার	এমোনিয়াম ক্লোরাইড
১৯৬৬-৬৭	২৫৬৯.০	২০.০	১৮৪৯.০	২০.০	৪০.০	—	১৪৫৮.০	১৯.০	১৫৮৮.০	—
১৯৬৭-৬৮	২৩৬৯.০	৮৯.০	১৮৬৭.০	২৯.০	১২৬.০	—	১৪৯২.০	১৪৬.০	১৬৭৬.০	—
১৯৬৮ ৬৯	২৭২৮.০	২৫.০	২০৬৮.০	৫৫.৫	১৩৮.০	৭৮.০	১৫৩০.০	২৫০.৫	১৮৯৪.০	৬০.০
১৯৬৯-৭০	১৯০৭.৮	৩.৮	১৯২০.২	৩.৫	১৯২.০	৩৯.২	৯২৪.৬	৪১৪.৫	১৫৪.১	৬.৫
১৯৭০-৭১	৯৮৯.৮	২.১	২৫২১.০	০.৬	২৯.১	৫৬.৭	৮৯৩.১	৪৮৬.৩	৭.৬	২৭.৮

বন সম্পদ

এই জেলায় বিশেষ কোন বন নাই। সরকারী বন বিভাগের প্রচেষ্টায় কয়েকটি বন সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বেথুয়াডহরী এবং জঙ্গীপুর, রাণাঘাটের হিজুলী, দেবগ্রাম, মহৎপুর, বাহাদুরপুর এবং ক্ষিমা-রাধাকান্তপুর উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ সেগুন, শিশু, গামার, মিঞ্জরী, বাবুল, অর্জুন এবং আকাশমণি উপরোক্ত বনাঞ্চলে লাগানো হয়েছে। নদীয়া জেলার একক হিসেব এই সঙ্গে দেবার কিছু অসুবিধা রয়েছে কারণ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে একটি বন বিভাগ গঠিত। তাই নদীয়া জেলার সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব নয়।

সাধারণতঃ বিভিন্ন কাঠ এবং কিছু জ্বালানি কাঠ এই জেলায় উৎপন্ন হয়। উৎপন্নের পরিমাণ নীচে দেওয়া হলো।

	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
কাঠ	১৯০৬ কিউঃ মিঃ	১৫০৪ কিউঃ মিঃ	৩০১৫ কিউঃ মিঃ,
জ্বালানী	৭৫৯ "	২০৬৬ "	২৯৬ "

সমগ্র নদীয়া জেলায় ১২৪৫.৮১ হেক্টর জমি বনাঞ্চলের আয়তন। উৎপন্ন কাঠ এবং জ্বালানী কাঠ প্রধানতঃ নীলামে বনবিভাগ কর্তৃক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছর গড়পড়তা ৪০ হেক্টর জমিতে বনসৃষ্টি করার এক পরিকল্পনা বন বিভাগ হাতে নিয়েছেন। প্রধানতঃ উৎপন্ন কাঠ এই জেলার কাঠ চেরাই কলগুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং এরই সঙ্গে জেলায় বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে বেশ কিছু কাঠের আসবাব পত্রের কারখানা গড়ে উঠেছে।

বিগত ৫ বছর বনজ উৎপাদনের মূল্য নীচে দেওয়া হলো। (আনুমানিক)

১৯৬৬-৬৭.........১,১৪,৫৪৫.০০ টাকা
১৯৬৭-৬৮.........১,৬১,৯৭০.০০ "
১৯৬৮-৬৯.........১,০০,৮০০.০০ "
১৯৬৯-৭০.........১,২২,২৭১.০০ "
১৯৭০-৭১.........১,৮২,৭৫৫.০০ "

পশুপালন

১৯৬৬ সালের পশু গণনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে এই জেলায় মোট গবাদি পশুর সংখ্যা ৫,৪০,৫৪৮। গণনার বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত হলো

বিভাগ	১৯৬৬ (সংখ্যায়)	
গবাদি		
(ক) গাভী	১,৬৩,০১৪	
(খ) বলদ ও ষাঁড়	২, ১৪, ৯৮৫	
(গ) বাছুর	১, ৬২, ৫৪৯	৫,৪০,৫৪৮
মহিষ		
(ক) গাভী	৪,৭৯২	
(খ) বলদ ও ষাঁড়	৩৯,৯২৭	
(গ) বাছুর	২, ৩৪২	
		৪৭, ০৬১
মেষ	৪২, ৮১২	
ছাগল	৩,২৪,২৮৮	
ঘোড়া এবং টাট্টু ঘোড়া	১, ১৩৬	
শূকর	২, ৮৬৩	
অন্যান্য	৩৬	
হাঁস ও মুরগী		
(ক) মুরগী	৩, ৫৮, ৯৪৫	
(খ) হাঁস	১, ৮০, ৮৪৩	
		৫. ৩৯. ৭৮৮

গো-উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নততর গবাদি পশু পালনে এই জেলায় একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৪০ সাল থেকে এই প্রকল্পের আওতায় জেলার বিভিন্ন গ্রামে হরিয়ানা ষাঁড় বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশী-গাভীর দুধের পরিমাণ বাড়ান। ১৯৬৭ সালের মধ্যে জেলার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ গবাদি পশু উন্নত পর্যায়ে আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহায়ক বলে বিবেচিত। ১৯৬৫ সালে কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা এবং মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ নিয়ে নিবিড় গো-উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পটির সদর দপ্তর কৃষ্ণনগরে অবস্থিত। ১৯৬৭-৬৮ সালের মাঝামাঝি হলষ্টীন এবং জারসি ভাল জাতের বিদেশী ষাঁড় ব্যবহার করে সংকর প্রজননের ব্যবস্থা সুরু হয়। বর্তমানে নদীয়া জেলায় ১২ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং ৭৩টি উপকেন্দ্র কাজ করছে। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর নিবিড় গো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

(১) কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা	—	৬০, ৫২১
(২) বাছুরের জন্ম সংখ্যা	—	
	(পুরুষ)	—১০, ৪৬৬
	(স্ত্রী)	— ৯,৩৭৮
	মোট	— ১৯, ৮৬৪
(৩) বলদীকরণের সংখ্যা		১০, ৬০৫
(৪) সুষম গো খাদ্য বিতরণ—৮৭, ০২১ কেজি		

মৎস্য

মৎস্য বিভাগের হিসাব অনুযায়ী মৎস্য চাষের প্রতিবেদন দেওয়া হলো। (১৯৭০)

১। মোট জলাভূমির আয়তন।	একর
ক) পুষ্করিণী	৮, ৪২৯·০৪
খ) খাল, বিল, নদী ইত্যাদি	৩৯, ৯৯৫·৫৫
	৪৮, ৪২৪· ৫৯
২। মোট মৎস্য শিকারের এলাকা	৫৩৯৪
৩। মৎস্য সমবায় সমিতি	
ক) মোট সংখ্যা	৩৮

জন সম্পদ

১৯৬১ সালে এই জেলার জনসংখ্যা ছিল ১৭,১৩,৩২৪। তারমধ্যে ৮,৬৭,০১৪ অর্থাৎ শতকরা ৫০·৬ জন ছিল ১৫ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে, সাধারণতঃ যে বয়সকে কর্মক্ষমতার বয়স বলা হয়। ১৯৬১ সালে এই ৮,৬৭,০১৪ জনের মধ্যে ৪,৬৫,২৯৭ জন অর্থাৎ মোট কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ৫৩·৬ জন কর্মী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল যার বিস্তারিত বিবরণ (কর্মীদের বৃত্তিগত বিভাগ তালিকায়) দ্রষ্টব্য।

এই জেলার কর্মনিয়োগ সংস্থার হিসেব থেকে দেখা যায়, যে ১৯৭০ সালে ১৮,৬২২ জন কর্মপ্রার্থী নাম পঞ্জীভুক্ত করে যেখানে ১৯৬৯ সালে ২৪,৭৫৯ জন ও ১৯৬৮ সালে ১২৫৭৫ জনের নাম ইতিপূর্বেই পঞ্জীভুক্ত করা হয়েছিল। এই জেলার কর্মনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে ১৯৭০ সালে ২৫৩ জন, ১৯৬৯ সালে ৫৯২ জন এবং ১৯৬৮ সালে ৫১৫ জনের কর্ম সংস্থান করা হয়েছে। গত ৩ বছরে যে কর্মসংস্থান করা হয়েছে তারমধ্যে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাক্রমে ৪৩·৭%, ১৫·৯% ও ৪০·৪% লোকের কর্ম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পঞ্জীভুক্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে (৩১. ১২. ৭০) ১২৭৯ জন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর, ৩১৭৯ জন উচ্চ মাধ্যমিক এবং ২৭০৩ জন স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ।

পঞ্জীভুক্ত ব্যক্তি এবং কর্মসংস্থানের বিবরণ

পঞ্জীভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা			
	১৯৬৮	...	১৩,৯৩৪
	১৯৬৯	...	২৩,৬৩৭
	১৯৭০	...	৩০,৭৪৩

কর্মসংস্থান	১৯৬৮	১৯৬৯	১৯৭০	মোট
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক	৫৭	৬৮	৯১	২১৬
রাজ্য সরকার কর্তৃক	৪৯	৪৮৩	৬২	৫৯৪
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক	৪০৯	৪১	১০০	৫৫০
মোট	৫১৫	৫৯২	২৫৩	১৩৬০

॥ সতেরো ॥

পঞ্জীভুক্ত ব্যক্তিদের বৃত্তিগত শ্রেণীবিন্যাস (৩১-১২-৭০)

বৃত্তিগত বিভাগ	সংখ্যা	%
শিল্প	৩৩৫	১·১
দক্ষ এবং অর্দ্ধদক্ষ	২,০৮৩	৬·৮
করণিক	৮,৮৮৬	২৮·৯
শিক্ষকতা	৫৩	০·২
গৃহকার্য	১৩	০·০
অদক্ষ	১৮,৮৮২	৬১·৪
অন্যান্য	৪৯১	১·৬
মোট ···	৩০,৭৪৩	১০০·০

পঞ্জীভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত শ্রেণীবিন্যাস (৩১-১২-৭০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা		সংখ্যা	%
স্কুল ফাইনাল		২,৭০৩	৩৭·৭
উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমতুল		৩,১৭৯	৪৪·৪
স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর		১,২৭৯	১৭·৯
কলা ···	৫১১		
বিজ্ঞান ···	৩২২		
বাণিজ্য ···	৪২৬		
অন্যান্য ···	২০		
মোট ···		৭,১৬১	১০০·০

হাট, বাজার ও মেলা

এই জেলায় ১২১ টি হাট ও বাজার আছে। হিসাবে এদের ক, খ ও গ তে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' শ্রেণীতে —৭টি, 'খ' শ্রেণীতে—৭টি এবং 'গ' শ্রেণীতে—১০৭ টি মোট হাট ও বাজার আছে। এদের মধ্যে ১৭টি পাইকিরি এবং বাকীগুলি খুচরো হাট ও বাজার হিসেবে পরিচিত। প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্যের মধ্যে পাট, ধান, তৈলবীজ, ডাল, তরিতরকারি, ফল, আলু, গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী, চাল,গুড়, ডিম, পান, মাছ, মাংস, কৃষিজ পণ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁতের সুতো, তাঁতের কাপড়, মাটির জিনিষ, কাঁসা-পিতলের বাসন, বেত ও বাঁশের তৈরী জিনিষ আছে।

আমদানী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে চাল, ডাল, তেল, এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের সঙ্গে লৌহ এবং অন্যান্য ধাতব বস্তু, কাগজ, মিলের কাপড়, ঘরবাড়ী তৈরীর সাজসরঞ্জাম, কলকব্জা, মনোহারী জিনিষপত্র, পাঁউরুটি, ডিম, তাঁতের সুতো এবং রং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রপ্তাণীর মধ্যে তাঁতবস্ত্র, মাটীর পুতুল, কাঁসা-পিতলের বাসন, পাট, কাঁচা চামড়ার নাম করা যেতে পারে।

এই জেলায় বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা আছে। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি প্রধান।

মারচেণ্টস্ এসোসিয়েশান আড়ংঘাটা	—আড়ংঘাটা
বগুলা ব্যবসায়ী সমিতি	—বগুলা
বাদকুল্লা ব্যবসায়ী সমিতি	—বাদকুল্লা
মারচেণ্টস্ এসোসিয়েশান	—চাকদা
কৃষ্ণনগর ক্লথ মারচেণ্টস্ এসোসিয়েশান	—কৃষ্ণনগর
নদীয়া চেম্বার্স অফ্ কমার্স	—কৃষ্ণনগর
নবদ্বীপ ব্যবসায়ী সমিতি	—নবদ্বীপ
নবদ্বীপ জুট মারচেণ্টস্ এসোসিয়েশান	—বরালঘাট
রাণাঘাট মারচেণ্টস্ এসোসিয়েশান	—রাণাঘাট
রানাঘাট ট্রেডার্স এসোসিয়েশান	—রাণাঘাট
শান্তিপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি	—শান্তিপুর
শান্তিপুর মারচেণ্টস্ এসোসিয়েশান	—শান্তিপুর

এই জেলায় মেলা এবং উৎসব প্রচুর হয়ে থাকে। প্রায় বলা চলে সারা বছর ধরেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় মেলা ও উৎসবে এক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। থানা হিসাবে মেলা ও উৎসবের প্রতিবেদন দেওয়া হ'ল।

থানা	মেলা ও উৎসব
কৃষ্ণনগর	১৯
নবদ্বীপ	৭
চাপড়া	৬
কৃষ্ণগঞ্জ	৯
নাকাশীপাড়া	১৫
কালীগঞ্জ	১৮
তেহট্ট	৩
করিমপুর	১১
রাণাঘাট	১৬
চাকদা	৩০
হরিণঘাটা	১৬
হাঁসখালি	৮
শান্তিপুর	১৭

যানবাহন এবং যোগাযোগ

রেল

জেলার সর্বত্র যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত এই জেলার এক বিরাট বৈশিষ্ট্য। এই জেলায় পূর্ব রেলওয়ের ১৯৩ কি. মি. লাইন রয়েছে। শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে লালগোলা, শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে নবদ্বীপ ঘাট, রাণাঘাট থেকে বানপুর সীমান্ত, শেয়ালদা থেকে শান্তিপুর, এবং রাণাঘাট থেকে বনগাঁ মোট এই কয়েকটি রেলওয়ে লাইন এই জেলার উপর দিয়ে প্রসারিত।

১৯৪৭ সালের পর এই জেলার রাস্তাগুলির যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক ৩৪ কলকাতা থেকে রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর হয়ে মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে ফারাক্কা, বিহার, মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার হয়ে আসামে চলে গেছে। এই জেলার রাস্তাগুলিকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যায়—: (ক) পি. ডবলু. ডি. (খ) জিলা পরিষদ এবং (ঘ) পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত।

সড়ক : সড়ক (কি. মি.)

কর্তৃত্ব	পাকা			কাঁচা			মোট		
	'৬১-৬২	'৬৪-৬৫	'৬৭-৬৮	'৬১-৬২	'৬৪-৬৫	'৬৭-৬৮	'৬১ ৬২	'৬৪-৬৫	'৬৭-৬৮
পি. ডব্লু. ডি	—	—	৭২০	—	—	৪২	—	—	৭৬২
জিলা পরিষদ	৩৬	৩৯	৪৯	১,৫২২	১,৪৮২	১,৩৭৯	১,৫৫৮	১,৫২১	১,৪২৮
পৌরসভা	২১৯	২০৬	২৫৭	২৭৭	২২৩	১৮১	৪৯৬	৪২৯	৪৩৮
মোট :	—	—	১,০২৬	—	—	১,৬০২	—	—	২,৬২৮

প্রধান শহর থেকে দূরত্ব (কি. মি.)—(রেল পথে)

নবদ্বীপ	থেকে	কৃষ্ণনগর	১৬
শান্তিপুর	—	ঐ	১৭
রাণাঘাট	—	ঐ	২৬
চাকদা	—	ঐ	৪০
তাহেরপুর	—	ঐ	১৫
বীরনগর	—	ঐ	১৮
কল্যাণী	—	ঐ	৫১
কৃষ্ণনগর	—	কলকাতা	১০০

যে রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল করে তার প্রধান প্রধান তালিকা নীচে দেওয়া হল।

কৃষ্ণনগর—শিকারপুর (চাপড়া হয়ে)
কৃষ্ণনগর—তেহট্ট
কৃষ্ণনগর—চাপড়া (রাণাবন্দ পর্য্যন্ত)
কৃষ্ণনগর—হাঁসখালি
কৃষ্ণনগর—কৃষ্ণগঞ্জ
কৃষ্ণনগর—রাণাঘাট (শান্তিপুর হয়ে)
কৃষ্ণনগর—কালনা (ঐ)
কৃষ্ণনগর—নবদ্বীপ ঘাট
কৃষ্ণনগর—কালিগঞ্জ (বেথুয়াডহরি ও দেবগ্রামের ভেতর দিয়ে)
রাণাঘাট—বনগ্রাম
চাকদা—বনগ্রাম
হরিণঘাটা—কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন
রাণাঘাট—হরিণঘাটা
কৃষ্ণনগর—বহরমপুর
কৃষ্ণনগর—পলাশীপাড়া
পলাশী—পলাশীপাড়া
বেথুয়াডহরি—দাদুপুর
দেবগ্রাম—কালিগঞ্জ
দেবগ্রাম—মাটিয়ারী
কৃষ্ণনগর—ভালুকা
রাণাঘাট—দত্তফুলিয়া
কৃষ্ণনগর—গোপালপুর ঘাট

কৃষ্ণনগর—রাণাঘাট (তাহেরপুর)
কল্যানী—কলকাতা
মালদা—কলকাতা (মুর্শিদাবাদ, নদীয়া হয়ে)

জলপথ

বর্তমানে এই জেলায় জলপথে চলাচলের ব্যবস্থা নেই বল্লেই চলে। ভাগীরথী এবং অন্যান্য নদীতে কিছু নৌকা দিয়ে খেয়াপারের বন্দোবস্ত আছে।

ডাক ও তার ব্যবস্থা (১৯৭১)

মোট ডাকঘর	৩২৭
বড় ডাকঘর	২
ছোট ডাকঘর	৫৮
দফ্তর অতিরিক্ত	
ছোট ডাকঘর	১২
দফ্তর অতিরিক্ত	
শাখা ডাকঘর	২৫৫
তার অফিস	২৬

টেলিফোন

জেলার প্রায় সবক'টি শহরে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু আছে। এর মধ্যে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, কল্যানী, পলাশী, রাণাঘাট, শান্তিপুর, মাজদিয়া, শিকারপুর, তেহট্ট এবং বীরনগর উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

জেলায় স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়। সরকারী হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, বেসরকারী চিকিৎসালয় এবং ঔষধের দোকান এই জেলার শহর এবং পল্লী এলাকায় অনেকগুলি রয়েছে।

চিকিৎসালয়ের সংখ্যা (১৯৬৯)

হাসপাতাল		... ১৬	... ২,৮৬৪	(শয্যা সংখ্যা)
স্বাস্থ্য কেন্দ্র		... ৫৪	... ৪৪৮	(-ঐ-)
প্রাথমিক	...১৪		... ১৯৮	
সাহায্যকারী	...৪০		... ২৫০	
ক্লিনিক		... ১৯		
চিকিৎসালয়		... ২৭		
মোট :		...১১৬	... ৩,৩১২	

শিক্ষা

এই জেলায় শহরে এবং পল্লীতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং কারিগরী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার রিপোর্টে দেখা যায় যে এই দেশের সাক্ষরতা ৩৩·০৫% এর মধ্যে পুরুষ ৪২·৮৪% এবং স্ত্রী ২২·০৮%

বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ :

নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ভর্তির সংখ্যা
বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭১	৪৮,৭৫৭
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৩	৫,৯৬৪
উচ্চ বিদ্যালয়	১০৯	৪০,৩২৬
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৭	৭৫৮
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১২৩	১৬,৫৭৫
নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয়	১৩৫	১৪,৯৪৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১১	২,৩৮,৫৯৭
প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯	৭৪৫
ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ	৪২	৮৬২
শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়	৪	৮৮
মহাবিদ্যালয়	৮	
বিশ্ববিদ্যালয় (কল্যাণী)	১	

কারিগরী

ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য প্রতিষ্ঠান	-১টি	এল. সি. ই— ৯০ এল. এম. ই—১২০ এল. ই. ই— ৩০	২৪০ (আসন সংখ্যা)
নিম্ন কারিগরী বিদ্যালয়	—১টি		৬০ (-ঐ-)
শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র	—১টি —১টি		১,২৫৬ (-ঐ-)

১৯৭০ সালের আগষ্ট মাসের হিসেব থেকে দেখা যায় যে ১,২৫৬ টি আসন সংখ্যার মধ্যে ৬৩২ জন ছাত্র ভর্তী হয়েছিল।

বিদ্যুৎ

এই জেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন কেন্দ্র নেই। ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার কেন্দ্র থেকে সমগ্র নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এবং ২৪ পরগণার কিছু অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। ব্যাণ্ডেল কেন্দ্র থেকে ১৩২ কে. ভি. বিদ্যুৎবাহী লাইনটি ২ ভাগে ভাগ হয়ে একটি ধর্মপুকুর অর্থাৎ হরিণঘাটা ও কল্যাণী অঞ্চলে এবং অন্যটি রাণাঘাট উপকেন্দ্রে পৌঁছেছে। রানাঘাট উপকেন্দ্র থেকে ৬৬ কে. ভি. একটি লাইন শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগর উপকেন্দ্রে চলে গেছে। শান্তিপুর উপকেন্দ্র থেকে আবার ৩টি ১১ কে. ভি. ফিডার লাইন ঐ অঞ্চলের জন্য প্রসারিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর উপকেন্দ্র থেকে ৬৬ কে. ভি. একটি লাইন দেবগ্রাম উপকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে ৩৩ কে. ভি. লাইন হিসেবে তেহট্ট হয়ে করিমপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর উপকেন্দ্র থেকে আবার ৩টি ১১ কে. ভি. ফিডার লাইন পূর্বদিকে চলে গেছে। দেবগ্রাম উপকেন্দ্র থেকে ৩টি ১১ কে. ভি. ফিডার লাইন পশ্চিমদিকে প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমানে এই জেলার আনুমানিক বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ২২ মেগাওয়াট। ৩টি বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা এই জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

কৃষ্ণনগর বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

নবদ্বীপ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই জেলার ১২৮২টি গ্রামের মধ্যে ৪৩৩টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ মোট গ্রামের ৩৩·৮ ভাগ বর্তমানে বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনা হয়েছে। জেলার ১২টি শহরেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে। চতুর্থ পাঁচ সালা পরিকল্পনার মধ্যে পল্লী বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের আওতায় আরও ২১৯ টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়েছে এবং এই কার্যক্রমে মোট ৭১·৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

———

হরিণঘাটা দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প

উন্নত ধরনের গবাদি পশুর প্রজনন পরিকল্পনার ফলে এই জেলায় বিভিন্ন গ্রামে দুধের উৎপাদন ও সরবরাহ আগের চেয়ে বেশ কিছু পরিমাণ বেড়েছে। বিভিন্ন গ্রাম এলাকা থেকে বাড়তি দুধ সংগ্রহ করে হারিণঘাটায় দুধ, মাখন, ঘি ইত্যাদি তৈরীর এক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই জেলায় মোট পাঁচটি চিলিং প্ল্যান্ট কেন্দ্র বর্তমানে কাজ করছে। এগুলি হলো ফুলিয়া, বেথুয়াডহরি, পলাশী, তেহট্ট এবং হরিণঘাটা। বোম্বাইতে কলম্ব পরিকল্পনার অধীন "এ্যারে" দুগ্ধ প্রকল্পের মত হরিণঘাটাতেও এই রকম একটি প্রকল্প চলছে। উপরোক্ত চিলিং প্ল্যান্ট কেন্দ্রগুলিতে গ্রামবাসীরা তাদের উদ্বৃত্ত দুধ জমা করে এবং চিলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই দুধ হরিণঘাটা কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেই দুধ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় "ষ্ট্যান্ডার্ড", "ডবল টোন" এবং খাঁটি দুধ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়। এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন নীচে দেওয়া হলো।

চিলিং প্ল্যান্ট কেন্দ্র	সংগৃহীত দুধের উৎপাদন (১৯৭০—৭১) কেজি	দৈনিক উৎপাদনের ক্ষমতা লিটার	লিটার প্র ক্রয়মূল্য টাকা
ফুলিয়া	৫৫৩৩০৯০	১০০০	১·২৫
বেথুয়াডহরি	১৯২১৭০৪	৩০০০	১·২০
পলাশী	৫৮১০৩৩	৩০০০	১·২০
তেহট্র	১৮৩৪৩৩	৩০০০	—

উৎপাদিত দুধের বিক্রয় মুল্য

ষ্ট্যান্ডার্ড	—	১·১৬	পয়সা	প্রতি	লিটার
ডবল টোন	—	·৯৬	,,	,,	,,
গরুর দুধ	—	১·৭২	,,	,,	,,

দুধের সরবরাহের উপর নির্ভর করে হরিণঘাটা কেন্দ্রে ঘি এবং মাখন তৈরী করার এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দুধের স্বল্পতা হেতু নিয়মিতভাবে ঘি ও মাখন উৎপাদন করতে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

এই সংগে হরিণঘাটা কেন্দ্রের সন্নিহিত পশুপালন দপ্তরের পরিচালনায় একটি শূকর পালনাগার ও শূকরের মাংস থেকে পর্ক, বেকন প্রস্তুত করার একটি কেন্দ্র আছে। এখানে ২০০০ শূকর উন্নত ধরনের প্রজননে পালন করা হয়; এবং মাসে ৯ থেকে ১০ মেট্রিক টন পর্ক প্রস্তুত করা হয়। এই মাংস শ্রেনীভেদে কিলো প্রতি ৩ টাকা থেকে ১২ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা হয়। এ ব্যাপারে ৩টি বিভাগীয় বিপণি এবং ১০টি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং কাঠমুণ্ডুতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

এ ছাড়াও একটি হাঁস-মুরগী পালন ও একটি উন্নত ধরনের ছাগল এবং মেষ প্রজনন কেন্দ্র এখানে আছে।

———

ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যে কোন কর্মপ্রচেষ্টার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য এক কথায় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দিনের পর দিন ব্যাঙ্কের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। শুধু অর্থ লগ্নী করা এবং লগ্নীকৃত অর্থের উপর সুদ গ্রহণই ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ নয়। এক সামগ্রিক পরিকল্পনা রূপায়ণে আজ ব্যাঙ্কের সাহায্য সর্বাংশে অনুভূত হচ্ছে। শুধু মাত্র একচেটিয়া মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা থেকে সরে এসে দেশের সব শ্রেণীর মানুষের জীবিকার উপার্জনে সাহায্য করা ব্যাঙ্কের এক জাতীয় কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারত সরকার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছেন। অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের মোট ১৪টি ব্যাঙ্ককে এই আওতায় আনা হয়েছে। এই জেলায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। এছাড়া ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শাখা ব্যাঙ্কগুলির একটি তালিকা এই সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হলো।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
- কৃষ্ণনগর (প্রধান দপ্তর)
- নবদ্বীপ
- শান্তিপুর
- রাণাঘাট
- তাহেরপুর
- জাগুলিয়া (হরিণঘাটা)
- তাত্‌লা (চাকদহ)
- মদনপুর
- মাজদিয়া
- করিমপুর
- আড়ংঘাটা
- বেথুয়াডহরী
- স্বরূপগঞ্জ
- গয়েসপুর
- চাপড়া
- নাজিরপুর (তেহট্ট)

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
- কৃষ্ণনগর (প্রধান দপ্তর)
- নবদ্বীপ
- বীরনগর
- কল্যাণী
- রাণাঘাট
- বগুলা
- তেহট্ট

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
- কল্যাণী
- চাকদহ

ডিষ্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
- কৃষ্ণনগর (প্রধান দপ্তর)
- রাণাঘাট
- করিমপুর
- চাকদহ
- বেথুয়াডহরী
- হরিণঘাটা

নদীয়া কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক
- কৃষ্ণনগর (প্রধান দপ্তর)
- করিমপুর

পিপল্‌স্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
- রাণাঘাট

নদীয়া জেলার শিল্পোন্নয়নে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ভূমিকা

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শিল্পোন্নয়নে ব্যাঙ্কের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ স্বীকৃত হতে চলেছে। প্রতি জেলায় কোন না কোন ব্যাঙ্ককে মুখ্য ব্যাঙ্ক (Lead Bank) হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নদীয়া জেলায় মুখ্য ব্যাঙ্ক বলে স্বীকৃত। মুখ্য ব্যাঙ্কের কাজ কি—এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা যায় যে, মুখ্য ব্যাঙ্ক জেলায় অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে শিল্প উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য ত্বরান্বিত করবে। সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগ সহজতর করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন মুখ্য ব্যাঙ্কের কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর রূপায়ণে একজন ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যেকোন রকমের কর্ম প্রয়াসে উদ্যোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণে এই ব্যাঙ্ক সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

একটি শিল্প স্থাপনে প্রয়োজন হয় একজন শিল্প-উদ্যোগী ব্যক্তি (entreprencur), জমি, শ্রমিক এবং সর্বোপরি অর্থ। এই চারটির যোগসাধন করার উদ্যোগে মুখ্য ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হয়। এ ব্যাপারে জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলি নিয়ে মুখ্য ব্যাঙ্কের জেলা উন্নয়ন অফিসার (District Development Officer) একটি কমিটির মাধ্যমে এই সব কাজের পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কমিটিতে জেলা শাসক, জেলা শিল্প অধিকারিক, সহকারী নিয়ামক (কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি), জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক প্রভৃতি সরকারী আধিকারিকগণ সদস্য হিসাবে আছেন।

আর্থিক সাহায্য ছাড়াও জেলার শিল্প সংস্থাগুলোকে সুলভে কাঁচামাল যোগানের এক প্রকল্প নিয়েছেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের জেলা উন্নয়ন অফিসার শ্রীনিখিলচন্দ্র ঘোষ। বিশেষ করে শান্তিপুর এবং নবদ্বীপের তাঁতীদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে সুতো বণ্টনের এই প্রকল্পটি ব্যাঙ্কের 'কাস্টম সার্ভিসের' মাধ্যমে কাজ করবে।

এ পর্যন্ত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এই জেলার ১৭২টি শিল্প সংস্থাকে মোট ১৩·৬২ লক্ষ টাকা ঋণ দান করেছেন। এর মধ্যে ২০টি নতুন শিল্পসংস্থা আছে। এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন এই সঙ্গে সংযোজিত হ'ল।

শিল্প	স্থান	সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা
ট্রানজিস্টার রেডিও তৈরী	বেথুয়াডহরি নবদ্বীপ	৫
ঘড়ি সারাই	বেথুয়াডহরি	২
তাঁত (হস্ত চালিত)	নবদ্বীপ, রাণাঘাট স্বরূপগঞ্জ, শান্তিপুর	৮৭
তাঁত (বিদ্যুৎ চালিত)	রাণাঘাট	৬০

শিল্প	স্থান	সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা
আইসক্রীম	নবদ্বীপ	২
ইঁটের ভাঁটা	কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ	৬
বিড়ি	নবদ্বীপ	১
সাইকেল মেরামত	নবদ্বীপ	১
বাঁশের চাটাই	নবদ্বীপ	১
গজ ও ব্যাণ্ডেজ	নবদ্বীপ	১
আটা চাকী	রাণাঘাট	১
মাটির পুতুল	রাণাঘাট	১
ইঞ্জিনিয়ারিং	কৃষ্ণনগর	১
কাঠ চেরাই কল	মাজদিয়া	১
প্রেক্ষাগৃহ (সিনেমা শিল্প)	কৃষ্ণনগর	২
	মোট	১৭২

———

শিল্প

নদীয়া জেলা মূলতঃ কৃষিভিত্তিক বলে এই জেলায় শিল্প বিকাশে বিগত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি। গ্রাম বাংলার অন্যান্য জেলার মতই এই জেলায়ও কিছু গ্রামীন শিল্প, কুটির শিল্প এবং বংশপরম্পরাক্রমে কিছু কিছু শিল্পের উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প এবং কাঁসা পিতল শিল্পের সঙ্গে কিছু কিছু হস্তশিল্পের একটি ঐতিহ্য এই জেলার শিল্প কাঠামোর মেরুদণ্ড বা প্রাণস্বরূপ হিসেবে আজও শিল্প বিকাশে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। বৃটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে বিস্তৃত নীল চাষ নীল শিল্পকে বিশেষ একটা প্রাধান্য দিয়েছিল। পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালা বদল সুরু হলো। জন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভারত বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনস্রোতের চাপ এই জেলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে কৃষি থেকে কিছুটা শিল্পমুখীন করে তোলে। জমির স্বল্পতা হেতু জেলার অধিবাসীদের নতুন জীবিকার পথে স্বাভাবিকভাবেই শিল্প উন্নয়নে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টা, পুরনো শিল্পের সঙ্গে আধুনিক শিল্পের বিকাশে আজ দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতায় এই জেলায়ও ১৯৫২ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কর্মনিয়োগে এবং কিছু কিছু আধুনিক শিল্পের উন্নতি কল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ এই জেলায় বিভিন্ন ব্লক উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে শিল্প পরিকল্পনার এক রূপরেখা গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত করা হলো।

শিল্পের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থে যে কোন প্রচেষ্টাকেই শিল্প বলে অভিহিত করা যায় এবং সেই অর্থে কৃষি ও শিল্পের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শিল্পের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শিল্পনীতি হিসেবে ভারত সরকার কর্তৃক শিল্প মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ হয়েছে।

প্রতিরক্ষা এবং ভারী শিল্প (সরকার পরিচালিত)
বৃহৎ শিল্প
ক্ষুদ্র শিল্প
কুটির শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্প

যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন ৭'৫ লক্ষ টাকার বেশী নয়, তাতে যত লোকই কাজ করুক না কেন, সে শিল্পটিকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। মূলধন বলতে এখানে বোঝায় শুধুমাত্র যন্ত্র ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ ; এবং যে শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন বৃহৎ শিল্পের সহায়ক হিসেবে কাজ করে তার ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলেও তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়।

বৃহৎ শিল্প

উপরোক্ত মূলধনের বিনিয়োগ বেশী হলেই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ শিল্প বলা হয়ে থাকে।

কুটির শিল্প

আক্ষরিক অর্থে যে শিল্প শুধুমাত্র একটি পরিবারের পরিজনদের মধ্যে সীমিত থাকে অর্থাৎ যেখানে বাইরের কোন শ্রমিককে কাজে লাগানো হয় না সেই শিল্পকে কুটির শিল্প বলা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে আজকে কুটির শিল্পের আলাদা কোন সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ৭'৫ লক্ষ টাকার মধ্যে যন্ত্র ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করেও যদি কোন শিল্প শুধুমাত্র একটি পরিবারের পরিজনদের নিয়ে কাজ করে তাহলে সেই শিল্পটিরও ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেতে কোন বাধা নেই।

এ ছাড়া গ্রামীন শিল্প হিসেবে কতকগুলি শিল্প বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রামীন শিল্প এবং খাদি শিল্প সম্পূর্ণরূপে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ছটি বিভিন্ন শিল্প পর্ষদ্‌ :

বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নে ভারত সরকার ছয়টি শিল্প পর্ষদ্‌ গঠন করেছেন। এই পর্ষদ্‌গুলির প্রধান কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট শিল্পের উন্নয়ন, বিকাশ এবং পুনরুজ্জীবনে সব রকম সহায়তা দেওয়া।

খাদি গ্রামদ্যোগ কমিশন—খাদি ও গ্রামীন শিল্পের জন্য।

তাঁতশিল্প পর্ষদ্‌—তাঁত শিল্পের জন্য।

নিখিল ভারত নারিকেল ছোবড়া পর্ষদ্‌—ছোবড়া শিল্পের জন্য।

ক্ষুদ্র শিল্প পর্ষদ্‌—ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য।

নিখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষদ্‌—হস্ত শিল্পের জন্য।

কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ্‌—রেশম শিল্পের জন্য।

নদীয়া জেলার বর্তমান শিল্প

নদীয়া জেলায় মোটামুটি বর্তমান শিল্প সংস্থাগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা বৃহৎ, ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রায়তন, কুটির এবং গ্রামীন শিল্প। শিল্পগুলি এ জেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের শিল্পবিকাশে সমতা বড় একটা নেই। যদি এই জেলার একটি শিল্প মানচিত্র আঁকা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পুরোনো এবং বংশ পরম্পরাগত শিল্পগুলি এক একটি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। যেমন, শান্তিপুর ও নবদ্বীপের তাঁতশিল্প, কৃষ্ণনগরের ঘুর্নিতে মৃৎশিল্প, মাটিয়ারি, নবদ্বীপ এবং ধর্মদায় কাঁসাপিতল শিল্প ইত্যাদি। আবার আধুনিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলি বিশেষভাবে কল্যাণী ও রাণাঘাট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অথচ জেলার উত্তর ভাগে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প বিকাশ আজ পর্যন্ত হয়নি। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিল্প গড়ে ওঠার মূলে পূর্বাহ্নেই প্রয়োজন আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা

(Infrastructure facilities)। আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বলতে বোঝা যায়—শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত স্থান, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি।

বৃহৎ শিল্প

বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে আছে চিনির কল, রোলিং মিল, চা বাগানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, মদ তৈরীর কারখানা এবং বিভিন্ন যন্ত্রের যন্ত্রাংশ। নীচের তালিকাটি এই সম্পর্কে দেওয়া হলো।

বৃহৎ শিল্প সংস্থার নাম	প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য
রতনজিৎ এ্যাণ্ড কোম্পানী, কল্যাণী	মদের কারখানা
কে, আর, ষ্টীল ইউনিয়ন (প্রা) লিঃ, কল্যাণী	লোহার রড
এ্যাগ্রিউল এ্যাণ্ড কোম্পানী, কল্যাণী	বিভিন্ন শিল্প কাজের জন্য পাখা, চা বাগানের যন্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি
কল্যাণী স্পিনিং মিল	সুতো
ট্যাপস্ এ্যাণ্ড ডাইস, কৃষ্ণনগর	ট্যাপস্, ডাইস ও চা বাগানের যন্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম
রামনগর সুগার মিল, পলাশী	চিনি
সেন এ্যাণ্ড পণ্ডিত ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, কল্যাণী	সাইকেলের যন্ত্রাংশ

বৃহৎ শিল্পগুলি এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কিছু কিছু সংস্থা ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতায় চীফ ইনসপেক্টার অফ ফ্যাকট্রিজ (পশ্চিমবঙ্গ) এর সঙ্গে পঞ্জীভুক্ত। এই সব সংস্থার একটি হিসেব নীচে দেওয়া হ'ল। যে সমস্ত সংস্থায় দশ বা ততোধিক বেশী শ্রমিক কাজ করেন এবং যেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার হয় অথবা বিদ্যুতের ব্যবহার ছাড়া যদি কুড়ি বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করেন—সেই সব সংস্থাগুলি ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতায় পড়ে।

ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত জেলার শিল্প সংস্থা

সাল	সংস্থার সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা
১৯৬৯	৬৮	৬,১০৬
১৯৭০	৫৬	৬,৩০৬

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্প

এই জেলার মোট জন সংখ্যার প্রায় শতকরা ৬ ভাগ বিভিন্ন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত। জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একটি বিস্তৃত তালিকা এই সংগে সংযোজিত হলো। এই সব সংস্থাগুলিতে শিল্প হিসেবে শ্রমিকের নিযুক্তি নির্ভর করে। এমন অনেক সংস্থা রয়েছে যেখানে ২০০র বেশীর শ্রমিক কাজ পেয়েছেন। আবার জেলার বিভিন্ন গ্রামের কুটির শিল্পগুলিতে এক একটি সংস্থা শুধু মাত্র এক একজন শ্রমিক নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং সে ক্ষেত্রে যিনিই শ্রমিক তিনিই মালিক।

জেলার ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো অফ্ এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স্ এ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিস্টিকস্ ১৯৬৫-৬৬ সালে সারা পশ্চিম বাংলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংস্থাগুলির এক সমীক্ষা করেন। তাতে দেখা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই জেলায় মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল ৪৬,৭৮০ এবং ঐ সব সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯৮,০২০। ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের সমীক্ষার প্রতিবেদনটি এই সঙ্গে বিশদভাবে সন্নিবেশিত করা হল।

১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৭১-৭২ সালের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে এই জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সংখ্যা গত ৫ বছরে ১১১৩টি বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার বৃদ্ধি ৫৩০১এ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় যে জেলার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মোট সংখ্যা ৪৭,৮৯৩ এবং শ্রমিক সংখ্যা ১,০৩,৩২১।

জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
(১৯৭১-৭২)

শিল্পের ধরণ	শিল্পের নাম		মোট সংস্থা
কৃষি সম্বন্ধীয় শিল্প ও খাদ্য শিল্প	মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ	=	৩
	পাঁউরুটি, বিস্কুট, লজেন্স	=	৮৬
	ঘানি	=	২২৭
	চিড়া মুড়ি	=	৩৯২
	বিড়ি	=	৬৫২৮
	মাহুর, চাটাই ও শীতল পাটি	=	১৫৫
	চানাচুর ও ডালমুট	=	৫১
	মিঠাই	=	৯৬৩
	পাঁপর	=	১১
	সন পাপড়ি	=	৬
	আখ ও খেজুর গুড়	=	২৫৩০
	ঘি ও মাখন	=	৯৭
	চালের কল	=	১
	ঢেঁকি	=	২৩৮৭
	কলে গম পেষাই	=	৬৩৮
	কলে ধান ভানাই	=	১০৫
	কলে আখ মাড়াই	=	২৩
	কলে গম ঝাড়াই	=	৩
	হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট	=	২৬০

ব্লক উন্নয়ন সংস্থা

হরিণঘাটা	চাকদহ	রাণাঘাট—১	রাণাঘাট—২	শান্তিপুর	হাঁসখালি	করিমপুর	তেহট্ট—১	তেহট্ট—২	চাপড়া	কৃষ্ণগঞ্জ	কৃষ্ণনগর—১	কৃষ্ণনগর—২	নবদ্বীপ	নাকাশিপাড়া	কালিগঞ্জ
—	—	—	২	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৫	২	২২	১	৯	১	৫	১	—	২	২	১৬	১	১৪	৩	২
১০	১৮	৩২	১২	১২	৬	১০	৯	৭	১০	৪	২৮	৭	১২	৩০	২০
৭	৩	৪৫	২২	২২	১৫	১৫	১৭	১৪	১২	২৫	২৭	৯০	৬০	১১	৭
৩১৬	২৬৬	১০৭৫	২৯০	৩২২	৪০০	২৫৪	২৩৪	২৬৮	৫৫৫	৩১৩	৮২৭	২৭৩	৪৩৫	৪১০	৩৬০
৮	—	১৭	৮২	—	২	—	১	—	১১	—	২৫	৪	৫	—	—
২	—	১৫	—	৫	—	১	১	১	১	—	১৪	—	১০	—	১
৪০	১০৮	১৩৫	১৮	৮০	৩০	৩৫	৩৩	৩১	৩৯	৪৮	৭৩	১৪	৭৯	১০০	১০০
—	—	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	৪	—	২	—	—
—	—	২	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	৩	—	—
২০	৫২	৫২০	৬২৫	৫১১	১১০	৪৫	২৫	১৯	৩৭	১৯০	৬৮	১১	১৭	১৫০	১৩০
৬	৭	১২	২	৩৩	৫	১৪	—	—	—	—	৭	—	১১	—	—
—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৫০	৭১৫	৩৮২	৩২২	১৫	৪০	২০	১৫	১৫	৩৭	২১	৪৮	১৫৯	৪০	২৮	১২০
৫২	৭৪	৮৫	৬১	৫৩	২৫	১০	২২	১৬	২৭	১৫	৫৯	১৫	৫৭	২৭	৪০
৮	১০	১৫	২	১১	৭	৩	৪	২	৭	—	৯	৫	৫	১০	৭
—	—	—	—	—	—	—	—	—	৬	—	১০	—	—	—	৭
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩	—	—	—	—
২২	২১	৩৭	২৮	৩২	২৩	৭	১	১	২	৩	২১	১	৪৪	১০	৭

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম		মোট সংখ্যা
বন নির্ভরশীল	বেত ও বাঁশের কাজ	=	১১৬৫
	কলে কাঠ চেড়াই	=	২৫
	কাঠের আসবাবপত্র ও ছুতোরের কাজ	=	৪০৩৭
চর্ম শিল্প	কাঁচা চামড়া ও সেলাই	=	১০
	জুতো তৈরী	=	৫৮
	জুতো সারাই	=	৭২১
তাঁত শিল্প	হস্তচালিত তাঁত	=	৭৩৫৫
	বিদ্যুৎচালিত তাঁত	=	১৩৬
	ববিনে সুতো জড়াই	=	৩৯৪০
	মাছ ধরার জাল	=	২১৫
	হাতে ছাপার কাপড়	=	৪১
মুদ্রন শিল্প	ছাপাখানা	=	৫৯
	বই বাঁধাই	=	৩৯
ফোটোগ্রাফি শিল্প	ষ্টুডিও	=	৭৮
	ছবি ও ফটো বাঁধাই	=	৩৩
মৃৎ শিল্প	ইটের ভাঁটা	=	৭২
	টালির ভাঁটা	=	৮৯
	কুমোরের কাজ	=	৩৯৮৭

হরিণঘাটা	চাকদহ	রাণাঘাট—১	রাণাঘাট—২	শান্তিপুর	হাঁসখালি	করিমপুর	তেহট্ট—১	তেহট্ট—২	চাপড়া	কৃষ্ণগঞ্জ	কৃষ্ণনগর—১	কৃষ্ণনগর—২	নবদ্বীপ	নাকাশিপাড়া	কালিগঞ্জ
৩২	১৪৮	১১৫	৯৭	১০৫	১১৪	১৪	১০১	৩৭	১১৫	৪৬	৭৮	৮১	৩০	৩৫	১৭
২	৪	৩	—	২	—	৩	—	—	১	—	৫	—	২	২	১
১৮৭	২৪৯	৫৮০	৫৭২	২৩৮	২৭০	১৮৫	২২৯	২০২	২১৩	১৮০	২২২	১৫৪	২১৬	১৮৫	২৭৫
—	—	২	—	—	—	—	—	—	৩	—	৫	—	—	—	—
৩	৬	১১	৪	৯	৩	—	—	—	—	৩	৮	—	৫	৫	১
৪৪	৯৪	১১০	৫০	৫০	৪৯	১৫	১৩	৫	১১০	১৯	৯৪	৬	২৮	১৪	১০
৬৬	৮২৫	১২০৪	৩৩৬	৩১০০	১২০	৫০	১৩৪	৫১	৯৫	২১	১৭৭	১১১	—	৮৫	৮০
—	৫	১১৫	৪	৬	—	—	—	—	—	—	১	—	৫	—	—
—	—	৮১৬	৩১৫	১৫০০	—	—	—	—	—	৪	৬৫	—	—	৭০	১৬০
—	—	৩০	—	৪০	৩০	—	—	—	৪১	১৯	১৫	—	১৫	—	২৫
—	২	১০	—	৪	—	—	—	—	—	—	৮	—	১৫	১	১
২	২	১১	—	৪	১	২	—	—	—	—	১৫	—	১৯	২	১
৩	৪	৯	—	৬	—	—	—	—	—	—	৫	—	১০	১	১
২	৮	১২	২	৫	১	৩	—	—	—	১	১৪	১	২২	৪	৩
—	—	১৫	—	—	—	—	—	—	—	৩	১৫	—	—	—	—
৪	৪৪	১৭	৯	৮	—	—	১	—	১	১	১৩	২	৯	১	২
৪	৩	৪	১৬	৮	২	৫	১১	৩	১৩	১	৫	—	৩	১	১০
১৮৩	৩৬০	৩৪০	৩৫৬	২১৫	১৭৯	১৭৯	২৯২	১৭৫	২৫২	২১৫	৩৬৩	২৪১	১৬২	২০০	১৭৫

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম		মোট সংখ্যা
মৃৎ শিল্প	সুরকি কল	=	৪
	চিনামাটীর কাজ	=	৮
	স্পান পাইপ ও সিমেন্টের দ্রব্য	=	৩
রাসায়নিক শিল্প	প্লাষ্টিক দ্রব্য	=	১
	ঔষধপত্র	=	২
	সাবান		৬
	বাজী	=	৬
	কালি	=	৫
	চিরুণী	=	৮
	ধূপকাঠি	=	৪৫
	কাঁচের এ্যাম্পুল তৈরী	=	২
	মোমবাতি	=	৩
সাধারণ কারিগরী শিল্প	ওয়েল্ডিং, ড্রিলিং গ্রাইণ্ডিং ইত্যাদি	=	৭৫
	রেডিও তৈরী ও সারানো	=	১৯১
	বালতি তৈরী	=	১
	মাছলী তৈরী	=	৮
	গেটগ্রিল	=	১১

হ ট		রাণাঘাট—১	২	পুর	হাঁসখালি	করিমপুর	তেহট্ট	তেহট্ট		কৃষ্ণগঞ্জ	কৃষ্ণনগর ১	কৃষ্ণনগর—২	নবদ্বীপ	নকাশি	
											২	—			
—	—	—	৮												
									১	—					
—	১	—	—	—	—	—	—								
	—	১						—	—	—	১	—	—	—	—
	—	৪						—	—	—	১	—	—	—	—
	৩	২						—	—	—	—	—	১	—	—
	১	—		১	—			—	—	—	—	—	৩	—	—
	৮	—						—	—	—	—	—	—	—	—
	১২	৫						—	—	—	৫	—	২০	—	—
	১	—						—	—	—	—	—	১	—	—
			—	১	—	—		—	—	—	১	—	১	—	—
২	৯	৭	২	৬	১	—	—		৩	—	২৫	—	৭	১	১২
২	১৮	৩২	২	১২	৫	৬	—			৮	৪৯	২	৩৫	১০	
			—	১	—										
			—	৮	—										
—	১	৫													

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম		মোট সংখ্যা
সাধারণ কারিগরী শিল্প	চুলের কাঁটা, চাবির রিং ইত্যাদি	=	১
	সিগারেট লাইটার	=	১৫
ধাতব শিল্প	কাঁসা পিতল	=	৫৯০
	ষ্টীল ট্রাংক	=	২৮
	কামারশালা	=	১৭৮৯
	ছুরি, কাঁচি, সূচ, পিন ইত্যাদি	=	৩৯
	টিনের তৈরী পাত্র	=	২৫
যানবাহন শিল্প	সাইকেল সারাই	=	৬২৪
	টায়ার রিট্রিডিং	=	১৭
	মোটর গাড়ী সারাই	=	৪৯
	মোটর গাড়ীর ব্যাটারী তৈরী ও সারাই	=	২
	রিক্সা বডি নির্মাণ	=	১৬
	নৌকা নির্মাণ ও সারাই	=	১০
কারু শিল্প	মাটির মূর্তি নির্মাণ	=	৩৪৮
	শাঁখা তৈরী	=	৩৫৬
	শোলা ও ডাকের সাজ	=	১০১
	স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলংকার	=	১৪২৪
	কৃত্রিম অলংকার	=	৪১

হরিণঘাটা		রাঁ —১	র —২	শা র	হাঁসখালি	মপুর	ট্র—	তেহট্ট		কৃষ্ণগা	নগর ১	নগর—২	নবদ্বীপ	পা	গঞ্জ
—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	২	৩	—	১	—	—	—	—	—	—	—	২	—	৭	—
—	—	—	২	৩	—	—	—	—	—	—	৫	২৩৫	১১৫	৮০	১৫০
২	৫	৭	—	—	—	—	—	—	—	—	৭	—	৭	—	—
৭০	২৩১	৩৩৪	১৬৪	৯০	৮০	৭০	১২২	৫০	১২৯	২৯	১১৭	৭৩	৭৫	৫৫	১০০
—	১	—	—	১	১৫	—	—	—	—	—	—	—	৪	১৮	—
—	—	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	৪	২	৪	৫	৫
১৮	৯১	৭৮	১৮	৩৮	২১	৫৪	৩০	১৮	২৭	১৫	৮৯	৬	৭১	২৫	২৫
—	১	৩	—	—	—	—	—	—	—	—	৭	—	—	২	৪
৩	৬	১৭	—	—	—	—	—	—	—	—	২১	—	২	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	২	—	—	—	—
—	—	৭	—	—	—	—	—	—	—	—	৫	—	৪	—	—
—	—	৩	—	—	—	—	—	—	—	—	২	—	৫	—	—
১৮	৮০	৯	২	৪০	—	৫	১৭	৩	—	—	১১২	৭	১২	২৫	১৫
২	৪	—	১	২২	—	৩০০	১১	—	—	—	—	—	১৫	১	—
৩	৭	—	১	২	৬	১০	২	২	—	—	৭	২	৭	২	৫০
৭৫	৯০	১৫০	৭৫	১৪০	৮৫	১১২	৬০	৫৫	৮০	৫০	১০৫	৭২	১৪৫	৬৫	৭৫
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৪১	—	—

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম		মোট সংখ্যা
কারু শিল্প	অন্যান্য পুতুল ও খেলনা তৈরী	=	৮
	খেস্ বয়ন	=	১১
	বিভিন্ন নক্সার কাজ	=	৪২
কৃষি ও সেচ সম্বন্ধীয় শিল্প	কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও সারাই	=	৮৪
	কাতার ফিল্টার	=	২৩
বিবিধ শিল্প	খড়ের মোড়ক	=	৩০৩
	ঘড়ি তৈরী	=	১
	ঘড়ি ও কলম সারাই	=	১০৩
	বাদ্যযন্ত্র তৈরী ও সারাই	=	৯৪
	সাইনবোর্ড লেখা	=	৫৭
	জর্দা ও মসলা তৈরী	=	৫
	বরফ ও আইসক্রীম	=	৩০
	হাতে তৈরী কাগজ	=	২
	দাড়ি তৈরী ও গানি ব্যাগ	=	২৯
	প্রেক্ষাগৃহ	=	২৩
	সেলাই ও তৈরী পোষাক	=	২৩৯৩
	ধোপাখানা		১৮৮৭
	ছাতা তৈরী ও সারাই	=	৩৩৩
	গেঞ্জী সেলাই	=	৭৫

হরিণঘাটা	চাকদহ	রাণাঘাট—১	রাণাঘাট—২	শান্তিপুর	হাঁসখালি	করিমপুর	তেহট্ট—১	তেহট্ট—২	চাপড়া	কৃষ্ণগঞ্জ	কৃষ্ণনগর—১	কৃষ্ণনগর—২	নবদ্বীপ	নাকাশিপাড়া	কালিগঞ্জ
–	–	৪	–	২	–						২				
–	–	১	—	—	—						৩		৭	–	
–	১০	১৫	—	৬	–						৫		৫	১	
৪	২৯	৮	২	১১	৭						১৩		২	৫	
—	৭	৩	—	—	—				৩		৭		—	৩	
–	–	–	–	৩০২	–										
														১	–
	৬	১৭	৩	১০	৩	৩	—	–	–	—	১৫		৩১	৮	২
	১	১১	৩৪	৯	৫	—	১	—	—	৯	৯		১৫	—	—
৩	৭	১৩	১	৬	৩	—	—	—	—	৩	১১		৮	২	—
–	—	৩	—	—	—	—	—	—	—	—	১		১		
১	—	৭	২	৪	—	১	১	১	৩	২	৩		৩		
-	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—
৩	৫	—	—	৮	—	—	—	—	—	—	৫	—	৮	—	—
১	২	২	১	১	—	১	১	১	১	১	৩	১	৪	১	২
১৩২	২০৭	৩১৭	১৬৯	১০২	১০৭	১২৭	১১৯	১১৭	১৫১	১০১	২৯২	৮৫	১৬৫	৯৭	৯৯
১১০	১২০	১৬০	১৪০	১২৫	১০৭	৯০	৮০	৮৫	১২০	১২৫	১৭০	১২০	১৬৫	৭৫	৬৫
২০	২৫	৩০	১৫	৩০	১২	১৭	১৫	১৪	২২	১৮	৩৫	১৭	৩০	১৭	১৬
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৭৫	—	—	—

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম		মোট সংস্থা
বিবিধ শিল্প	সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ	=	১
	রবারের বেলুন	=	১
	সার তৈরী	=	১
	কার্পেট ও কম্বল (পশম)	=	৪
	কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরী	=	১
	কাপড়ের কল	=	২
	মোট সংস্থা	=	৪৭,৮৯৩
	মোট নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা	=	১,১৫,৬১৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের সঙ্গে পঞ্জীভুক্ত

শিল্পের ধরন	সংস্থার সংখ্যা	মোট স্থায়ী মূলধন ('০০০ টাকা)	মোট কর্মী সংখ্যা
কৃষি সম্বন্ধীয় শিল্প	২	৩১৪'২	৮০
খাদ্য ও পানীয়	৮২	১৮১৮'৭	৩০৭
তামাক শিল্প	৬	১১'৭	৬৮
বস্ত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ	৪৭৩	১৫৮৫৭'২	১৭০২৮
জুতো তৈরী	২	৯৪'২	১০
কাঠজাত দ্রব্য (আসবাবপত্র ছাড়া)	২২	৪৮৭'১	২৪৫
আসবাব পত্র	২	৯'০	১৮
কাগজ ও কাগজের জিনিষপত্র	৩	১৬৬৪'১	৯৪
মুদ্রন ও মুদ্রন সম্বন্ধীয় শিল্প	৫	২৩৯'১	৩৯
রবারের জিনিষ	১	১০৮'৭	৩০
রাসায়নিক শিল্প	১৯	২৯৮'৫	৬০
অ-ধাতব খনিজ দ্রব্য	২৪	৬৯৩'৮	২৫০৫

হরিণঘাটা	চাকদহ	রাণাঘাট—১	রাণাঘাট—২	শান্তিপুর	হাঁসখালি	করিমপুর	তেহট্ট—১	তেহট্ট—২	চাপড়া	কৃষ্ণগঞ্জ	কৃষ্ণনগর—১	কৃষ্ণনগর—২	নবদ্বীপ	নাকাশিপাড়া	কালিগঞ্জ
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—
১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩	—	—	—	১	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—
২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

কল্যাণী শিল্প এষ্টেটে আধুনিক এবং কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সংস্থা বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। তাদের বিশদ বিবরণ "কল্যাণী শিল্প এষ্টেট" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

জেলার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির শিল্প হিসেবে বিবরণ

(১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত)

শিল্পের ধরন	সংস্থার সংখ্যা	মোট স্থায়ী মূলধন ('০০০ টাকা)	মোট কর্মী সংখ্যা
মূল-ধাতব শিল্প	১৭৪	৬৪৩৩'০	১৫৫২
ধাতব জিনিষ তৈরী	৪৭	৫২০'৫	[illegible]২১
যন্ত্রপাতি উৎপাদন (বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছাড়া)	১৬	৩৭২'৯	১২৭
বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ	৬	৪৪'০	৫৩
যানবাহন তৈরী ও মেরামত	৩	১২৭'৯	৩৪
বৈজ্ঞানিক পরিমাপ যন্ত্রাংশ	১	৫'০	১৬
ঘড়ি তৈরী	১	৪৮'৮	৮
প্লাষ্টিক দ্রব্য	৩	১৩২'৯	৯০
সেলুলয়েড দ্রব্যাদি	৫	৫৯'৫	৩৩
ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প	৭	১৫০'০	৫৬
অন্যান্য	৬৫	৫৪৯'৪	৬৪১১
	মোট—৯৬৯	২৬০৭০'২	২৬২৮৮

শিল্প সমবায় সমিতি

সমাজতন্ত্র রূপায়ণে সমবায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজিবাদ এবং মুনাফাখোর দালালদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থেকে ধীরে ধীরে শ্রমিকদের মধ্যে অধিকার কায়েম করা সমবায়ের মূল নীতি। এককথায় একতাবদ্ধ হ'য়ে এক শোষণমুক্ত পরিবেশে লভ্যাংশের সমবণ্টনে আর্থিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলাই সমবায়ের উদ্দেশ্য। সমবায় আন্দোলন আমাদের দেশে বহুদিন থেকে সুরু হয়েছে। কৃষি ঋণদান থেকে সুরু করে ধর্মগোলা, সার ও বীজ বণ্টন, উৎপন্ন দ্রব্যের বিপনন প্রভৃতি ব্যবস্থা কিছুটা সফল হয়েছে বলা যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই প্রসারিত করা হয়েছে। শিল্পে সমবায় নীতি আজ দেশের বহু জায়গায় গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এরও পরে বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ অধ্যায় এখনও আসেনি বলে সঠিক ভাবে বলা শক্ত যে সমবায় আন্দোলন আমাদের জনজীবনে কতখানি সাফল্যের সঙ্গে দানা বেঁধেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় প্রচেষ্টা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া খুব একটা সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। এর কারণ হয়তো প্রধানতঃ দুটো। প্রথমতঃ সমবায় আইন কানুনের কিছুটা কাঠিন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সমবায়ে মানসিকতার অভাব।

জেলার সমবায় দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে এই জেলায় ১০৩টি শিল্প সমবায় সমিতি এ পর্যন্ত পঞ্জীভুক্ত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি সমিতি ছাড়া বেশীরভাগ সমিতিই বলা যায় নিষ্ক্রীয়।

শিল্প সমবায় সমিতি

যে কোন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে যদি কমপক্ষে ১৫ জন মিলে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের সাথে পঞ্জীভুক্ত হয় তাহলেই তাকে শিল্প সমবায় সমিতি বলা চলে। আর কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১৫ জনের বদলে সভ্যসংখ্যা কমপক্ষে ৭ জন হলেই একটি শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করা যায়।

বিশেষ আর্থিক সাহায্য

শিল্প সমবায় সমিতিতে সরকার বিশেষ কতকগুলি সাহায্য দিয়ে থাকেন যেমন শেয়ার মূলধন ঋণ, কার্যকরী মূলধন ঋণ, সরকার কর্তৃক শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ, পরিচালনা অনুদান, যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ, বিক্রয়ের প্রতি রিবেট বা ছাড়, শেড বা কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি।

শিল্প সমবায়ে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের নতুন ভূমিকা

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত শিল্প সমবায় সমিতি পরিচালন এবং হিসাব পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে শিল্প সমবায় সমিতিগুলির পঞ্জীকরণ ও হিসেব পরীক্ষা ছাড়া সংগঠন, পরিচালন, আর্থিক সাহায্য ও উত্তরোত্তর উন্নতিবিধান সবকিছুই কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের আওতায় আনা হয়েছে। নিষ্ক্রীয় সমিতিগুলির পুনরুজ্জীবন, বর্তমান সমিতিগুলির পরিবর্দ্ধন ও নতুন নতুন সমিতি স্থাপনের ব্যাপারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার এক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

কয়েকটি কর্মরত শিল্প সমবায় সমিতি

প্যাক্ কোঃ অঃ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল মালটিপারপাস্ সোসাইটি, নবদ্বীপ	কৃত্রিম অলংকার ও পেনের কালি
নবদ্বীপ ন্যাশন্যাল ক্লক কোঃ অঃ সোসাইটি লিঃ. নবদ্বীপ	দেওয়াল ঘড়ি
কালিনগর পাটি শিল্প সমবায় সমিতি, কৃষ্ণনগর	শীতলপাটি
চরণডাঙ্গা মাদুর শিল্প সমবায় সমিতি, হরিণঘাটা	মাদুর
নবদ্বীপ লুম্স্ এ্যাণ্ড একসেসরিজ কোঃ অপঃ সোসাইটি, নবদ্বীপ	তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম
নবদ্বীপ থানা ব্রাস্ এ্যাণ্ড বেলমেটাল কোঃ অপঃ সোসাইটি, নবদ্বীপ	কাঁসা পিতলের বাসন
নবদ্বীপ পটারি এ্যাণ্ড ব্রিকস্ কোঃ অপঃ সোসাইটি, নবদ্বীপ	ইট
বল্লভপাড়া ব্লক প্রিন্টিং কোঃ অপঃ সোসাইটি, বল্লভপাড়া (কালিগঞ্জ)	ছাপাশাড়ী
বালিয়াডাঙ্গা শঙ্খ শিল্পী সমবায় সমিতি, বালিয়াডাঙ্গা (করিমপুর)	শাঁখা
মেট্রোপলিটান ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ অঃ সোসাইটি, চাকদহ	নির্মাণকার্য
এ্যাগ্রো ডেভলপ্মেন্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কোঃ অপঃ সোসাইটি, কৃষ্ণনগর	নির্মাণকার্য
প্রোগ্রেসিভ ইয়ং ইঞ্জীনিয়ার্স কোঃ অপঃ সোসাইটি, কৃষ্ণনগর	নির্মাণকার্য
সি. এম্. ই. ইঞ্জিনীয়ার্স কোঃ অঃ সোসাইটি, নবদ্বীপ	নির্মাণকার্য
কল্যাণী ইঞ্জিনীয়ার্স কোঃ অঃ সোসাইটি, কল্যাণী	নির্মাণকার্য

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট জেলার কয়েকটি শিল্প সমবায় সমিতি

শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে তাদের আর্থিক কাঠামো সুসংহত, স্বনির্ভরশীল এবং মোটামুটি-ভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার সমিতিগুলিকে ঋণ ও পরিচালন-অনুদানের এক প্রকল্প বহুদিন যাবৎ গ্রহণ করেছেন। এই জেলায় যে সমস্ত শিল্প সমিতিগুলি এই সাহায্য পেয়ে আসছেন তাদের একটি তালিকা এই সঙ্গে সংযোজিত হলো।

কালিনগর গভর্ণমেণ্ট কলোনী পাটি শিল্প সমবায় সমিতি

চরণডাঙ্গা মাদুর শিল্প সমবায় সমিতি

নবদ্বীপ ন্যাশন্যাল ব্লক শিল্প সমবায় সমিতি

নবদ্বীপ লুম্‌স্‌ এ্যাণ্ড একসেসরিজ কোঃ অঃ সোসাইটি

নবদ্বীপ পটারি এ্যাণ্ড ব্রিকস্‌ কোঃ অপঃ সোসাইটি

নবদ্বীপ থানা ব্রাস এ্যাণ্ড বেল মেটাল কোঃ অপঃ সোসাইটি

বল্লভপাড়া ব্লক প্রিন্টিং কোঃ অপঃ সোসাইটি

জেলার শিল্পে সরকারী আর্থিক সাহায্য (১৯৭০-৭১) পর্যন্ত

(বেঙ্গল ষ্টেট এড্‌ টু ইণ্ডাষ্ট্রীজ এ্যাক্টের আওতায়)

(পশ্চিমবঙ্গ কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ কর্তৃক ঋণ দান)

দপ্তর	ঋণপ্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা	টাকা
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক		
কৃষ্ণনগর-১	৪৩	১৪,৮০০
হাঁসখালি	৮৯	১৮,০০০
তেহট্ট-১	৩৯	১২,০০০
রাণাঘাট-২	১৫১	৩০,০০০
তেহট্ট-২	২৩	৫,৯০০

দপ্তর	ঋণপ্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা	টাকা
করিমপুর	৮৬	২২,০০০
হরিণঘাটা	২৫	৮,০০০
নাকাশিপাড়া	৯১	১৮,৯০০
কৃষ্ণগঞ্জ	১২৪	১৫,২৬০
চাপড়া	৩৭	১২,০০০
চাকদা	১৩১	২৬,১২০
রাণাঘাট-১	১১২	২৮,৪০০
কৃষ্ণনগর-২	৩৫	১১,১০০
নবদ্বীপ	৩০১	৮০,২০০
শান্তিপুর	১২৬	৩৩,৮০০
কালিগঞ্জ	৬৪	১৪,০০০
জেলা শিল্পাধিকারিক (১৯৬৭-৬৮ সাল হতে)	৫৫	৬৫,২৫০
জেলা শাসক	১৯০	৬,৪১,৩২৫
অধিকর্তা, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প (পশ্চিমবঙ্গ) (১৯৬৭-৬৮ সাল হতে)	৩	৪৪,০০০
সচিব, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প (পশ্চিমবঙ্গ) (১৯৬৭-৬৮ সাল হ'তে)	৩	৭০,০০০

———

শিল্প শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

শিল্প-শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গ্রামীন অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের ভূমিকা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাধান্য পায়। গ্রামের সম্পদ ও জনশক্তিকে কিছু পরিমাণে শিল্পে নিয়োজিত করবার উদ্দেশ্যে ব্লক পর্যায়ে কয়েকটি শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষদের হাতে কলমে ছোট খাটো শিল্পে শিক্ষণ দেওয়া, গ্রাম্য শিল্পগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন নতুন শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ খুলে দেওয়া। এই জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন ব্লকে এই ধরনের কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। শিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা পরবর্তী পর্যায়ে কিছু কিছু সরকারী আর্থিক সাহায্যে নিজেদের শিল্প গড়ে তুলেছেন। আবার বেশ কয়েকজন মিলে শিল্প সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিল্পে নিযুক্ত হয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর—১, কৃষ্ণনগর—২, কালিগঞ্জ, নবদ্বীপ, হাঁসখালি, নাকাশিপাড়া, চাকদহ প্রভৃতি উন্নয়ন ব্লকে কতকগুলি শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের পরিচালনায় চালু করা হয়েছিল। এদের মধ্যে কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, সেলায়ের কাজ, ছাপাশাড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুদান পুষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান

এই জেলার বিভিন্ন শহরাঞ্চলে কয়েকটি মহিলা সমিতি শিল্প শিক্ষণ ও উৎপাদন কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁতের কাজ, সেলায়ের কাজ, মাতুর তৈরী, খেস তৈরী, সেলাইয়ে লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা কোর্স, কাপড়ের পুতুল এই সমস্ত বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যাপারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার এই সকল মহিলা সমিতিগুলিকে শিক্ষণের ব্যাপারে প্রতিবছর বিভিন্ন রকমের অনুদান দিয়ে আসছেন। এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো দুঃস্থ ও কর্ম গ্রহণেচ্ছু মহিলাদের শিল্প কাজের মাধ্যমে ঘরে বসে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কৃষ্ণনগরের উমাশশী নারী শিল্প মন্দির, মহিলা সংঘ বিদ্যালয়, নবদ্বীপের মহিলা মঙ্গল সমিতি, কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাণাঘাটের নারী কর্মী সমিতি উল্লেখযোগ্য।

হস্ত ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁত শিক্ষণ

তাঁতের কাজ, আধুনিক এবং উন্নততর পদ্ধতিতে নকশা ও পাড়ের কাজ, বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের শিক্ষণ দিয়ে নতুন নতুন তাঁতী এবং উৎকৃষ্ট তাঁত বস্ত্রের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের কলের জন্য উপযুক্ত নিপুন ও অভিজ্ঞ কারিগর তৈরী করাই এই শিক্ষণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই ধরনের তিনটি

প্রকল্প বর্তমানে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও কল্যাণী শিল্প এষ্টেটে চালু রয়েছে। এক বছর ধরে এই সব শিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে এবং শিক্ষণকালে ছাত্রপিছু মাসিক ২০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

কাঠের কাজ

আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতির এক প্রকল্প নিয়ে কাঠের আসবাবপত্র তৈরীতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার কল্যাণীতে উড্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ নামে একটি শিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছেন।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট্

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার কর্তৃক কল্যাণীতে বিভিন্ন কারিগরী শিল্প শিক্ষনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়েছে। কৃষ্ণনগরেও এই ধরনের একটি শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেনিং সেণ্টার) খোলা হয়েছে।

এই সব শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রধানতঃ ফিটার, মোটর মেকানিক, ড্রাফটস্‌ম্যান্‌শিপ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

জেলার কয়েকটি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প

তাঁত শিল্প

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁত শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন পুরনো ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে অন্যদিকে তেমনি আধুনিক নকশা ও উৎকর্ষের তালে তাল দিয়ে ভারতে অন্যান্য তন্তুজ দ্রব্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার তাঁতের শাড়ী তার সূক্ষ্ম ও নিপুণ শিল্প প্রাচুর্যে আজও ভারতে অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অদ্বিতীয়; এবং এই প্রসঙ্গে নদীয়া জেলার শান্তিপুর তার শ্রেষ্ঠত্বে গর্ব অনুভব করতে পারে। কবে এই জেলায় প্রথম তাঁতের কাজ আরম্ভ হয় তার সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ এই শিল্পটি ঐতিহ্যে পুরনো এবং অতীতের বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বেঁচে রয়েছে। বিভিন্ন নকশার কাজে তাঁতের উন্নতি হয়েছে। পুরনো তাঁতগুলিতে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বেশী উৎপাদনের জন্য এবং নক্সা ও কারুকার্যের সূক্ষ্ম ও সরলীকরনে জ্যাকার্ড ও ডবী এবং চিত্তরঞ্জন প্রায়-সয়ংক্রীয় তাঁতের প্রবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শান্তিপুর অঞ্চলে ৺ভূপতিচরণ প্রামানিক আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে জ্যাকার্ড ব্যবহারের প্রচলন করেন। পুরনো পদ্ধতিতে তাঁতের কাজে ৺গিরীশচন্দ্র পাল এবং ৺কিশোরীলাল প্রামানিক পথীকৃত বলে আজও স্বীকৃত। শোনাযায় যে ৺ গিরীশচন্দ্রপাল "কলাবতী" নামে এক ধরনের শুধুমাত্র জরী দিয়ে শাড়ী বুনতে পারতেন এবং তাঁর দাম পড়তো আনুমানিক সেই আমলের ৫০০ টাকা। তখনকার দিনে এই সমস্ত সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্ট কাপড় দিল্লী, কাবুল, ইরান, আরব তুরস্ক, গ্রীস ও ইটালীতে অত্যন্ত চাহিদার সঙ্গে বিক্রী হতো।

শান্তিপুরের পরেই ফুলিয়া এবং নবদ্বীপের তাঁত উল্লেখ করা যেতে পারে। নবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষে নয়, উৎপাদনে। মোটাসুতোর তৈরী শাড়ী-ধুতি পশ্চিমবাংলার বিশেষ করে গ্রাম ও অন্যান্য রাজ্যগুলির নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদায় এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া কৃষ্ণনগরের কাছে ভাতজাংলা, রাণাঘাট, তাহেরপুর, বীরনগর, স্বরূপগঞ্জ, চরব্রহ্মনগর এবং তেহট্টেও প্রচুর তাঁতশিল্পী রয়েছেন। তাঁতশিল্পের একটি প্রতিবেদন নীচে দেওয়া হলো।

বৎসর = ১৯৭০—৭১

		সুতিবস্ত্র	পশমবস্ত্র
১।	সমবায় সমিতির সংখ্যা	৭৪	১
২।	(ক) সমবায় সমিতিভুক্ত তাঁত সংখ্যা	১০, ৫৯৬	৩৮
	(খ) সমিতি বহির্ভুক্ত তাঁত সংখ্যা	১৪, ৭৯৫	১২
	মোট ,, ,,	২৪, ৩৯১	৫০
৩।	আনুমানিক বার্ষিক উৎপাদন	৪ কোটি টাকা	৫০ হাজার টাকা

শান্তিপুরের তাঁত এবং তাঁতের শাড়ী
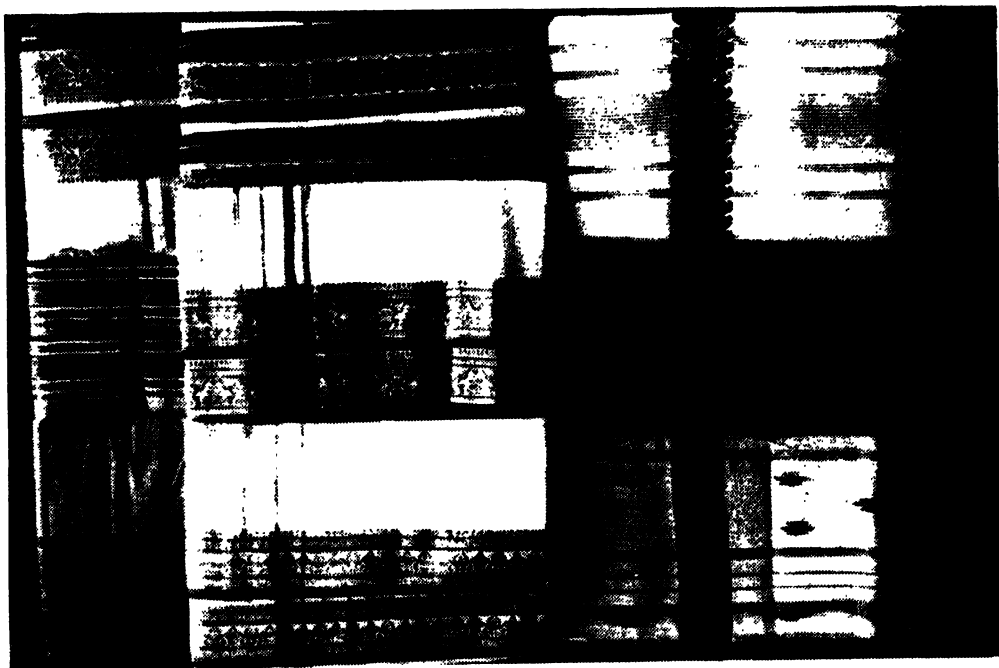
ক্যাসেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
শেড নং ১৪ (কল্যাণী শিল্প এষ্টেট)

খড়ের মোড়ক তৈরী
মজুমদার এ্যাণ্ড সন্স
ফুলিয়া

৪। প্রধান প্রধান পরিকল্পনাখাতে ঋণ ও অনুদান বাবদ দেয় (১৯৬৫-৬৬ হতে ১৯৭০-৭১)	সুতি বস্ত্র (টাকা)	পশম বস্ত্র (টাকা)
(ক) কার্য্যকরী মূলধন	১, ৪৭, ৫০০	৬, ০০০
(খ) (রিবেট) বিক্রয় ছাড়	৩, ৯৪, ২১৫	—
(গ) উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম বাবদ	৩০, ১৪৯	২, ৭৬০

বিদ্যুৎ চালিত তাঁত

এই জেলায় ১৬টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁত সমবায় সমিতি রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রায় ১৪০০ বিদ্যুতচালিত তাঁত রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ, নবদ্বীপ, বীরনগর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ করছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁত সমবায় সমিতির নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হলো।

সমিতির নাম	ঠিকানা
শক্তিনগর টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অঃ সোসাইটি	কৃষ্ণনগর
বীরনগর সর্বার্থসাধক সমিতি	বীরনগর
ফাল্গুনী কোঃ অঃ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটি	ঐ
তারকদাস ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অঃ সোসাইটি	ঐ
নাস্‌রা কোঃ অঃ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটি	নাস্‌রা, রাণাঘাট
নতুনগ্রাম ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অঃ সোসাইটি	রথতলা, রাণাঘাট
মর্ডান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অঃ সোসাইটি,	হিজলী, রাণাঘাট
ললিত চন্দ্র সর্বার্থসাধক সমিতি	ঐ
নলিনীরঞ্জন টেক্সটাইল কোঃ অঃ সোসাইটি,	বেগুপাড়া, রানাঘাট
হিন্দুস্থান পাওয়ারলুম কোঃ অঃ সোসাইটি,	নরেন্দ্রপল্লী. চাকদা
শান্তিপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অঃ সোসাইটি,	শান্তিপুর
শ্রীকৃষ্ণ টেক্সটাইল কোঃ অঃ সোসাইটি,	ঐ
রিবিল্ডিং অফ্ ওয়েষ্টবেঙ্গল এম. এইচ্ কোঃ অঃ সোসাইটি	ঐ
নবদ্বীপ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অঃ সোসাইটি	নবদ্বীপ
নবদ্বীপ উইভার্স কোঃ অঃ সোসাইটি —	ঐ
নবদ্বীপ কোঃ উইভার্স ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটি —	ঐ

ঘূর্ণীর মৃৎশিল্প

এই জেলার কারুশিল্পের মধ্যে কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণীর মাটির পুতুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় নাটোর থেকে একদল মৃৎশিল্পী ঘূর্ণীতে এই শিল্পের প্রবর্তন করেন এবং সেইসঙ্গে লালগোলা, নাসীপুর ও কাসিমবাজারের মহারাজাদের যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য ছিল। এখানকার মৃৎশিল্পীদের প্রায় আট পুরুষের ঐতিহ্য নিয়ে আজও এই শিল্পটি তার সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কাজের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মানবীয় মূর্তিগুলিতে দেহের গঠন এবং তুলির টানে যে শিল্পের সৃষ্টি তাতে মৃন্ময়কে অনেক সময় চিন্ময় বলে ভাবতে ভুল হয়ে যায়। মোটামুটি এখনও প্রায় ১০০জন শিল্পী এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। এদের মধ্যে বিশেষকরে সর্বশ্রী কার্তিকচন্দ্র পাল. বিষ্ণুপদ পাল, বীরেনপাল, মুক্তিপাল, শম্ভুপাল এবং গণেশ পাল উল্লেখ্য। এই সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল, শ্রীমুক্তি পাল ও আরও কয়েকজন শিল্পী পাথর দিয়ে মূর্তিগড়া কাজেও বিশেষ পারদর্শী।

শোলার সাজ ও ডাকের সাজ

নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শোলার সাজ ও ডাকের সাজের কাজ একটি পুরনো শিল্প হিসেবে আজও বেঁচে আছে। এই ধরনের নিপুন ও সূক্ষ্ম কাজ পশ্চিমবাংলায় অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। কবে বা কারা প্রথম এই জেলায় এই ধরনের শিল্প প্রয়াস সুরু করেছিলেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রতিমা সজ্জায় এবং পূজা পার্বনে ডাকের ও শোলার শিল্পীরা একদিন সারা বাংলাদেশে যথেষ্ট নাম ডাক নিয়ে কাজ করেছিলেন। এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই শিল্পটি "ডাকের সাজ" নামে আজও প্রসিদ্ধ—এখনও কিছু কিছু শিল্পী ঘরে বসে এইকাজ করে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে কালিগঞ্জের শোলার টুপির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে শোলার টুপির ব্যবহারের দরুন এই শিল্পটির অত্যন্ত প্রসার লাভ ঘটেছিল।

কাঁসা পিতল শিল্প

নবদ্বীপ, মাটিয়ারি এবং ধর্মদায় এই শিল্পটির উপর নির্ভর করে আজও প্রায় ১৫০টি পরিবার বেঁচে আছে। বিভিন্ন ধরনের রকমারি কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র, পূজার সামগ্রী ও দেবদেবীর মূর্তি বহুকালধরে এখানকার শিল্পীরা তৈরী করে আসছেন। কিন্তু আজকে বিভিন্ন ধরনের এ্যালুমিনিয়াম, ষ্টেনলেসষ্টীল, প্লাষ্টিকের তৈরী বাসনপত্রের সঙ্গে কাঁসাপিতলের বাসন এক প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন। ফলে এইশিল্পে কিছুটা মন্দাভাব এসেছে। কিন্তু তবুও কাঁসাপিতলের বাসন পুরনো বা ভাঙ্গা
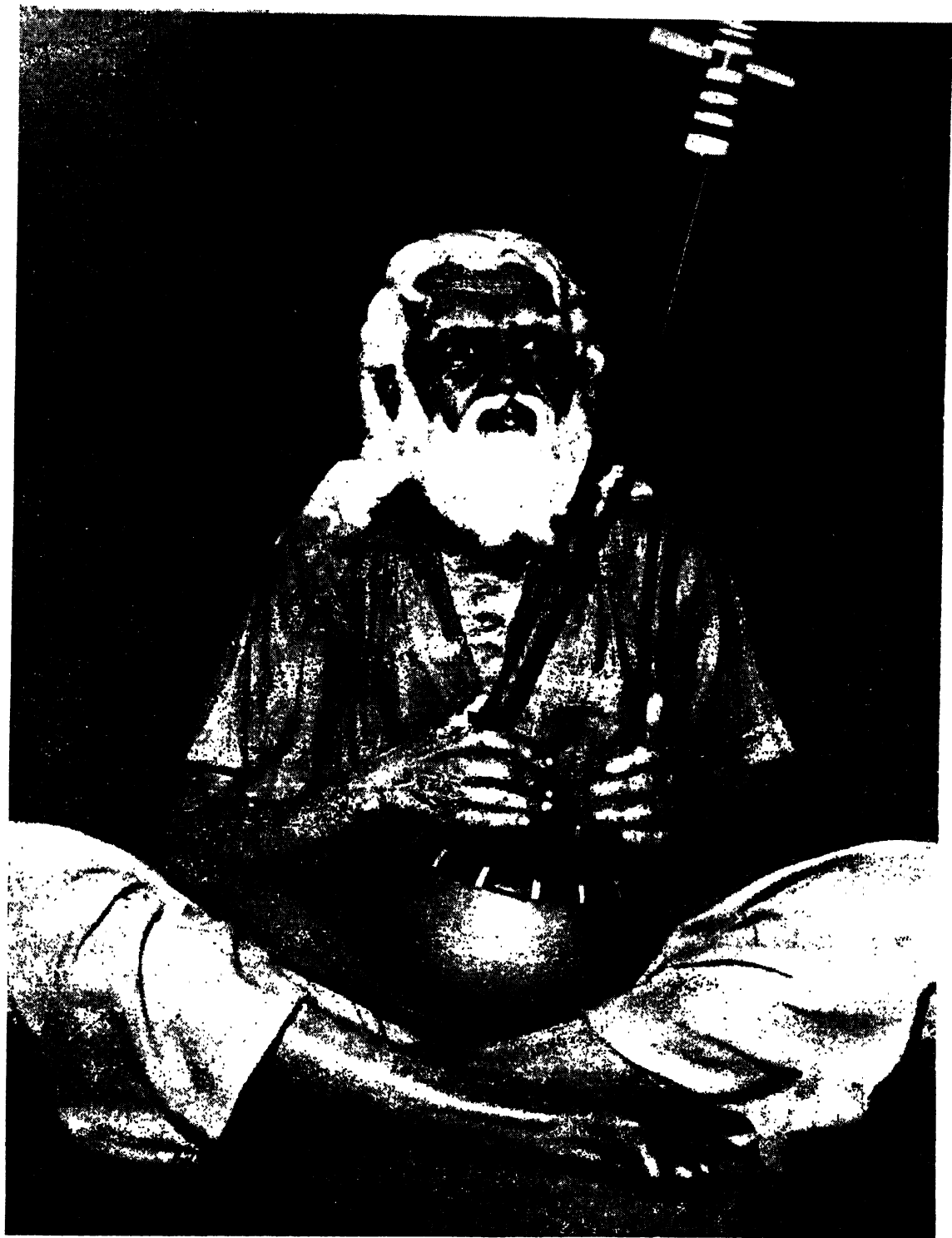
মৃৎশিল্পে বাংলার
শিল্পী

অবস্থায়ও এর একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে বলেই এই শিল্পটি আজও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে নিজ বৈশিষ্ট্যে বেঁচে আছে।

শাঁখা শিল্প

এই জেলার করিমপুরের কাছে বালিয়াডাঙ্গায় প্রায় ১৫০টি পরিবার এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের মাধ্যমে টিউটোকরিন থেকে শঙ্খ আনা হয়; এবং বালিয়াডাঙ্গা শিল্পী সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে এইসব কাঁচামাল বিতরণ করা হয়। প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের সকলেই এইশিল্পে কিছু-না-কিছু ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এইসব শিল্পীদের তৈরী শাঁখা দেশের বিভিন্নস্থানে বিক্রয় হয়। পরিবহন ব্যয়, শঙ্খের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে কাঁচা শঙ্খের দাম বৃদ্ধি হওয়ার ফলে উৎপাদিত শাঁখার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে তেমনি বিবাহিতাদের মধ্যে শাঁখা ব্যবহার আধুনিক কালে কিছুটা কমেও গিয়েছে। তবুও শাঁখা ব্যবহারে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য আছে বলে আজও এই শিল্পটির এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

———

জেলার কয়েকটি আধুনিক শিল্প

কৃত্রিম অলংকার শিল্প, নবদ্বীপ

তামা ও পিতল দিয়ে তৈরী অলংকার সোনার জলে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোনার ঔজ্জ্বল্য লাভ করে এবং দেখতে অবিকল সোনার অলংকারের মতই মনে হয়। পূর্বে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে এই ধরনের কৃত্রিম অলংকার আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হত। দামে সস্তা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে এই সমস্ত অলংকার আজও যথেষ্ট চাহিদার সঙ্গে বিক্রী হয়ে থাকে। নবদ্বীপের এই শিল্পটী দেশের অন্যান্য এই ধরনের শিল্প সংস্থার মধ্যে বলা চলে পথিকৃৎ। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী তাঁর নিজস্ব প্রক্রিয়ায় এই ধরনের কৃত্রিম অলংকার তৈরীতে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। ঔজ্জ্বল্যে এবং স্থায়িত্বে তাঁর এই সৃষ্ট অলংকার যথেষ্ট সমাদর এবং ভূয়ষী প্রশংসা অর্জন করেছে। শ্রীগোস্বামী তাঁর এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সমষ্টিগত করে তুলে বহু পরিবারের জীবিকা নির্বাহের এক সুপরিকল্পিত রূপরেখা গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ প্যাক্ সমবায় সমিতি তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান যেখানে ২৫০ জনেরও বেশী শ্রমিক কাজ পেয়েছেন এবং এই সমিতির বার্ষিক উৎপাদিত অলংকারের বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। আধুনিক শিল্প হিসেবে এই শিল্পটি দেশের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে শুধু তাই নয় উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শ্রমিক ও মালিকের কোন পৃথক সত্তা নেই। বলা চলে, এই সমিতিটি দেশের একমাত্র সমিতি যেখানে প্রত্যেকটি শ্রমিকই সমিতির সদস্য পক্ষান্তরে সমিতির মালিক। সদস্য-শ্রমিক ছাড়া এই সমিতিতে শুধু মাত্র শ্রমিক বা সদস্যের কোন স্থান নেই। সমবায়ের মূল নীতিটি যথা একতাবদ্ধ হয়ে এক শোষণ মুক্ত পরিবেশে লভ্যাংশের সমবণ্টনে আর্থিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলা—এই প্রতিষ্ঠানটিতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। এক কথায় বলা চলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর এই সমিতি গড়ে উঠেছে। এই সমিতেতে কালি তৈরীরও একটি বিভাগ রয়েছে।

ঘড়ি তৈরী শিল্প, নবদ্বীপ

শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর প্রক্রিয়ায় এবং তত্ত্বাবধানে নবদ্বীপে ন্যাশনাল ক্লক কো-অপারেটিভ সোসাইটি দেয়াল ঘড়ি তৈরীর কাজ বেশ কিছুকাল ধরে করে আসছে। বিভিন্ন আকারের ঘড়িগুলি আধুনিক ডিজাইন এবং উৎকর্ষের দিক থেকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই ধরনের শিল্প প্রয়াস নদীয়া জেলায় আধুনিক শিল্পের উন্মেষে এক বিরাট সম্ভাবনার সূচনা করছে। মোটামুটি সব রকমের পার্টস্ এখানে তৈরী হয়—এবং এই ঘড়িগুলি সময় নির্দেশে অন্যান্য ঘড়ির সঙ্গে মান বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রায় দশ জন কর্মী এখানে কাজ করছেন। এই শিল্পটি সম্প্রসারণ হলে আরও বেশ কিছু কর্মের সংস্থান অনায়াসেই সম্ভব হবে।

ন্যাশনাল ক্লক কোঅপারেটিভ, নবদ্বীপ

ম্যারিনা বেকারী এ্যাণ্ড কনফেক্‌শনারী

শেড নং ২, কল্যাণী ইনডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট্।
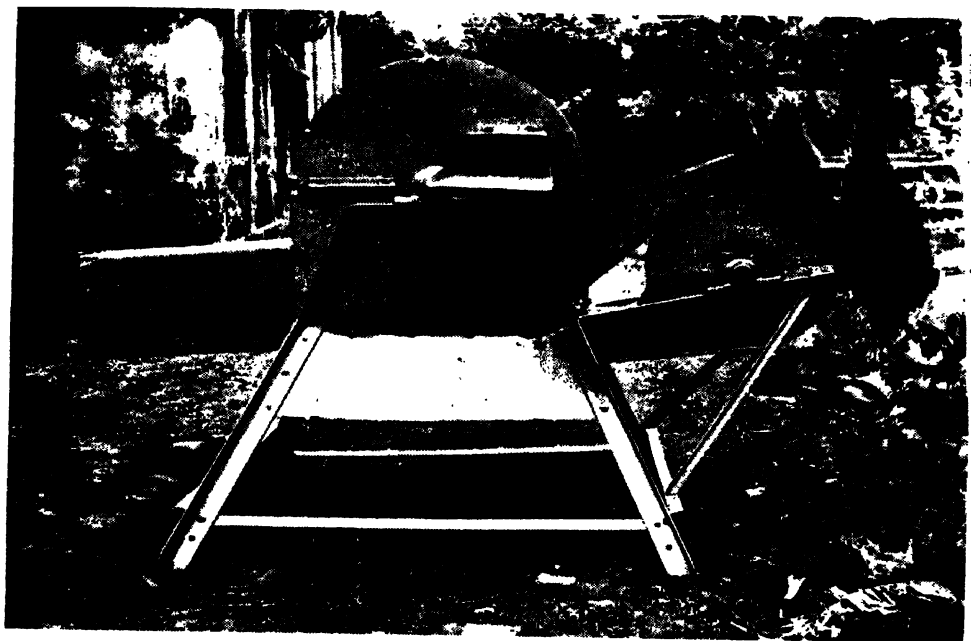
'Thrasher' Machine

(Industrial Tools & Accessories.)

Krishnagar

শক্তিনগরের গেঞ্জী

কৃষ্ণনগর পৌরসভার অন্তর্গত শক্তিনগরে গেঞ্জী তৈরী নদীয়া জেলার আধুনিক শিল্পের অন্যতম। প্রায় ৭০ থেকে ৭৪টি পরিবার এই শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করছেন। এক বিশেষ ধরনের সেলাই মেসিন গেঞ্জী তৈরীর জন্য দরকার হয়। মিলের তৈরী গেঞ্জীর কাপড় কলকাতা থেকে ক্রয় করা হয় এবং উক্ত কাপড়কে সাইজ মত কেটে সেলাই করে ও ইস্ত্রী করে বিক্রীর জন্য পাঠানো হয়। শক্তিনগরে গেঞ্জীর বাজার শুধু নদীয়া জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু বিহার, উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। ছোট বড় সব রকমের কর্মীরাই এই শিল্পে কাজ করছেন। এই শিল্পের অপর এক বিশেষত্ব যে গেঞ্জী কাপড়ের ছাঁট নষ্ট হয় না; কাগজ শিল্পে এর চাহিদা প্রচুর।

খড়ের মোড়ক তৈরী

জেনারেল মার্কেটিং কোম্পানী ওয়ার্কস এবং মেসার্স মজুমদার এ্যাণ্ড সন্স ফুলিয়ায় খড়ের মোড়ক তৈরীর একটি কারখানা চালু করেছেন। খড়ের তৈরী মোড়ক কাঁচের শিশি এবং বোতল জড়াবার জন্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শিল্প সংস্থা দুটি এই ধরণের খড়ের মোড়ক তৈরী করার জন্য ফুলিয়ার প্রায় ৭০০টি পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজটিকে ভাগ করে দিয়েছেন। কাঁচামাল হিসেবে বিচুলি বা খড়, পাটের সুতলি, ক্রাফট্ কাগজ এবং আঠা এই মোড়ক তৈরীর আনুষঙ্গিক উপকরণ। সাধারণতঃ বিভিন্ন পরিবারের মেয়েরাই তাদের বাড়তি সময়ে এই কাজ করে থাকেন। এই পরিবারগুলি ফুলিয়া কলোনী, কৃষিপল্লী, ফুলিয়া পাড়া চটকাতলা, প্রফুল্ল নগর, বয়ড়া এবং কুমুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে আছে। প্রতিমাসে উৎপাদিত খড়ের মোড়কের মূল্য প্রায় ৩৫,০০০ টাকার মত দাঁড়ায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত খড়ের মোড়ক শিশি এবং বোতল প্যাকিং করার জন্য কিনে থাকে। এদের মধ্যে ডাবর, সিকিমের মদের কারখানা, কল্যানীর রতনজি মদের কারখানা এবং কলকাতার ব্রিটিশ মেডিসিন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং পশ্চিমবাংলার অনেক ছোট বড় প্রতিষ্ঠান এই খড়ের মোড়ক কিনে থাকেন। এই কাজে নিযুক্ত পরিবারের একজন মহিলা কর্মীর মাসিক উপার্জ্জন ৩০ টাকা থেকে ৯০ টাকা পর্যন্ত দাঁড়ায়।

পোকার চাষ

পশ্চিমবাংলায় তাঁত শিল্পের পর রেশম শিল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলা এই শিল্পের পুরোধা বলা চলে। রেশম বয়নের জন্য প্রয়োজন হয় গুটি (cocoon)। এই গুটিগুলি এক ধরনের পোকা তাদের মুখের লালা দিয়ে তৈরী করে। এই পোকা তুঁত গাছের পাতা খায় এবং তুঁতগাছের পাতার রস থেকে এক জৈবিক প্রক্রিয়ায়

পোকাদের লালা নির্গত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে ঐ লালা সুতোর আকারে রূপান্তরিত হয়। গুটি থেকে রিলিং মেশিনে সুতো গুটিয়ে তাঁতিরা বিভিন্ন ধরনের রেশমের কাপড় বুনে থাকেন। ভাল জাতের গুটি তৈরী করতে পারলে কাপড়ের উৎকর্ষ বাড়ে। আমাদের দেশীয় নিস্তারী গুটি থেকে ভাল এবং বেশী পরিমাণে সুতো পাওয়া যায় না। তাই জাপান এবং ইটালীর গুটি পোকার সঙ্গে দেশীয় গুটি পোকার মিশ্রণে ও প্রজননে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে।

নদীয়া জেলার রাণাঘাটে পশ্চিমবঙ্গের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার একটি নার্সারী চালু করেছেন। এখানে দেশীয় গুটি পোকার চাষ করা হয়ে থাকে। এখানকার উৎপাদিত গুটি বিভিন্ন সরকারী গুটিপোকা চাষ কেন্দ্রে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট গুটি পোকা চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। রাণাঘাটের কাছাকাছি এই ধরণের ১৫ জন চাষী রয়েছেন। ২৫ একর জমিতে বাৎসরিক ৬৫০০ কিলোগ্রাম গুটি উৎপন্ন হয়—এই গুটির বাৎসরিক গড়পড়তা বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ৬৫০০০ টাকা। রাণাঘাটের এই কেন্দ্রটির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার গুটিগুলি বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অন্যান্য জায়গার গুটিগুলি বয়নের জন্য কাজে লাগান হয়ে থাকে। নদীয়া জেলার মাটি এবং জলবায়ু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই ধরনের গুটিপোকার চাষ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রসারণ করার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

উড্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ, কল্যাণী

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার কল্যাণীতে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের কাঠের কাজের এক প্রকল্প বেশ কয়েক বছর ধরে চালু করেছেন। এই প্রকল্পটি শিল্পাধিকারের অন্যান্য সরকারী সংস্থার মধ্যে অন্যতম। উৎকৃষ্ট কাঠ এবং আধুনিক ও উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে আসবাবপত্র, দরজা জানালা ইত্যাদি তৈরী করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এরই সঙ্গে কাঠের কাজের একটি শিক্ষণ প্রকল্পও চালু আছে। তিন বছরের শিক্ষণকালে শিক্ষানবীশদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দক্ষ কারিগর তৈরী করা।

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন

পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ভারত সরকারের এই সংস্থাটি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির মত পশ্চিমবাংলায় এই সংস্থাটি এই জেলার তাহেরপুর, গয়েষপুর এবং চাকদায় তিনটি প্রকল্প চালু করেছে। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রধানতঃ তাঁতের কাজে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর কর্মসংস্থান হয়েছে।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

কল্যাণী শিল্প এষ্টেট

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণী শিল্প এষ্টেট পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহত্তম শিল্প এষ্টেট। কল্যাণীতে এই শিল্প এষ্টেট স্থাপনের অনুকূলে নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছিল।

এই এষ্টেট নবনির্মিত কল্যাণী উপনগরীর মধ্যে অবস্থিত; এবং এই উপনগরী প্রশস্ত রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুবিধাতে সমৃদ্ধ।

শহর কলকাতা থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে এই উপনগরী দু'দিক দিয়ে দুটি প্রশস্ত হাইওয়ে দিয়ে বেষ্টিত। এ ছাড়া এই শিল্প এষ্টেট কল্যাণী রেল স্টেশন থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই উপনগরী হুগলী নদীর খুব কাছে অবস্থিত ও হুগলী জেলার সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

এই শিল্প এষ্টেটের কাছেই একটি সরকারী শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকায় দক্ষ কারিগরের দুষ্প্রাপ্যতা নেই। এ ছাড়া নিকটবর্তী উদ্বাস্তু কলোনীর বহু কর্মী অদক্ষ কারিগর হিসাবে এ অঞ্চলের কলকারখানায় নিযুক্ত হয়েছেন।

কৃষি থেকে ক্ষুদ্রশিল্পে দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে এক বৃহৎ জনসমষ্টির কর্মসংস্থান করার জন্য কল্যাণী শিল্প এষ্টেট স্থাপন করা হয়। কল্যাণী উপনগরীর জনসংখ্যা ১৮,৩৩৩। এই শিল্প এষ্টেট কল্যাণী ইনডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া "ডি" ব্লকের মধ্যে অবস্থিত। একটি রেলওয়ে গুডস্ লাইন এই শিল্প অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। বাস্তব দিক দিয়ে এই শিল্প এষ্টেটের স্থান নিরূপণ সত্যই সবদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। এই এষ্টেট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় ৯০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত।

কনষ্ট্রাকশন বোর্ড, পি. এইচ. ইনজিনিয়ারিং প্রভৃতি সংস্থা জমি, রাস্তা, শেড-নির্মাণ, জলের সুব্যবস্থা প্রভৃতি প্রথমেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ও জলনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করেন যথাক্রমে ষ্টেট্ ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ও কল্যাণী নটিফায়েড এরিয়া অথরিটি। এই ৯০ বিঘা জমির মধ্যে ফ্যাক্টরী শেড ও অন্যান্য ঢাকা জায়গার পরিমাণ, ৩,০১,৩২৩ বর্গ ফুট, রাস্তা ১,৪৩,৭৫০ বর্গ ফুট, এবং ফ্যাক্টরীর জন্য জমির পরিমাণ ৭,৪২,০১৯ বর্গ ফুট। এমনভাবে শেডগুলো তৈরী যাতে কর্মীরা আলো, বাতাস ও অন্যান্য সবরকম সুযোগ সুবিধাগুলো কাজ করার সময় পেয়ে তাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারেন। শেডগুলো ৯৯ বছরের লিজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এই এষ্টেট মুখ্যতঃ ক্ষুদ্রশিল্পকে স্থান যোগানোর জন্য নির্মিত।

শেডগুলো U.S.A. এর ধাঁচে তৈরী। এই শেডগুলো সাধারণতঃ শিল্পের গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই নির্মিত। এই শেডগুলোর আয়তন ৫,০০০ বর্গফুট থেকে ১৬,৫০০ বর্গফুট। ছোটছোট শিল্পোদ্যোগীরা এইসব বড় শেডের মধ্যে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী ৮০০ থেকে ২,০০০ বা

ততোধিক বর্গফুট নিয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিজের কারখানাটি অনায়াসে স্থাপন করতে পারেন। এই এষ্টেটে সর্বদা জল, বিদ্যুৎ ও রাস্তাঘাট সহজলভ্য। শেডের মধ্যে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে শেডটি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এই শেডগুলোতে মোটামুটী ৪০টি ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান দেওয়া যায়। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার ২য় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৫৬—৬১) কল্যাণী শিল্প এষ্টেটের পরিকল্পনাটি হাতে নেন। জমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ ১৯৫৭—৫৮ সাল থেকে সুরু হয়। শেড তৈরীর কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সাল থেকে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে জল, রাস্তা বিদ্যুৎএর কাজ শেষ হয়। প্রথমধাপে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪টি শেড ও দ্বিতীয় ধাপে ১১টি শেড ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি তৈরী হয়।

১৯৫৯ সালে এপ্রিল মাসে প্রথম শিল্পসংস্থাটি মাত্র ২০জন শ্রমিক নিয়ে এই এষ্টেটে কাজ সুরু করে তখন এই সংস্থাটির মাসিক উৎপাদন ছিল মোটামুটি ১৫,০০০ টাকা এবং কালক্রমে এই এষ্টেটে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩৩টি শিল্প সংস্থায় প্রায় ১৭০০ শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছেন। এই ৩৩টি সংস্থার বছরের উৎপাদন আনুমানিক দেড় কোটি টাকা। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটি শিল্প সংস্থা এখনও চালু হয়নি। এই শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৯০ভাগ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। এই সব শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ৪ টাকা থেকে ৮.৫০ পর্যন্ত।

ইনডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে শিল্প শ্রমিকদের জন্য নির্মিত কোয়াটার এই এষ্টেটের আধ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এছাড়া অফিসার ও ম্যানেজমেণ্টদের জন্য থাকার সুব্যবস্থা আছে।

এই এষ্টেটে আরও কয়েকটি ভাল ব্যবস্থা আছে। এই সুব্যবস্থাগুলো সচরাচর দেখা যায় না। এখানে ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থাদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকারের স্মল ইনডাষ্ট্রিজ সার্ভিস ইন্‌সটিটিউট আছে; কাষ্টিং ও গ্যালভানাইজিং এর সুব্যবস্থা আছে। এখানে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্রশিল্পগুলো একে অপরের সাহায্যে লাগতে পারে।

এখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে। স্পেয়ারপার্টস্‌ থেকে সুরু করে বাইসাইকেল পার্টস, টিউব, চুম্বকচাক, কারবাইড টিপডটুল, যান্ত্রিক খেলনা, ছোট গ্রিল, কাপড়, ষ্টীলের আসবাবপত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কল্যাণী শিল্প এষ্টেটে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা

শিল্প সংস্থা	শিল্প
সেন এণ্ড পণ্ডিত ইনডাষ্ট্রিজ লিঃ	বাইসাইকেল পার্টস্‌
সেন এণ্ড পণ্ডিত প্রাইভেট লিঃ	পালিশের দ্রব্যাদি
ওসিয়ানিক ইনডাষ্ট্রিজ (ইনডিয়া) প্রাইভেট লিঃ	ছাপাখানা
এসোসিয়েটেড্‌ মেটাল প্রডাক্টস্‌	টিউব ও রাবার বেল্ট
কল্যাণী টিউব কোঃ	

ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ	গেট, গ্রিল, ইলেকট্রিকের দ্রব্যাদি।
ইলেকট্রোমেটাল ইনডাষ্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ	—ঐ—
ইন্‌জিনিয়ারিং ভ্যারাইটি	ঐ
ইষ্ট কোষ্ট এনটার প্রাইজার্স লিঃ	ম্যাগনেটিক চাক
এলমা পাওয়ার আর্কস্ (প্রাঃ) লিঃ	ট্রানস্‌ফরমার
ক্যাসেল ইনডাষ্ট্রীজ লিঃ	টাংষ্টেন্ বারবাইড টিপ্‌ড টুলস
দি নন-ফেরস্	এ্যালুমিনিয়াম-ব্রোঞ্চ নির্মিত জাহাজের প্রপেলার
কল্যাণী কো-অপারেটিভ টয় সোসাইটি লিঃ	খেলনা ও কজা
কল্যাণী টেক্সটাইল মিলস্	কাপড়
ট্রেনিং কাম-ডিমনেষ্ট্রেশন সেণ্টার (পাওয়ার লুম)	ঐ
এন. জি. সেন.	ইলেকট্রিক সরঞ্জাম
নরম্যান ষ্টিল ইকুপমেণ্ট প্রাঃ লিঃ	ষ্টীলের আসবাব পত্র
কোয়ালিটি ম্যালিয়েবেল কাষ্টিংস প্রাঃ লি :	লোহা ঢালাই
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনডাষ্ট্রীজ করপোরেশন	বালতি, ড্রাম ইত্যাদি
স্মল ইনডাষ্ট্রীজ সারভিস ইনস্‌টিটিউ	সার্ভিসিং
কল্যাণী রবার ওয়ার্কস্	রবার "ভি" বেল্ট
জুটেকস্ পিনস্	জুট পিন
রাজেশ ইনডাষ্ট্রিস্ করপোরেশন	কাঠের কেবলড্রাম।
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়্যার ইনডাষ্ট্রিস্	তার ড্রইং
এ্যানসিলিয়ারি ইনডাষ্ট্রীজ লাগস্ প্রাঃ লিঃ	বাইসাইকেল লাগস্
এ্যানসিলিয়ারি ইন্‌ডাষ্ট্রীজ ক্রাঙ্কস্ প্রাঃ লিঃ	ঐ ক্রাঙ্কস্
এ্যানসিলিয়ারি ইন্‌ডাষ্ট্রীজ ফরজিংস প্রাঃ লিঃ	ঐ ফরজিংস্

সম্প্রতি বেশ কয়েটি নতুন শিল্প সংস্থা বিভিন্ন নতুন শিল্প নিয়ে এই ষ্টেটে তাদের কাজ শুরু করছেন। এদের মধ্যে নীচের শিল্প সংস্থাগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কল্যাণী এ্যালাইড মেটাল ইনডাষ্ট্রীজ	লোহার ঢালাই
কল্যাণী বাকেট ইনডাষ্ট্রীজ	বাকেট, ড্রাম, ইত্যাদি
অম্বা ফুড প্রডাক্টস্	শিশু খাদ্য
বি. এন. গুহ এ্যাণ্ড কোঃ (হিন্দুস্থান অ্যালুথারমিকস্)	রেলওয়ে থারমিট দ্রব্য
ম্যারিনা বেকারি এণ্ড কোঃ	বেকারি।
রেণুকা ফেরো প্রডাক্টস্	ষ্ট্রাকচারাল ফেব্রিকেশন
টেক্সটাইল প্রসেসিং ফ্যাক্টরী	টেক্সটাইল প্রসেসিং
কল্যাণী ওয়্যারস্	ওয়্যার ড্রইং

সেন এ্যাণ্ড পণ্ডিত ইনডাষ্ট্রিজ. লি :

সেন র‍্যালে সাইকেলের নাম বাংলার ঘরে ঘরে। নিত্যপ্রয়োজনীয় এই বস্তুটি শিল্পক্ষেত্রে নদীয়া জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বাইসাইকেলের রিম তৈরী ও বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় সাইকেলের বেল তৈরীর জন্য এই সংস্থা সুপরিচিত। এই সংস্থার সঙ্গে আরও কয়েকটি অ্যানসিলিয়ারি সংস্থা সাইকেলের অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন, লাগস্, ক্রাঙ্কস্ ও ফরজিংস্ এর কাজে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে দেশে বিদেশে সাইকেলের ব্যবসা চলিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্থাটি ও ৩ টি অ্যানসিলিয়ারি সংস্থার কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১,০০০ এবং বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকার মত। এই সংস্থার সাইকেল—'বলাকা' 'রবিনহুড্' 'হাম্বার' 'র‍্যালে' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেন এণ্ড পণ্ডিত প্রাইভেট লি :

এই সংস্থাটি মেটাল পলিশিং ও ফিনিসিং এর নানাবিধ কম্পাউণ্ড তৈরী করে থাকে। কম্পাউণ্ড গুলো মাটন ট্যালো, ভিয়েনা লাইম্, প্যারাফিন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য থেকে প্রস্তুত হয়।

এই শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা, কর্মীর সংখ্যা ১৫।

ইষ্ট কোষ্ট এনটারপ্রাইজার্স লি :

এই সংস্থাটি 'ম্যাগনেটিক চাক' তৈরী করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সারা ভারতবর্ষে মাত্র দুটি সংস্থা এই ধরণের চাক তৈরী করে ; তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় এই একটি। ছোটবড় টুল রুমে এই ম্যাগনেটিক চাকের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এই ক্ষুদ্র সংস্থাটিতে মোট ৩৫ জন কাজ করে, বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

ক্যাসেল্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লি :

কয়লাখনি ও অন্যান্য স্থানে বোরিং করার জন্য টাংষ্টেন কারবাইড টিপড্ টুলস্ এর প্রয়োজন হয়। এই সংস্থাটি দক্ষ কারিগর দিয়ে বহুদিন থেকেই টিপড্টুলস্ করে আসছে। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে কারখানাটি সজ্জিত। এখানে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ৩৬ ও বাৎসারিক উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

দি ননফেরাস্ :

১৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এনটারপ্রেনার স্কীমের মাধ্যমে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে।
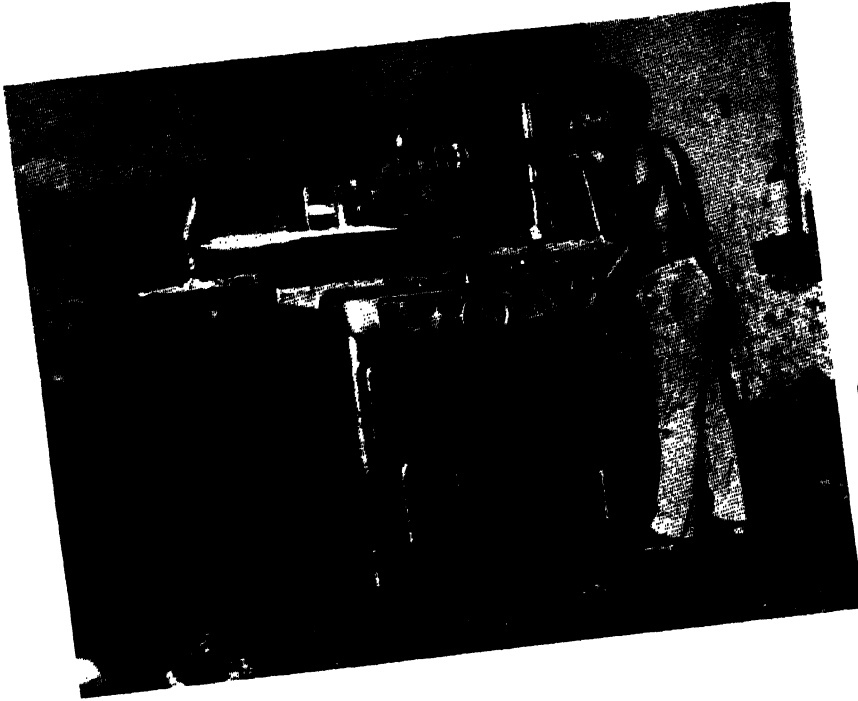
মেসার্স ইষ্ট কোষ্ট
এণ্টারপ্রাইজার্স লিঃ

শেড নং ৩
(কল্যাণী শিল্প এষ্টেট)

স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ সার্ভিস ইনষ্টিটিউট
(একস্‌টেনশান সেণ্টার)
(কল্যাণী শিল্প এষ্টেট)

প্যাক কো-অপারেটিভ সোসাইটী নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানা ব্রাস এ্যাণ্ড বেল মেটাল ইণ্ডাঃ
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নবদ্বীপ

অ্যালুমিনিয়াম ব্রঞ্জ নির্মিত জাহাজের প্রপেলার ও অন্যান্য কোয়ালিটি কনট্রোলড্ কাষ্টিং করার জন্য এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে এই কারখানাটির গবেষনাগার সজ্জিত। এই সংস্থায় বর্তমান কর্মী সংখ্যা ১৫।

নরম্যান্ ষ্টিল ইকুইপমেন্ট (প্রাঃ) লি ঃ

ষ্টীলের আসবাবপত্র, হাসপাতালের আসবাব পত্র ও অন্যান্য আধুনিক ডিজাইনের ষ্টীলের দ্রব্যাদি এই সংস্থায় উৎপন্ন হয়। এখানে মোট কর্মীর সংখ্যা ১২। সংস্থার বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় এক লক্ষ টাকা।

স্মল ইনডাষ্ট্রিজ্ সার্ভিস্ ইন্স্টিটিউট (একস্‌টেনশন সেন্টার) ঃ

ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলোকে সার্ভিসিং কাজ দিয়ে ও দক্ষ কারিগর দিয়ে সাহায্য করার জন্য স্মল ইনডাষ্ট্রিজ্ সার্ভিস্ ইনস্টিটিউট বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়। এই সংস্থাটি ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন ক্ষুদ্র সংস্থায় সব রকমের যন্ত্রপাতি থাকা সম্ভব নয়। তাই যাতে এইসব সংস্থার উৎপাদন ব্যাহত না হয় সেইজন্য উপদেশ, দক্ষ কারিগরের যোগান ও শিল্প সংস্থাগুলোকে সারভিসিং দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকায় এই এষ্টেটে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিস্ সার্ভিস ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়।

কল্যাণী রবার ওয়ার্কস ঃ

বেকার ইনজিনিয়ারকে ১৬ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে ষ্টেট ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সংস্থাটি নেওয়া হয়। ছোট্ট কারখানায় "রবার ভি" বেল্ট তৈরী হচ্ছে। মোট কর্মী সংখ্যা বর্তমানে ৮।

জুটেক্স্ পিনস্ ঃ

এটিও একটি ষ্টেট ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যে এনটার প্রেনার স্কীমে চালিত ক্ষুদ্র সংস্থা। বিভিন্ন জুট মিলের যে সব পিনগুলো প্রয়োজন হয় এই সংস্থা সেই সব পিন প্রস্তুত করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কারখানাটিকে শেড, বিদ্যুৎ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। এখন কারখানাটি পূর্ণ উদ্যমে ১০ জন কর্মী নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই জুট পিন আমাদের দেশে ও বিদেশে বিশেষ চাহিদা আছে।

অম্বা ফুড প্রডাক্টস্ :

ভারতবর্ষে দুধের দুষ্প্রাপ্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জন্য ভেষজ প্রোটিনযুক্ত শিশুখাদ্য তৈরীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশেষে মহীশূর গবেষণাগারে বাদাম, গম, ও গুঁড়া দুধ থেকে শিশু খাদ্য তৈরীর এক প্রকল্প নেওয়া হয়। প্রকল্পটি এই ষ্টেটে চালু করার জন্য উপযুক্ত শেড ও খালি জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদীয়া জেলায় শিশু খাদ্যের প্রকল্প এই প্রথম। এই প্রকল্পটি চালু হলে অনুমানিক ৬০-৭০ জন কর্মী কাজ পাবেন।

বি. এন. গুহ এ্যাণ্ড কো:—(হিন্দুস্থান অ্যালুথারমিক্স) ঃ

"আলুমিনো থারমিট্" প্রক্রিয়ায় ভারতীয় রেলওয়ে "রেলট্রাক্" জোড়ার এক অতি আধুনিক কর্মসূচী নিয়েছেন। আনুমানিক ৩ কোটি জয়েন্ট—ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ায় ১৬-২০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। এই জয়েন্টগুলো "অ্যালুমিনো থারমিট মিক্সচার" এর কোয়ালিটির উপর নির্ভরশীল। এই সংস্থা "থারমিট মিক্সচার" করবে বলে এই ষ্টেটে একটি পূর্ণ শেড ও সংলগ্ন কিছু খালি জমি নিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সংস্থা ভারতীয় রেলওয়ের সঙ্গে প্রথমেই ৮,০০০ জয়েন্ট জোড়ার জন্য একটি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ল্যাটেক্স প্রসেসরস (ইনডিয়া) ঃ

কল্যানী শিল্প এষ্টেটের কাছেই গড়ে উঠেছে এই ছোট্ট কারখানাটি। পশ্চিম বাংলায় প্রচুর পরিমাণে রবারের বেলুন বিক্রী হয়; অথচ এর অধিকাংশই আসে বোম্বে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে। কাজেই চাহিদার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, কাঁচামাল এবং আর্থিক সহায়তা পেলে এই কারখানাটি বহু লোকের কর্ম-সৃষ্টিতে বেলুনের সঙ্গে রবার-জাত বহুবিধ জিনিষ যেমন গ্লোভ্স্, হটওয়াটার এবং আইস্ ব্যাগ প্রভৃতি তৈরী করতে পারবে। বর্তমানে এখানে ১৮ জন কর্মী আছেন।
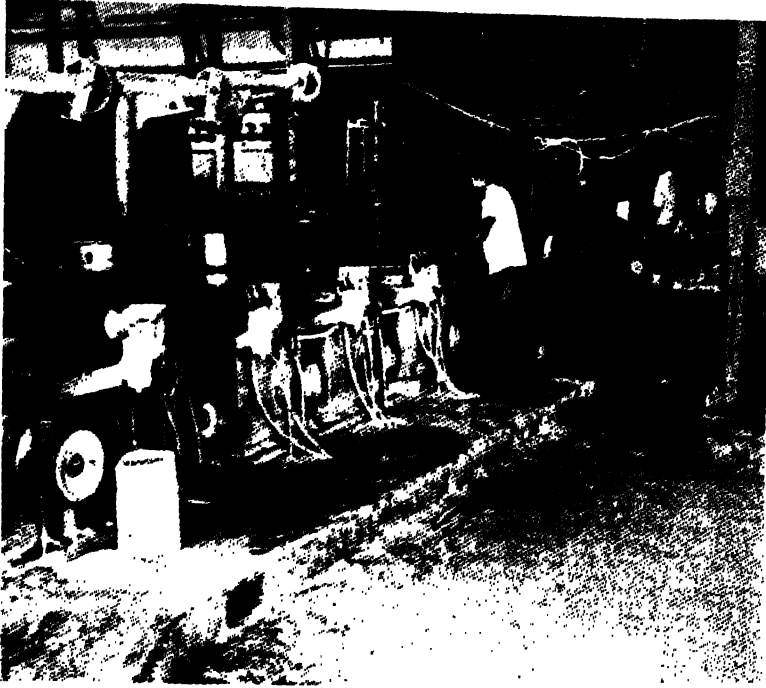
রামস্বরূপ ইনডাষ্ট্রীয়
করপোরেশন
কল্যাণী

নরম্যান ষ্টীল
ইকুইপমেণ্ট প্রাঃ লিঃ
শেড নং ৪
(কল্যাণী শিল্প এষ্টেট)
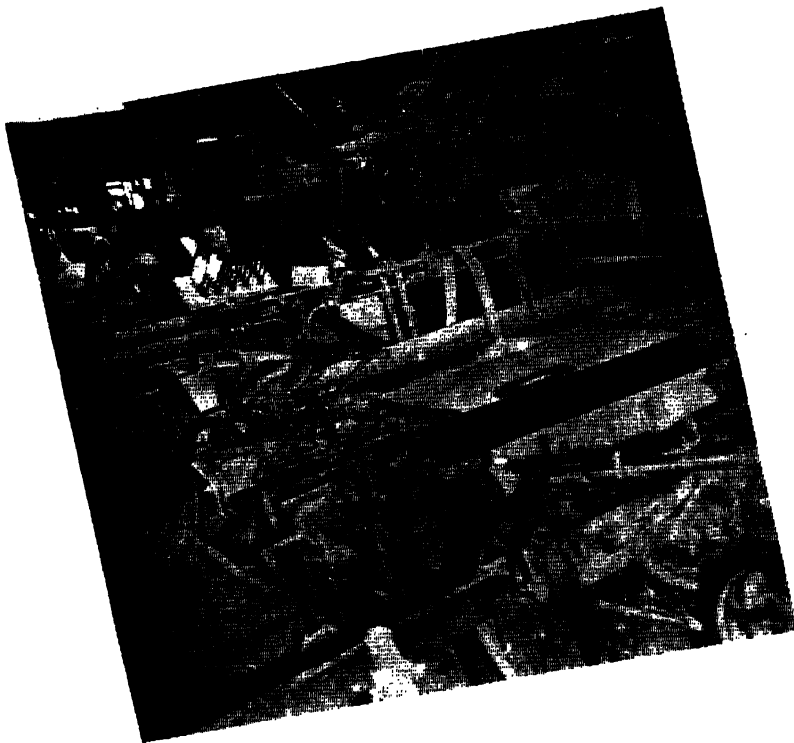
কল্যাণী
টেক্সটাইল মিল্‌স্
শেড নং ১২
কল্যাণী শিল্প এস্টেট

জুটেক্স পিনস্
শেড নং ২
কল্যাণী শিল্প এস্টেট

জেলার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিভিন্ন কাঁচা মালের বাৎসরিক চাহিদা

কাঁচামালের নাম	নির্দিষ্ট বিবরণ	পরিমাণ
এম এস রড্	১২ মি মি—১৬মি মি	১১৪৮ মে. টন.
এম, এস, প্লেট	—	৯১৭ ”
এম, এস, কয়েল রড্	৬ মি. মি.—১০ মি.মি	১৯,০০০ ”
পিগ আয়রণ	—	৮০০ ”
হার্ড কোক্	—	১৬৮ ”
হাই কার্বন ষ্টীল কয়েল রড্	—	১৫০ ”
সলভেণ্ট অয়েল	—	১৬,৮০০ লিটার
আর, এম, এ,—১ (রবার)	—	১০ মে. টন
গ্রাউণ্ড নাট্ ফ্লোর	—	৫২২ ”
স্কিম্ড্ মিল্ক পাউডার	—	৩০০ ”
বার্লি মল্ট	—	২৬০ ”
গম	—	১৩১ ”
এ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ ইনগট্	—	৩৬ ”
এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় ইনগট্	—	১৫ ”
বি, পি, শীট্	১০ গেজ্—৩০ গেজ	৫৫২৮ ”
এ্যালুমিনিয়াম ইনগট্	—	৩০ ”
এম, এস, এ্যানগল্	১$\frac{১}{৪}$″ × ১$\frac{১}{৪}$″ × ১$\frac{১}{৪}$″	২৭ ”
এম, এস, চ্যানেলস্	২″ × ১″ × $\frac{১}{৪}$″	১৩ ”
এম, এস, ফ্ল্যাট্	১″ × $\frac{১}{৪}$″	৪১ ”
আয়রন অক্সাইড্	—	১০০ ”
নেল কাটিংস	—	১০ ”
সিলিকা স্যাণ্ড	—	১০৫ ”
এইচ, আর, স্ট্রীপ, স্কেল	২ মি মি—৩·২৫ মি মি	২৫৫০ ”
ভিয়েনা লাইম	—	৫০ ”
মাটন্ ট্যালো (পলিশিং)	—	১৫ ”
এমারি পাউডার	—	১৯ ”
ক্যাড্মিয়াম অক্সাইড	—	২ ”
ট্রিপলি পাউডার	—	১৪ ”

জিঙ্ক	—	২০০০ মে. টন
তামা	—	১০০০ "
টিন	—	৩০০ "
সিসা	—	৩০০ "
ট্যালো	—	৬০০ "
কস্টিক্	—	১০০ "
নারিকেল তেল	—	২৫০ "
তাঁতের সুতো (হস্তচালিত তাঁত)	২০—৪০নং	১০৫০০ বেল
(কৃষ্ণনগর সদর উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমা)	৬০নং	১৪০০ "
	৮০—১০০নং	৬০০ "
(রাণাঘাট মহকুমা)	৮০—১০০নং	৪২০০ "
	২০—৬০নং	৭৬০০ "
তাঁতের সুতো (বিদ্যুৎচালিত)	৪০নং	২০০০ "
প্যারাফিন		১৫০০ মে. টন

উপরোক্ত কাঁচামাল ছাড়া আরও অন্যান্য কাঁচামাল জেলার বিভিন্ন শিল্পের জন্য চাহিদা রয়েছে। এদের মধ্যে কাঁচা শঙ্খ, গেঞ্জীর কাপড়, চিরুনী তৈরীর জন্য সেলুলোজ নাইট্রেট, প্লাষ্টিক গ্রিনিউলস্, তাঁতের কাপড়ের জন্য বিভিন্ন রঙ, ফিল্টার তৈরীর জন্য নারকেল ছোবড়ার দড়ি, কাঠের আসবাবপত্রের জন্য ভালজাতের কাঠ, বিড়ির তামাক ও পাতা, রেডিও পার্টস্, বিভিন্ন ক্যামিক্যালস্, মাদুর ও শীতলপাটির জন্য মাদুর কাঠি ও মোত্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

———

জেলার বর্তমান শিল্পগুলির সমস্যা ও তার প্রতিকার

জেলার বর্তমান শিল্প সংস্থাগুলির তালিকা থেকে দেখা যায় যে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে। একদিকে যেমন পুরনো কুটির শিল্প এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে চলে আসছে ঠিক তেমনি আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পও পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এসব শিল্প বিকাশের পথে বিশেষ করে আধুনিক ক্ষুদ্রশিল্পের সামনে বহুবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। প্রধানতঃ কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, সহজ পরিবহন ব্যবস্থা, উৎপাদিত দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার এবং চাহিদা অনুযায়ী মূলধনের অভাব বর্তমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণে বিশেষ অন্তরায়। সর্বোপরি শিল্প উদ্যোগী ব্যক্তির অভাব এই জেলায় যথেষ্ট অনুভূত হয়।

আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা (Infra-structure facilities)

একটি শিল্প স্থাপনে কতকগুলো সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন দেখা দেয়—একেবারে গোড়ার দিকেই। যেমন, শিল্প করার উপযুক্ত জায়গা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি। এই জেলায় উপযুক্ত জায়গা অর্থাৎ কারখানা ঘর খুব একটা অনুকূল পরিবেশে পাওয়া যায় না। জেলায় সর্বত্র মোটামুটি ভাবে বাস, লরি চলাচলের সুযোগ থাকলেও যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয়। রেলওয়ের সুবিধাও সীমিত। বিদ্যুতের অভাব এই জেলায় শিল্প বিকাশে এক বিশেষ অন্তরায়। উপরোক্ত সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমস্যাগুলির পুরোপুরি প্রতিকার একই সঙ্গে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব পর নয়। কারণ এক একটি সমস্যার প্রতিকার এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সরকারী তথা বেসরকারী সংস্থার সহায়তার উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু বিভিন্ন সংস্থার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনেই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব।

কাঁচামাল

ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারণে কাঁচামালের সহজ যোগান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই কাঁচামাল প্রধানতঃ দু' রকমের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ দেশীয় এবং সহজ লভ্য, দ্বিতীয়তঃ আমদানীকৃত এবং দুষ্প্রাপ্য' দুষ্প্রাপ্য এবং আমদানীকৃত কাঁচামালের ব্যবস্থা সরকারী তরফে অধিকতর বেশী এবং সহজলভ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কাঁচামালের সরকারী যোগান অত্যন্ত সীমিত; কাজেই শিল্প সংস্থাগুলিকে খোলাবাজারে চড়া দামে কাঁচামালের ব্যবস্থা করতে হয়। নতুন নতুন শিল্প সম্ভাবনা এবং বর্তমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণে সরকারী তরফে এক সুষ্ঠু প্রকল্প অনতিবিলম্বে হাতে নেওয়া প্রয়োজন। কুটির

ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের তত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন, বিভিন্ন সমবায় সংস্থা এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে এই জেলার প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলিতে কাঁচামালের এক একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে বিশেষ করে তাঁত, কাঁসাপিতল, শঙ্খ শিল্প এবং আধুনিক ক্ষুদ্রশিল্পগুলিতে সরাসরি সাহায্য করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের প্রয়োজন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সর্বসাকল্যে এই জেলায় বর্তমানে ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এই মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের যে অংশ শিল্পক্ষেত্রে পাওয়া যায় তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। এই জেলায় গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প এখন পর্যন্ত খুব একটা প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বাধা সৃষ্টি করছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকল্পগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে কাজ সুরু করলে অল্প সময়ের মধ্যে জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হতে পারে।

বাজার

উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যগুলি বাজার-জাত করা যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার পক্ষে একদুরূহ সমস্যা। এ ব্যাপারে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কথা আগে বলা হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যগুলির দেশে এবং বিদেশে বিক্রীর ব্যবস্থায় পূর্ব উল্লিখিত সংস্থাগুলির ভূমিকা বিশেষ সহায়ক হবে।

মূলধন

এতদিন পর্যন্ত মূলধনের জোগাড় একটি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার পক্ষে এক বিশেষ সমস্যা ছিল। এই মূলধন যোগানের ব্যাপারে একমাত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন ঋণদান সংস্থার ভূমিকা বিশেষ একটা ছিল না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ক্ষুদ্রশিল্পে মূলধনের অভাব কাগজে কলমে অনেকটা মিটলেও বাস্তবক্ষেত্রে এখনও পুরোপুরি সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। জেলার তাঁত শিল্প, কাঁসাপিতল শিল্প এবং অন্যান্য অনেক ছোট বড় শিল্প সংস্থার বিরাট অংশ এখনও মহাজনদের কবলে কুক্ষিগত বলা চলে। মহাজনদে বিলোপ সাধনে এবং ফলতঃ ক্ষুদ্র শিল্পীদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে জেলার মুখ্য ব্যাঙ্ককে (ইউ. বি. আই) আরও সক্রীয় ভূমিকা নিতে হবে। এবং এ ব্যাপারে জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক সংস্থার সমন্বয়ে মুখ্য ব্যাঙ্ককে নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

॥ ছেষট্টি ॥

শিল্পোত্তম (Entrepreneurship)

শিল্পে ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, কাঁচামাল ও তৈরী জিনিষের বাজার সম্বন্ধে ধারণা, কারিগরী জ্ঞান এবং সর্বোপরি একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একজন শিল্প উত্তোগীর পক্ষে অপরিহার্য ; অর্থাৎ এক কথায় এই প্রচেষ্টাকে শিল্পোত্তম বলা হয়। একজন শিল্প উত্তোগীর পক্ষে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন শিল্পোত্তমই সম্ভব নয়। শিল্প উৎসাহী বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরনের শিল্পোত্তম প্রায়ই দেখা যায় না। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিগত দুই দশকে এই জেলায় শিল্প প্রসার মোটের উপর উল্লেখযোগ্য হয়নি এবং তারই ফলে জেলার জনজীবনে শিল্পের ট্র্যাডিশন আশানুরূপ দানা বেঁধে বসেনি। কিন্তু সুখের কথা আজকের ভয়াবহ বেকারিত্বের যুগে এই জেলার যুব সমাজকে কর্ম সংস্থানে শিল্প সৃষ্টির প্রবণতা সঙ্গত কারণেই শিল্পমুখীন করে তুলেছে। বলা যায় এরই মধ্যে বেশ কিছু উত্তোগী বেকার যুবকের মধ্যে শিল্পোত্তমের আশা দেখা দিয়েছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে উপযুক্ত এবং সার্থক শিল্প প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে শিল্প উত্তোগীদের কারিগরী অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার এক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই শিল্প উত্তোগী যুবকদের প্রশিক্ষণের এক ব্যবস্থা করতে পারেন। ফলে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে শিল্প স্থাপনের প্রয়াস আরও সহজ ও সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা আশা করা যায়।

শিল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান

শিল্পের জন্য কারখানা ঘর এবং উপযুক্ত স্থান অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টায় কল্যাণীতে একটি শিল্প এষ্টেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি ছোট বড় শিল্প এষ্টেট এই জেলার রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, ফুলিয়া, চাপড়া, করিমপুর, নাকাশীপাড়া অঞ্চলে সরকারী এবং সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে স্থাপন করা যেতে পারে। এই সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়ণ প্রকল্পের (Area Development scheme) রূপায়ণ অত্যন্ত সহায়ক হবে। একটি বিশেষ স্থানে একটি নির্দিষ্ট জমি এই প্রকল্পের আওতায় এনে বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, জল ইত্যাদির সুবিধা সৃষ্টি এবং জমিটি কয়েকটি প্লটে ভাগ করে বিভিন্ন শিল্প উত্তোগীদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে।

জেলার সম্ভাব্য শিল্প

নদীয়া জেলার অবস্থান, জলবায়ু, সম্পদ, চাহিদা, বর্তমান শিল্প ইত্যাদি বিবেচনা করে দেখা যায় যে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু স্থানকে শিল্প-বৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Centre) হিসাবে সরকার অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ এই সব এলাকায় শিল্প উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই জেলার কল্যাণীও একটি শিল্প-বৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth centre) হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। এই সঙ্গে আমরা যে সমীক্ষা করেছি তাতে দেখা যায় যে কল্যাণী, চাকদা, রাণাঘাট, বীরনগর, ফুলিয়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, নাকাশীপাড়া, দেবগ্রাম, মাজদিয়া, চাপড়া, তেহট্ট এবং করিমপুর অঞ্চল শিল্প সম্ভাবনার পক্ষে অনুকূল।

উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য শিল্পকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমটি সম্পদ-ভিত্তিক (Resource-based) এবং দ্বিতীয়টি চাহিদা ভিত্তিক (Demand-based)।

সম্পদ ভিত্তিক শিল্প

জেলার বিভিন্ন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রয়াসে ব্রতী হলে একদিকে যেমন সম্পদের (resources) সৃষ্টি আরও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। এখন দেখা যাক কি কি সম্পদ এখানে পাওয়া যেতে পারে। প্রধানতঃ আমরা পেতে পারি আখ, পাট, পাটকাঠি, নিমফল, গম, ফলমূল, কাঁচা চামড়া, মৃত পশুর হাড়, নদীর মাটী, ইট এবং টালী তৈরীর উপযুক্ত মাটি ইত্যাদি। এই সব সম্পদ বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

পাটজাত দ্রব্য

এই জেলায় যথেষ্ট পাট উৎপন্ন হয় এবং বলতে গেলে সমস্ত পাট অন্যত্র রপ্তানী হয়ে চলে যায়। পাটের দড়ি, সুতলী, কার্পেট, আসন ইত্যাদি তৈরী করার জন্য ছোট বড় বেশ কয়েকটি সংস্থা এখানে এই ধরনের কাজ সুরু করতে পারেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রামে গ্রামে ছোট বড় মেশিনের সাহায্যে দড়ি ও সুতো তৈরী করে তাঁতের সাহায্যে কার্পেট এবং অন্যান্য পাটজাত কাপড় তৈরী করা যেতে পারে।

কাগজের মণ্ড ও বোর্ড

পাটের উৎপাদন যথেষ্ট হয় বলে পাটকাঠিরও প্রাচুর্য রয়েছে। এই জেলায় বছরে প্রায় ৪,৯০,০০০ বেল পাটকাঠি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জ্বালানী এবং বেড়া ইত্যাদি কাজের জন্য এই পাটকাঠি ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ এই পাটকাঠি কাঁচামাল হিসেবে কাগজের বোর্ড তৈরী করতে ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের শিল্প প্রয়াসে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পাটকাঠি ছাড়াও আখের ছিবড়া, দর্জীর ছাট্ কাপড় এবং গেঞ্জীর ছাট এই জেলায় পাওয়া যায়।

ময়দাকল

উত্তরোত্তর নদীয়া জেলায় গম উৎপাদন বেড়ে চলেছে। উদ্বৃত্ত গমের ব্যবহারে এখানে দু'-তিনটি ছোট আকারের ময়দার কল চালু করা যেতে পারে।

ফল সংরক্ষণ

এই জেলায় প্রচুর লিচু, বেল, আম, কাঁঠাল, টোম্যাটো উৎপন্ন হয়। এই সব ফল দিয়ে জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ, চাটনী ইত্যাদি তৈরী হতে পারে। এই ধরনের ফল সংরক্ষণ কারখানা বছরে একটানা চালু রাখতে অসুবিধা হয় বলে এর সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকস্, সোডা ওয়াটার প্রভৃতি কাজও নেওয়া যেতে পারে।

চামড়া পাকাই (leather tanning)

শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, চাপড়া, রাণাঘাট, চাকদা প্রভৃতি স্থানে গরু ও ছাগলের কাঁচা চামড়ার কয়েকটি সংগ্রহ কেন্দ্র আছে। এই সব সংগ্রহ কেন্দ্র বিভিন্ন মাংসের দোকান থেকে চামড়া কিনে কোলকাতায় সরবরাহ করে থাকে। সাধারণতঃ ছাগল, গরু, মোষ ও ভেড়ার চামড়া এখানে পাওয়া যায়। মাসে প্রায় আট হাজার থেকে নয় হাজার এই সকল কাঁচা চামড়া এখান থেকে কোলকাতায় চলে যায়। বাৎসরকি ১০% পশু সংখ্যার মৃতুর হার হিসেব করলে দেখা যায় যে, বছরে প্রায় আনুমানিক ৫৮,৬০৮ খানা চামড়া এই জেলা থেকে বাইরে চলে যায়। এই চামড়া ট্যানিং এর কাজে লাগিয়ে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি চামড়া পাকাইর কারখানা চালু করা যেতে পারে।

হাড়ের কারখানা (Bone Meal)

জেলার পশু সংখ্যার প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই জেলার বাৎসরিক পশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৫৮, ৭০৮। মৃত পশুর চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর হাড়ের তেমন কোন সদ্ব্যবহার হয় না। যদিও এই সমস্ত হাড় কিছু পরিমাণে জেলার বাইরে চলে যায় তথাপি অধিক পরিমাণ এই সমস্ত হাড় উপযুক্তভাবে সংগ্রহের অভাবে সদ্ব্যবহার হয় না। বিভিন্ন সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে এই হাড় সংগ্রহ করে এই জেলায় দু' একটি হাড়ের কারখানা অনায়াসেই চালু করা যেতে পারে। হাড় থেকে প্রস্তুত সার (হাড় গুঁড়ো) কৃষিকাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে এই শিল্পটি এই জেলার পক্ষে যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ এবং বলা যেতে পারে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিতে পারবে।

খানসারী

এই জেলায় আখ চাষের উপর নির্ভর করে পলাশীতে একটি চিনির কল সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। নদীয়ার মাটি আখ চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। বর্তমানে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে আখ থেকে গুড় তৈরী হয়ে থাকে। ছোট আকারে বেশ কয়েকটি খানসারী চিনির কল এখানে চালু করা যেতে পারে।

নিমের তেল

নদীয়া জেলার প্রায় সর্বত্রই প্রচুর নিম গাছ দেখা যায়। নিম ফলের বিচি থেকে উৎকৃষ্ট নিম তেল প্রস্তুত করা যায়। উপযুক্ত সংগ্রহের মাধ্যমে নিম ফল থেকে কয়েকটি অ-ভক্ষ তেলের কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব। এই তেল থেকে সাবান তৈরী করার এক প্রকল্প খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামে গ্রামে এই ধরনের গ্রামীন শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

নদীর মাটি

কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণীতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের পরিচালনায় একটি চিনে মাটির কারখানা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে ঐ কারখানাটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। চিনে মাটির বদলে স্থানীয় নদীর মাটি দিয়ে সস্তায় দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী মাটির বাসনপত্র এবং কিছু কারুশিল্পের কয়েকটি কারখানা চালু করা যেতে পারে। এই সঙ্গে কিছু পরিমাণে চিনে মাটি মিশিয়ে ঠিক চুণারের মাটির জিনিষপত্রের মত এখানেও এই ধরনের

কাজ করা সম্ভব। এই ধরনের মাটির জিনিষের উপর গ্লেজিং করে নিলে অবিকল চিনে মাটির জিনিষের মত ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কে এই জেলার শিল্প আধিকারিক ঘূর্ণীর চিনে মাটির কারখানায় কাজ আরাম্ভ করবার জন্য একটি প্রকল্প সরকারের কাছে পেশ করেছেন এবং এই প্রকল্পটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই ধরনের কাজ চালু হলে বেশ কিছু সংখ্যক অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবকদের সামনে কর্মসংস্থানের একটা পথ খুলে দিতে পারবে।

ইট ও টালি

এই জেলার প্রাকৃতিক গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিভিন্ন নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। সেই কারণে নদীয়ার মাটি ইট ও টালি তৈরীর পক্ষে উপযুক্ত বলা যায়। এখানে ইট ও টালির ভাঁটা থাকলেও আরও কয়েকটি এই ধরনের ভাঁটা জেলার বিভিন্ন স্থানে চালু করা যেতে পারে। সহর এবং জনপদের উত্তরোত্তর প্রসারে নতুন নতুন ঘরবাড়ী নির্মানের সম্ভাবনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

চাহিদা-ভিত্তিক শিল্প

এই জেলার বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের বিরাট অংশটি আসে বাইরে থেকে। দৈনন্দিন নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের সঙ্গে কলকব্জা থেকে সুরু করে ওষুধপত্র, প্রসাধন সামগ্রী, কাগজ, কালি, তেল, নূন, ঘরবাড়ি নির্মান সামগ্রী, জামা কাপড় প্রভৃতির এক বিরাট তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, চাহিদা আছে বলেই সবরকম ভোগ্যপণ্যের জন্য এক একটি শিল্প এই জেলায় গড়ে ওঠা সম্ভব। অর্থাৎ চাহিদা থাকলেই যে শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে এ ধারণাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর চাহিদার সঙ্গে আরও বিশেষ কয়েকটি অনুকুল বিষয়ের যোগ-সাধন না হলে চাহিদা থাকলেও ঐ ধরনের শিল্পটি গড়ে উঠতে পারে না। যেমন, কাঁচামাল, দক্ষ কারিগর, মূলধন, যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার সঙ্গে বাজারে প্রতি-দ্বন্দ্বীতা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিবেচনা সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্রশিল্পের পক্ষে কাঁচামাল প্রাপ্তির উৎস এবং নৈকট্য এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা। তৃতীয়তঃ বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব কতটা বজায় থাকবে সেটাও বড় কথা। এই সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করে আমরা এখানে কয়েকটি শিল্পের নাম উল্লেখ করছি যেগুলো আমাদের বিচারে এই জেলার পক্ষে সম্ভবনাপুর্ণ।

পাম্প্‌সেট তৈরী

বৃষ্টির জল ছাড়া এই জেলার সেচব্যবস্থা বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে গভীর নলকূপ, অগভীরনলকূপ

এবং নদীজলোত্তলন প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল। এখনও প্রায় ৭২,০০০ একর জমি কৃষি কাজের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সব জমিতে সেচব্যবস্থায় কৃষিকাজের পরিধি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। সুতরাং বর্তমান চাহিদার সঙ্গে ভবিষ্যতের চাহিদার ফলে প্রচুর পাম্প্‌সেট প্রয়োজন হবে।

লৌহ ঢালাই

নদীয়া বা মুর্শিদাবাদ জেলায় লোহা ঢালাইয়ের কোন কারখানা নেই। যে কোন ছোট কাজের জন্যও হাওড়া এবং কোলকাতা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। জেলার বিভিন্ন শিল্প সংস্থাদের এই ধরনের প্রচুর ঢালাইয়ের কাজ প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে কড়াই, টিউব ওয়েল, ভেন্টিলেটার প্রভৃতি তৈরী করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সমস্ত জিনিষপত্র উত্তরবাংলা এবং বাংলাদেশেও যথেষ্ট বাজার পেতে পারে।

যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্য সাইজড্ বিম্

যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্য সুতো সইজড্ বিমে কিনে আনা হয়। রাণাঘাট অঞ্চলে এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা মোট চাহিদা মেটাতে পারে না। বর্তমানে এই সমস্ত বিম্ বাইরে থেকে আসে। এই কাজের জন্য বেশ বড় রকমের ২/৩টি কারখানা গড়ে উঠতে পারে। এর সঙ্গে ডাইং এবং ক্যালেণ্ডারিং কাজও নেওয়া চলে।

ছাপা শাড়ী

ছাপা শাড়ীর নকসা এবং রঙের বাহার, নিত্য-নূতন ফ্যাশান শাড়ীর জগতে এক বিরাট চাহিদা সৃষ্টি করেছে। হাতে ছাপা শাড়ী, চাদর, টেবিল ক্লথ যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে মেয়েরা কিনে থাকেন। এই ধরনের কয়েকটি কারখানা এখানে চলতে পারে।

তাঁতের সাজ-সরঞ্জাম

তাঁত এবং তাঁতের সরঞ্জামের চাহিদা নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, রাণাঘাট, শান্তিপুরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে আছে নলী তৈরী। মাকু, রিড্, জ্যাকার্ড, ডবি এবং অন্যান্য তাঁতের সরঞ্জাম যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। কয়েকটি সংস্থা এখানে চালু করা যেতে পারে।

জড়ি ও রোলেকস্ শিল্প

তাঁত শিল্প এই জেলায় প্রধান শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। তাঁতের শাড়ীতে জড়ি বা রোলেকসের ব্যবহার যথেষ্ট দেখা যায়; অথচ জড়ি বা রোলেকস্ তৈরীর কোন কারখানা এই জেলায় নেই। এই জেলার ২৫,০০০ তাঁতে মোট কাপড়ের উৎপাদনে শাড়ী একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই জড়ি এবং রোলেক্স তৈরী করার প্রকল্প চালু করা যেতে পারে।

শীট মেটাল

ট্রাংক, স্যুটকেস, বালতি, টিনের তৈরী বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদি তৈরীর কয়েকটি সংস্থা এই জেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

জেনারেল ইঞ্জিনীয়ারিং

লেদ, ওয়েলডিং, ড্রিলিং, গ্রাইণ্ডিং, এসেমব্লিং এবং সার্ভিসিং এর বিভিন্ন কাজ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মাধ্যমে চালু করা যেতে পারে। এর সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রের যন্ত্রাংশ তৈরী করাও সম্ভব হবে। এই জেলার বৃহৎ শিল্পগুলির এ্যানসিলিয়ারী সংস্থা হিসাবে এই সব শিল্প অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং কাজের জন্য গড়ে উঠতে পারে।

পেরেক ও নাট বোল্ট

উত্তর বাংলা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় পেরেক ও নাট বোল্টের ভাল চাহিদা রয়েছে। এই ধরনের কোন কারখানা এখনও পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠেনি। কয়েকটি এই ধরনের শিল্পসংস্থা চালু করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই ধরনের জিনিষপত্র বাংলাদেশেও যথেষ্ট চাহিদা পাবে।

চামড়ার দ্রব্য

জুতা, স্যুটকেস, ফলিও ব্যাগ ইত্যাদি চামড়ার জিনিষ তৈরীতে দুঃস্থ মেয়েদের কর্মসংস্থানের বিশেষ সহায়ক। এইসব চামড়ার জিনিষের যথেষ্ট চাহিদা এই জেলার শিল্প বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

ঘড়ি তৈরী

নবদ্বীপের ন্যাশন্যাল ক্লক কো-অপারেটিভ দক্ষতার সঙ্গে দেওয়াল ঘড়ি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।

এই শিল্পটি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় কারিগর, অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি বিশেষ সহায়ক হবে। এর সঙ্গে টাইম পিস্ ঘড়ি তৈরীর প্রকল্প হাতে নিলে আধুনিক শিল্পে স্থানীয় বেকার ছেলে এবং মেয়েদের কর্মসংস্থানে বিরাট সুযোগ এনে দেবে।

দিয়াশলাই

উন্নতমানের দিয়াশলাই-এর কারখানার সঙ্গে আজকাল ছোট ছোট বেশ কয়েকটি দিয়াশলাই-এর কারখানা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একজন সাধারণ গরীব থেকে শুরু করে ধনীব্যক্তি পর্যন্ত নিত্য ব্যবহার্য এই জিনিষটির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহীশূরের হুবলী থেকে দিয়াশলাই-এর কাঠি আনিয়ে অনেক সংস্থা দিয়াশলাই তৈরী করে থাকেন। এই ধরনের শিল্প এই জেলায় গড়ে উঠতে কোন বাধা নেই।

শ্লেট, শ্লেট পেনসিল ও খড়িমাটির পেনসিল

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শহর এবং গ্রামে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজে বিভিন্ন পর্যায়ে খড়িমাটির পেনসিলের প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শ্লেট এবং শ্লেট পেনসিলের চাহিদা এই ধরনের শিল্প প্রয়াসে যথেষ্ট সুযোগ এনে দিতে পারবে। নদীয়া জেলায় নিম্ন বুনিয়াদী, নিম্ন উচ্চ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৬৯ এবং মোট ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ২,৭০,১২১। এর সঙ্গে বাড়ীতে পাঠরত শিশুদের হিসেব যোগ করলে এই ধরনের শিল্পের চাহিদা যে যথেষ্ট একথা অনস্বীকার্য।

ডিস্টিল্ড ওয়াটার ও ফিনাইল

মোটর গাড়ী, হাসপাতাল, ওষুধপত্র, কালি শিল্প প্রভৃতিতে ডিস্টিল্ড ওয়াটারের প্রয়োজন হয়। ফিনাইলের ব্যবহার বলা চলে হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রত্যেক বাড়ীতেই আছে। এই ধরনের শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

পাঁউরুটির কারখানা

আজকের জীবনে দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকায় পাঁউরুটির স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে শহর অঞ্চলে কর্মরত জনসাধারণের সময়ের অবকাশ দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাড়ীর মেয়েদেরও আজ ঘরের কাজের সঙ্গে বাইরের কাজেও যোগ দিতে হয়। তাই সকাল এবং বিকেলে প্রাতঃরাশ এবং জলখাবারের জন্য তৈরী খাবার হিসেবে পাঁউরুটি যথেষ্ট

সহায়ক। নদীয়া জেলায় কয়েকটি গ্রাম্য পাঁউরুটির কারখানা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে কলকাতা থেকে পাঁউরুটি আসে। শহর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনেও আজ মানুষের রুচি এবং জীবনধারা পাল্টাচ্ছে। তাই গ্রামেও পাঁউরুটির চাহিদা ক্রমঃশই বেড়ে চলেছে। এই জেলার শহর অঞ্চলগুলির জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশও হিসেবে আনলে দেখা যাবে যে প্রতিদিন প্রায় ২৫০০০ পাউণ্ড পাঁউরুটির প্রয়োজন হয়। এই চাহিদার বেশ মোটা একটা অংশ জেলার বাইরে থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে। উন্নত ধরনের যন্ত্রচালিত পাঁউরুটির কারখানা এই জেলায় গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সাবান তৈরী

কাপড় কাচা সাবান নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। শহর জীবনের সঙ্গে গ্রামে গঞ্জেও সোডার ব্যবহারের চাইতে সাবানের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি শিল্পসংস্থা স্বল্প মূলধনে গড়ে উঠতে পারে।

কাগজ ও সেলোফিনের প্যাকেট

আজকাল কোন জিনিষ কিনলেই ক্রেতাকে কাগজের প্যাকেটে সেই দ্রব্য সরবরাহ করার রীতি প্রচলন দেখা যায়। এই প্যাকেট কখন কখন ছাপানো হয়, কখন বা সাধারণ প্যাকেট হয়। ফলে একদিকে যেমন বিক্রেতার বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ও দ্রব্যটি আকর্ষনীয় করে তোলে ঠিক তেমনি আধুনিক রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। আইসক্রীমের কারখানা, মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান এবং এই ধরনের বিভিন্ন ব্যবসায় কেন্দ্রে কাগজের প্যাকেটের প্রচুর চাহিদা আছে। কাগজের প্যাকেট তৈরী এবং সেই সঙ্গে ছাপানোর সুবন্দোবস্তযুক্ত শিল্পসংস্থা এই জেলায় সহজেই গড়ে উঠতে পারে।

টায়ার রিট্রিডিং

নদীয়া জেলায় রেলপথের চাইতে সড়কপথ অনেকখানি প্রসারিত। বলতে গেলে এই জেলায় সড়কপথের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ফলে বাস, লরী, ট্রাক, টেম্পো, ট্যাক্সি প্রভৃতি যানবাহনের চলাচল খুব বেশী। সাধারণতঃ এই সব যানবাহনের টায়ার ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বা ফুটো হলে প্রয়োজনের সময় যথাস্থানে পাওয়া যায় না বলেঅনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। তাছাড়া নতুন টায়ারের দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় পুরনো বা ক্ষয়প্রাপ্ত টায়ারগুলি রিসোলিং করে নিতে পারলে বেশ কিছুদিন চলে। তাই এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা জেলার বিভিন্ন স্থানে চালু করা যেতে পারে।

গুঁড়ো মশলা

আজকের এই কর্মব্যস্ততার দিনে স্বল্প সময়ের মধ্যে রান্না করা ঘরের গৃহিণীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আগেকার দিনের মত লংকা, জিরা, হলুদ প্রভৃতি নিয়ে বাট্‌না বাটার মত সময় ও মানসিকতা আজ অনেকটা কমে গেছে। সহজলভ্য হিসেবে তৈরী-গুঁড়ো মশলার প্রচলন তাই খুব বেশী। এই ধরনের কয়েকটি ছোট ছোট সংস্থা গড়ে তুলে বেশ কিছু সংখ্যক বেকারদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ইলেকট্রিক ইনসুলেটার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ২ বছরের মধ্যে ১০,০০০ গ্রামে বিদ্যুতায়নের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই বিরাট কর্মসূচীতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে ইলেকট্রিক ইনসুলেটরের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের বন্ধ চীনামাটির কারখানাতে এই ধরণের ইনসুলেটর তৈরী শুরু করা যেতে পারে। এই শিল্পে স্থানীয় বেশ কিছু বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে রাণাঘাটে কুপার্স ক্যাম্পের কাছে 'রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনের' তত্ত্বাবধানে এই ধরনের আটটি ছোট কারখানা কাজ করছে।

পাম্পসেট এবং অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং, রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং শিল্প

নদীয়া জেলায় কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য গভীর নলকূপ, নদী জলোত্তলন, অগভীর নলকূপ প্রভৃতি প্রকল্প চালু আছে। এই সব প্রকল্পে বহু পাম্পসেট সরকার ও ব্যাঙ্ক থেকে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলার যারা প্রগতিশীল কৃষক ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্দেশ্যে পাম্পসেট ক্রয় করেছেন তাদের সংখ্যাও বহু। এ ছাড়াও কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি যথা থ্রেসার, উইডার, ডাস্টার, স্প্রেয়ার প্রভৃতির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই সব যন্ত্রপাতি অচল বা ভেঙ্গে গেলে সারানোর সুবন্দবস্ত নেই। সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেও কৃষক ভায়েরা ঠিক সময় সাড়া পান না। ফলে তাদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। এই সব অসুবিধা দূর করতে হলে এবং আগামী দিনের চাহিদা পুরণ করতে হলে নদীয়া জেলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে কয়েকটি সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে যাতে জেলার সমস্ত উন্নয়ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করা যায়। এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা গড়ে তুলে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী প্রাপ্ত বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

বরফ তৈরী

এই জেলার শহর অঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে যেমন রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, চাকদহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মাছের চাহিদা মেটাতে জেলার পল্লী অঞ্চল এবং জেলার বাইরে থেকে প্রতিদিন মাছের সরবরাহ হয়ে থাকে। এই মাছের সংরক্ষণে বরফের প্রয়োজন অত্যন্ত অনুভূত হয়। স্থানীয় দু' একটি সংস্থা ছাড়া বরফ সরবরাহের বড় প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। এর সঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে গরমের দিনে বোতলে ভরতি ঠাণ্ডা মিষ্টি জল, সরবৎ প্রভৃতি যথেষ্ট বিক্রী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও বরফের চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। এক কালীন শিল্প হিসেবেও এই শিল্প লাভজনক। এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা শহরগুলিতে গড়ে তোলা সম্ভব।

পর্যটন শিল্প

নদীয়া জেলা তার পুরনো ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে ইতিহাসমণ্ডিত। স্বভাবতঃই এই কারণে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন কালের বহু স্মৃতি ও কাহিনী। উপযুক্ত সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে এই জেলার পর্যটন শিল্পটি উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। একটি সার্থক প্রকল্পের রূপায়নে এই জেলার বিভিন্ন ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। একদিকে নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মন্দিরগুলি, বামন পুকুরের বল্লাল দীঘি, পলাশী, ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ও যবন হরিদাসের আখড়া, শিবনিবাসের শিব মন্দির, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী, দে পাড়ার নৃসিংহদেবের মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান এবং বিভিন্ন কারুশিল্পের কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার সুযোগ রয়েছে। এই সব স্থানগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যানবাহনের এবং পর্যটকদের বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে উন্নত করা প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে থাকবার জায়গা, আহারের সুবন্দোবস্ত এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে মিনি ট্যুরিষ্ট বাস অত্যন্ত সহায়ক হবে। এর সব পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে ছোট বড় অনেক হোটেল, রেস্তোরাঁ, কারুশিল্পের বিপণি চালু করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে নদীয়া জেলার শহরগুলিতে থাকবার এবং খাবারের জন্য সুবন্দোবস্তযুক্ত হোটেলের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই সব দিক মনে রেখে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে অনেক আনুষঙ্গিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

গম মাড়াই কল (থ্রেসার)

এই জেলায় গমের উৎপাদন দিন দিন বেড়ে চলছে। তাছাড়া আজকাল জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য উৎপাদন হচ্ছে। তাই কৃষককে বেশীর ভাগ সময় কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে গরু

দিয়ে গমশস্য মাড়াই করার সময় ও সুযোগ করে উঠতে পারে না। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ শস্য মাড়াইয়ের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মাড়াই করতে যে সময় লাগে তাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় না। এই সব কারণে আজকাল গম মাড়াই কলের চাহিদা দেখা দিচ্ছে। আজকের ও আগামী দিনের চাহিদা পুরণের জন্য এই ধরনের বহু গম মাড়াই কল স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ

কৃষিকাজে আজকাল রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। নিবিড় চাষ এবং উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে এই রাসায়নিক সারের প্রয়োজন দিন দিন আরও বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে কীটনাশক ওষুধেরও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা এই জেলায় গড়ে উঠতে পারে।

———

১৬-দফা শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প

পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে সরকারী প্রচেষ্টায় ১৬-দফা শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে। ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে সব রকম প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে না নিতে পারলে এই সমস্যার প্রতিবিধান সম্ভব হবে না। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিরাট এক সহায়ক হবে এই ধারণা নিয়ে সরকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের পরিচালনায় এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পের রূপ ও রেখায় বলা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে প্রতি বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গে ২০০০ টি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা গড়ে তুলতে হবে। ২০০০ টি সংস্থা আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় ভাগ করে দিয়ে একটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ চালু শিল্পগুলির সম্প্রসারণ এবং বন্ধ কারখানাগুলি চালু করা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছেন। আর্থিক সাহায্য, প্রকল্প রূপায়ণ, কারিগরী শিক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি ও অনুদান, রিবেট বা ছাড় ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে ১৬-দফা উন্নয়ন প্রকল্পে ১৪ টি জাতীয় ব্যাঙ্কের এই উন্নয়ন কর্মসূচীতে একটি বিশেষ ভূমিকা ও কর্তব্য আছে।

১৬-দফা শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে নদীয়া জেলার অগ্রগতি

এই প্রকল্প সার্থক রূপায়ণে জেলা শিল্প আধিকারিক এই জেলায় ১৬-টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে ১৫০ টি (লক্ষ্যমাত্রা) শিল্পসংস্থা স্থাপনে এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ব্লকের সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিকদের উপর লক্ষ্যমাত্রা ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ১০৬ টি নতুন শিল্পসংস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। এই সব শিল্পসংস্থাগুলিতে এই জেলার ৭৪৬ জন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং মোট নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,৯২,১১০ টাকা। এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত তালিকা এখানে সংযোজিত করা হলো। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই জেলায় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৫০ টি শিল্পসংস্থা। সুতরাং বলা যায় যে আর মোট ৪৪টি শিল্পসংস্থা অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে চালু করতে পারলে এই জেলার লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আরও ৪৪ টি নতুন শিল্পের কেস আর্থিক অনুমোদনের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যায় যে ব্যাঙ্কের অনুমোদন পেলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এই জেলা তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাবে।

এই প্রকল্পের কর্মসূচীতে একটি সুসংহত সমন্বয় সাধন এবং সুদৃঢ় সংহতির কথা মনে রেখে ব্লক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিকদের নিয়ে এই জেলার জেলা শিল্প আধিকারিক একটি

গোষ্ঠি-সুলভ উদ্যম (team-spirit নিয়ে কর্মপ্রয়াস শুরু করেছেন। শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিকেরা তাঁদের এলাকা সমীক্ষা করে উদ্দ্যোগী বেকার যুবকদের শিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তাদের কেসগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জেলা শিল্প আধিকারিকের নিকট পাঠান। এই শিল্প উদ্দ্যোগী বেকার যুবক এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে জেলা শিল্প আধিকারিক প্রত্যক্ষ বিস্তারিত আলোচনার পর ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপযুক্ত কেসগুলি আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো হয়। ব্যাঙ্কের অনুমোদন পেলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা ও পরামর্শ দিয়ে শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিকেরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শিল্প সংস্থাগুলি গড়ে তুলতে এক কথায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব রকমের সহায়তা দিয়ে থাকেন।

এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যায় যে সরকার কর্তৃক প্রতি জেলায় জেলা শাসকের সভাপতিত্বে এবং জেলা শিল্প আধিকারিকের সম্পাদনায় একটি জেলা শিল্প সমন্বয় কমিটি (District Industrial Co-ordinating committee) গঠিত হয়েছে। এই কমিটীর উদ্দেশ্য শিল্প বিকাশে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির সমন্বয় সাধন, জেলার শিল্প কর্মসূচী প্রণয়ণ, রূপায়ণ ও সরকারের নিকট সময়োচিত প্রস্তাব প্রেরণ।

১৬-দফা শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে নদীয়া জেলায় নতুন শিল্প স্থাপনের অগ্রগতি (মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত)

সংস্থার নাম	স্থান	শিল্প
১। এল্‌মা পাওয়ার আর্কস প্রাঃ লিঃ	কল্যাণী শিল্প এষ্টেট	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার
২। কল্যাণী রাবার ওয়াকর্স্	ঐ	রাবার ভি বেল্ট
৩। দি নন্ ফেরাস্	ঐ	মেরিন প্রপেলার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি
৪। জুটেক্স পিনস্	ঐ	জুট পিন
৫। দীপক ইণ্ডাষ্ট্রীজ	কৃষ্ণগনর	ষ্টীল ও কাঠের আসবাবপত্র
৬। ননীয়া মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ	ঐ	কাতা ফিল্টার
৭। কল্পনা সোপ ফ্যাক্টরী	রাণাঘাট	সাবান
৮। অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	গেট ও গ্রীল তৈরী
৯। শান্তি সিনেমা	ধুবুলিয়া	সিনেমা
১০। চন্দ্রশেখর সেন	মাটিয়ারী	ল্যাম্প ও ষ্টোভ তৈরী
১১। নৃসিংহ মুখার্জী	শিমুরালি	ইট
১২। পবিত্র কটেজ ফাউনটেনপেন ইংক ইণ্ডাষ্ট্রীজ	নবদ্বীপ	পেনের কালি

১৩।	মিউজিক প্যালেস্	চাপড়া	রেডিও তৈরী
১৪।	মায়ারাণী দে	কৃষ্ণনগর	শীতল পাটি
১৫।	এলিফ্যান্ট ব্র্যাণ্ড কোকোনাট ওয়েল	রাণাঘাট	নারিকেল তেল
১৬।	শান্তিভূষণ সাহা	গয়েশপুর	লুঙ্গি তৈরী
১৭।	মেসার্স নদীয়া টেক্সটো ইণ্ডাষ্ট্রীজ	ঐ	সেলাই শিল্প
১৮।	ইয়ং ইঞ্জীনিয়ার্স এ্যাগ্রো ডেভালপমেন্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোঃ অপঃ সোসাইটি	কৃষ্ণনগর	নির্মান কার্য ও কাতা ফিল্টার
১৯।	মেট্রোপলিটান ইঞ্জীনিয়ার্স কোঃ অপঃ সোসাইটি	চাকদহ	নির্মাণ কার্য ও. ইট
২০।	রাণাঘাট কোঃ অপঃ এ্যাগ্রি ইঞ্জীনিয়ার্স সোসাইটি লিঃ	রাণাঘাট	নির্মাণ কার্য
২১।	প্রগেসিভ ইয়ং ইঞ্জীনিয়ার্স কোঃ অপঃ সোসাইটি	কৃষ্ণনগর	নির্মাণ কার্য
২২।	সন্তোষ কুমার নাথ	বগুলা	গম পেষাই
২৩।	দুর্গাপদ রায়	পলাশী	চামড়ার কাজ
২৪।	লালমোহন দেবনাথ	গাদীগাছা	তাঁত
২৫।	নেপালচন্দ্র দেবনাথ	ঐ	তাঁত
২৬।	গোপালচন্দ্র দেবনাথ	ঐ	তাঁত
২৭।	মনমোহন দেবনাথ	ঐ	তাঁত
২৮।	অনিল দাস	ঐ	তাঁত
২৯।	সুর ঝংকার	চাপড়া	রেডিও তৈরী ও সারাই
৩০।	জলিল সাইকেল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস্	ঐ	সাইকেল মেরামত
৩১।	ওয়াচ্ হসপিটাল	ঐ	ঘড়ি মেরামত
৩২।	মান্নান্ সাইকেল রিপেয়ারিং সপ	ঐ	সাইকেল মেরামত
৩৩।	ঘোষ বেকারী	ভালুকা (কৃষ্ণনগর)	রুটি ও বিস্কুট তৈরী
৩৪।	রেডিও রিপেয়ারিং সপ	ঐ	রেডিও মেরামত
৩৫।	বেঙ্গল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড রেডিও পার্টস্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোঃ অপঃ সোসাইটি	নবদ্বীপ	রেডিও তৈরী
৩৬।	কনকপ্রভা মণ্ডল	বগুলা	গম ও সরিষা পেষাই
৩৭।	পরেশ ঘোষ	শান্তিপুর	গম পেষাই
৩৮।	নদীয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজ	নবদ্বীপ	সার্জিক্যাল গজ এ্যাণ্ড ব্যাণ্ডেজ

৩৯।	রেণুকা চানাচুড়	নবদ্বীপ	চানাচুড়
৪০।	বৈদ্যনাথ পাল	গরীবপুর, তেহট্ট	টালি
৪১।	মডার্ণ ইঞ্জীনিয়ারিং ওয়ার্কস	বেথুয়াডহরী	কাতা ফিল্টার
৪২।	ভৈরবচন্দ্র সাহা	ঐ	গম পেষাই
৪৩।	সুধাংশুশেখর ঘোষ	ঐ	চানাচুড়
৪৪।	মেসার্স অন্নাপূর্ণা সাইকেল মার্ট	ঐ	সাইকেল মেরামত
৪৫।	মনি উড্ ইণ্ডাষ্ট্রী	মুরাগাছা	আসবাবপত্র
৪৬।	বিপদ তারিণী সাইকেল ষ্টোর	বেথুয়াডহরী	সাইকেল মেরামত
৪৭।	গোবিন্দ ভৌমিক	দত্তফুলিয়া	গম পেষাই
৪৮।	উমাপদ পাল	দত্তফুলিয়া	গম ও সরিষা পেষাই
৪৯।	গোপাল কর্মকার	ঐ	ঐ
৫০।	সুখলাল বিশ্বাস	ঐ	ঐ
৫১।	মহঃ আলিরিজা তরফদার	ঐ	ঐ
৫২।	পি. ঘোষ	শান্তিপুর	ঐ
৫৩।	মেসার্স অনুকূল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ	ফুলিয়া	আয়ুর্বেদিক ঔষধ
৫৪।	সুভাষ দাস	ফুলিয়া	বালতি
৫৫।	মেসার্স নাথ·বাইণ্ডার্স	ফুলিয়া	বই বাঁধাই
৫৬।	বিশ্বনাথ মোদক	শান্তিপুর	গম পেষাই
৫৭।	সমীরকুমার কুণ্ডু	রাণাঘাট	চানাচুড়
৫৮।	সীতানাথ পাল	বীরনগর	টালি
৫৯।	গোপীনাথ কংসবণিক	রাণাঘাট	কাঁসা পিতল
৬০।	বিশ্বনাথ দত্ত	রাণাঘাট	কাঁসা পিতল
৬১।	সরোজকুমার চক্রবর্তী	শান্তিপুর	গম ও সরিষা পেষাই
৬২।	কালিপদ রায়	চাকদহ	বিড়ি
৬৩।	পাগল বিশ্বাস	চাকদহ	বিড়ি
৬৪।	মেসার্স মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং	রাণাঘাট	টিউবওয়েল বসানো, পাম্প সেট সারাই ও কাতা ফিল্টার তৈরী
৬৫।	এ্যাগ্রো সার্ভিস ইউনিট	বেথুয়াডহরী	ঐ
৬৬।	কৃষি বিপণি	কালির হাট (কৃষ্ণনগর)	ঐ
৬৭।	করিমপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কোং	করিমপুর	ঐ

৬৮।	কৃষি প্রদর্শনী	বেথুয়াডহরী	টিউবওয়েল বসানো, পাম্প সেট সারাই ও কাতা ফিল্টার তৈরী
৬৯।	মুখার্জী ব্রাদার্স	আড়ংঘাটা	ঐ
৭০।	নিতাইচন্দ্র সাহা	নবদ্বীপ	মিঠাই
৭১।	ব্রজগোপাল দেবশর্মা	নবদ্বীপ	ঐ
৭২।	রাধারমন দত্ত	নবদ্বীপ	মিঠাই
৭৩।	শান্তিরঞ্জন সাহা অ্যাণ্ড চিত্তরঞ্জন সাহা	নবদ্বীপ	গম পেষাই
৭৪।	শ্যামা কনফেক্শনারি ওয়ার্কস্	কৃষ্ণনগর	লজেন্স
৭৫।	রয়েল টেলার্স	করিমপুর	সেলাই শিল্প
৭৬।	কালীপদ হালদার	তেহট্ট	গম পেষাই
৭৭।	অধীরকুমার মোদক	তেহট্ট	মিঠাই
৭৮।	ভোলানাথ সাহা	পলাশীপাড়া	গম পেষাই
৭৯।	মণীন্দ্রনাথ কর্মকার	অভয়নগর	কামারশালা
৮০।	অনন্ত বিশ্বাস	পলাশীপাড়া	মিঠাই
৮১।	কিশোর আইস ক্যাণ্ডি অ্যাণ্ড ফ্লোর মিল	কৃষ্ণনগর	আইসক্রীম ও গম পেষাই
৮২।	মহাবীর ড্রেসেস	জগদানন্দপুর, বেথুয়াডহরী	সেলাই শিল্প
৮৩।	কালীমাতা শিল্প কুটির	ঐ	ঐ
৮৪।	আগরওয়ালা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স	ফুলিয়া	আইসক্রীম
৮৫।	দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	মাঝেরগ্রাম	গম পেষাই
৮৬।	সাধনচন্দ্র দাস	শান্তিপুর	বেকারী
৮৭।	মণীন্দ্রনাথ মজুমদার	ফুলিয়া	খড়ের মোড়ক
৮৮।	বীরনগর ফুটওয়্যার কোং	বীরনগর	জুতা তৈরী
৮৯।	ধর্মদাস দে	তেহট্ট	গম পেষাই
৯০।	বিমলকুমার দাস	তেহট্ট	মিঠাই
৯১।	ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস	হালদিপাড়া	ছাতার কাজ
৯২।	কমলেষ কর্মকার	হাঁসখালি	আইসক্রীম
৯৩।	মিহির আচার্য	বগুলা	আইসক্রীম
৯৪।	রাজেশ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন	কল্যাণী শিল্প এষ্টেট	উডেন ড্রাম
৯৫।	ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়্যার ইণ্ডাষ্ট্রীজ	ঐ	ওয়্যার ড্রইং

৯৬।	বাবুরাম বিশ্বাস	ফুলিয়া, বয়রা	সেলাই শিল্প
৯৭।	ষ্টুডিও ইলোরা	মিরাবাজার (পলাশী)	ফটোগ্রাফি
৯৮।	মহঃ আনিউদ্দীন	কালীগঞ্জ	বিড়ি
৯৯।	জীবন-শান্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার	বল্লভপাড়া	মিঠাই
১০০।	শ্রীকৃষ্ণ আইস ক্যাণ্ডি	বেথুয়াডহরী	আইসক্রীম
১০১।	এ. কে. দে	ঐ	সাইকেল মেরামত
১০২।	লালচাঁদ মণ্ডল	ঐ	কাষ্ঠ শিল্প
১০৩।	সমীর সূত্রধর	বেথুয়াডহরী	কাষ্ঠ শিল্প
১০৪।	হারাধন রায়	ঐ	বিড়ি
১০৫।	নিতাইচন্দ্র কর্মকার	হারাননগর, নাকাশীপাড়া	কামারশালা
১০৬।	সুইট এভার আইসক্রীম	বড় আন্দুলিয়া (চাপড়া)	আইসক্রীম

———

★ আপনি কি একটি নতুন শিল্প গড়তে চান ?

★ আপনি কি আপনার শিল্প সংস্থাটিকে বাড়াতে চান ?

★ আপনি কি আপনার বন্ধ শিল্প সংস্থাটিকে চালু করতে চান ?

হোক্ না আপনার শিল্প সংস্থাটি যতই ছোট ! আসুন, দেখা যাক্—আমরা আপনার সাহায্যে কতটা এগিয়ে আসতে পারি ! আপনি যোগাযোগ করুন :—

আপনার এলাকার শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, ব্লক উন্নয়ন সংস্থা
জেলা শিল্প আধিকারিক, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

আপনার শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর, পরামর্শ এবং সবরকমের সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

শিল্প নির্বাচন—এবং স্কীম তৈরী

আপনার সবিশেষ বিবরণ যথা—নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং কি শিল্প করতে চান ইত্যাদি বিষয় সাদা কাগজে দরখাস্ত পাঠান আপনার এলাকার উন্নয়ন ব্লকের শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা জেলা শিল্প আধিকারিকের অফিসে।

ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে আপনার শিল্পটির পঞ্জীকরণ

সরকারী অথবা ব্যাঙ্কের কোন রকম সাহায্য পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন আপনার বর্তমান শিল্প সংস্থাটি অথবা যে শিল্পটি করতে চলেছেন সেটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের সঙ্গে পঞ্জীকরণ (Small scale Industries Registration)। জেলা শিল্প আধিকারিক নিজ নিজ জেলায় এই রেজিষ্ট্রেশন দিয়ে থাকেন।

আর্থিক সাহায্য (ঋণ) :

আপনার শিল্পটিকে সরকারী ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে নিম্নলিখিত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ কাজ করে থাকেন।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক	৪০০ টাকা পর্যন্ত
জেলা শিল্প আধিকারিক	২০০০ টাকা পর্যন্ত
জেলা শাসক	১০,০০০ টাকা পর্যন্ত
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকর্তা	১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত
কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প সচিব	১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত

উপরোক্ত শিল্প ঋণ বেঙ্গল স্টেট এড্ টু ইণ্ডাষ্ট্রীজ এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক সুদ শতকরা ৮°/. হারে এই ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। নির্দ্ধারিত সময় অথবা নির্দ্ধারিত সময় থেকে ১৪ দিনের মধ্যে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে শতকরা ৫°/. এবং ২৫০০০ টাকার উর্দ্ধে শতকরা ৩°/. হারে সুদের উপর রিবেট বা ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে।

১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার পরে সরকারী ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে শিল্প ঋণ দেবার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ভূমিকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার ক্রেডিট্ গ্যারান্টি স্কীমে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে। এই জেলায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন শাখা অফিস থেকে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক (লীড ব্যাঙ্ক) বলে এই ব্যাঙ্কের কর্মসূচী উত্তরোত্তর আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ শিল্প ক্ষেত্রে দুরকমের ঋণ দিয়ে থাকে ; যথামেয়াদী ঋণ (টার্ম) এবং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ। উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার বার্ষিক ১০½%। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনীয়াররিং ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী হোল্ডারদের ক্ষেত্রে কোনরূপ সম্পত্তি বা জামিন ছাড়াই ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ "টেক্‌নিক্যাল এনটার প্রেনিউরশীপ স্কীমে" দিয়ে থাকেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন
৪নং কিরণ শঙ্কর রায় রোড, (দ্বিতল) কলিকাতা-১

এই সংস্থা কম পক্ষে ১০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকেন। ক্ষুদ্র শিল্পে দেওয়া এই ঋণের সুদ বার্ষিক শতকরা ৬½°/.।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
টডি ম্যানসন, পি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনসন, কলি-১২

এই সংস্থাটি শিল্পে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

ন্যাশন্যাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন
২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীট, অষ্টম তল, কলিকাতা-১

এই সংস্থা ভাড়া-খরিদে (Hire purchase) যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে। এই যন্ত্রপাতির মূল্য আমদানীকৃত হলে ৫.৫০ লক্ষ টাকা, স্থানীয় তৈরী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা এবং আমদানীকৃত ও স্থানীয় তৈরী যন্ত্রপাতি সমষ্টি গত ভাবে ৬·৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরবরাহ হয়ে থাকে। অর্ডার দেবার সময় যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ দিতে হয় এবং বাকী ৮০ ভাগ ৭ বছরে পরিশোধ করতে হয়। সুদের হার শতকরা ৭ ভাগ। যেহেতু এই প্রকল্পে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে একটি শিল্প সংস্থার পক্ষে কোন আমানত বা জামানত লাগে না সেই জন্য যন্ত্রপাতিগুলো এই সংস্থা ইন্‌সিওর করে নেয় এবং ফলে খরিদ মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রিমিয়াম হিসেবে নেওয়া হয়। এই বীমার ফলে আগুন, দাঙ্গা ও ধর্মঘট ইত্যাদি থেকে যন্ত্রপাতিগুলিকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ সার্ভিস ইন্‌ষ্টিটিউট
১১১/১১২ বি. টি রোড, কলিকাতা-৩৫

এই সংস্থা যে কোন ক্ষুদ্র শিল্পের স্কীম তৈরী, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উন্নত কারিগরী পদ্ধতি সম্বন্ধে পরামর্শ, বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করে থাকেন।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার
সার্টিফিকেশন সেল, ২ চার্চ লেন, কলিকাতা-১

লৌহ ও অ-লৌহজাত দ্রব্য ছাড়া শিল্পের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ব্যবস্থা এই অফিস থেকে করা হয়ে থাকে।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার
আয়রন এণ্ড ষ্টীল সেল, পি৮,-হাইড লেন, কলিকাতা-১২

লৌহজাত ও অ-লৌহজাত দ্রব্যের কাঁচামালের জন্য এই অফিস ব্যবস্থা করে থাকে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন
৪৫, গণেশ এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের সার্টিফিকেশন এবং আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল সেলের অনুমোদনক্রমে এই সংস্থা কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার
(কন্ট্রোলার, কোয়ালিটি মার্কিং সেকশন)
১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র শিল্পের শিল্পজাত দ্রব্যাদিতে উৎকর্ষের মানস্বরূপ 'কোয়ালিটি মার্ক' এই দপ্তর থেকে দেওয়া হয়।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার কর্তৃক
শিল্পে উৎসাহমূলক প্রকল্প

কলকাতা ও হাওড়া জেলা বাদে সমগ্র পশ্চিবঙ্গ ও তার জেলাসমূহকে "অনগ্রসর" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে শিল্প স্থাপনে এবং শিল্প পুনরুজ্জীবনে উৎসাহ দিতে উৎসাহমূলক প্রকল্প (Incentive Scheme) হাতে নেওয়া হয়েছে। উৎসাহগুলির মধ্যে আছে—

(ক) নতুন সংস্থাগুলিকে ৬ বছর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে চালু সংস্থাগুলিকে ৩বছরের জন্য সুদ মুক্ত অনাদায়-বিক্রয় কর ফিরিয়ে দেওয়া।

(খ) কাঁচা মাল ও প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনার জন্য চুঙ্গিকর বা প্রবেশ (Octroi) কর ৫ বছরের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া।

(গ) সম্ভাব্যতা নির্ণয় ও স্কীম তৈরী খরচের শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করা।

(ঘ) সরকারী খাস বা দখলীকৃত জমিতে যে-সব সংস্থা গড়ে উঠবে, ৫ বছরের জন্য সেই সব জমির ভাড়া বাবদ অর্থের ভর্তুকি (Subsidy) দেওয়া।

(ঙ) নতুন গড়ে ওঠা সংস্থাগুলিকে ৩ বছরের জন্য অর্ধেক দামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(চ) ২০০ কিলো ওয়াটের বেশী বিদ্যুৎশক্তি যে সব সংস্থা ব্যবহার করবে তাদের ৫ বছরের জন্য বিদ্যুৎশক্তির মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে।

(ছ) যে সব সংস্থা সহায়ক (Subsidy) গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গৃহ নির্মাণ করতে চায় এবং গৃহ নির্মাণ ব্যয় বাবত অর্থ জমা দিতে ইচ্ছুক সেক্ষেত্রে মোট খরচের শতকরা ১০ ভাগ ভর্তুকি দেওয়া হয়।

(জ) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রকল্পাধীন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্পের জন্য যে সব সংস্থা ঋণ পাচ্ছেন, তাদের ঋণের সুদের জন্য শতকরা এক ভাগ ভর্তুকি দেওয়া।

(ঝ) সরকার নিজস্ব ক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন শিল্প সংস্থা থেকে মোট ৩৩ ভাগ মাল কিনবেন এবং মালের দামের শতকরা ১৫ ভাগ সুবিধা (Price preference) দেবেন। কুটির

ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের সঙ্গে পঞ্জীভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সরকারের মাল কেনার ব্যাপারে কোন আমানত টাকা (Earnest money) দিতে হবে না।

(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলকাতা বিদ্যুৎ কর্পোরেশন ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অথবা বেসরকারী বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের হারের মধ্যে যে ব্যবধান সেই অতিরিক্ত বিদ্যুতের ব্যয় সর্বোচ্চ প্রতি ইউনিট ৬ পয়সা ভর্তুকি দেওয়া।

(ট) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কার্যকরী মুলধনের ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলে সুদের উপরে শতকরা ২ ভাগ ভর্তুকি দেওয়া।

এই প্রসঙ্গে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে যে কোন রকমের সহায়তা পেতে হলে আপনাকে আপনার এলাকার উন্নয়ন ব্লকের শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিকের মাধ্যমে জেলা শিল্প আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

———

একটি প্রকল্প (স্কীম) রূপায়ণে রূপ ও রেখা

একটি শিল্প শুরু করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজন হয় একটি স্কীম বা প্রকল্প। মূলধন বিনিয়োগের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রকল্পটির আয়তন নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সব সময় মনে রাখা দরকার যে প্রকল্পটি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে সেটি বড়ই হোক বা ছোটই হোক—লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রকল্পটি যেন লাভজনক হয়।

ভূমিকা : একটি প্রকল্পের রূপ ও রেখায় মোটামুটি কতকগুলো সাধারণ তথ্যের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ প্রকল্পটির শুরুতেই "ভূমিকা" দিতে হয়। ভূমিকায় প্রকল্পটি কেন একটি বিশেষ স্থানে গ্রহণ করা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে যথা উক্ত নির্দিষ্ট শিল্পটির বর্তমান অবস্থা, বিশেষ এলাকায় তার চাহিদা ও যোগান, কাঁচামালের প্রাপ্তি, বিদ্যুৎ এবং আনুষঙ্গিকসুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট শিল্পটির ভবিষ্যৎ অবস্থাসম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা প্রকল্প রূপায়ণের পূর্বাহ্ণেই উপস্থাপিত করা দরকার।

মূলধন বিনিয়োগ : মূলধন বিনিয়োগের একটি হিসাব বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশ করতে হয়। মূলধন বিনিয়োগ আবারমুখ্যতঃ দুভাগে বিভক্ত। প্রথমটিকে বলা হয় অ-পৌনঃপুনিক (Non-recurring Expenditure) ব্যয় এবং দ্বিতীয়টি পৌনঃপুনিক (Recurring Expenditure) ব্যয়।

অ-পৌনঃপুনিক ব্যয় : জমি, কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য যে সব খরচা একবার করলে অনেক দিন চলে অর্থাৎ প্রতিদিন বা প্রতিমাসে আর খরচ করতে হয় না এই ধরনের খরচকে অ-পৌনঃপুনিক ব্যয় বলা হয়। প্রকল্প রূপায়ণে নির্দিষ্টভাবে জমির পরিমাণ, কারখানা ঘরের আয়তন, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতির বিবরণ সহ চলতি মূল্য উল্লেখ করতে হয়।

পৌনঃপুনিক ব্যয় : যে সমস্ত খরচা প্রতিদিন বা প্রতি মাসেই চলতে থাকে তাকেই বলা হয় পৌনঃপুনিক ব্যয়। যেমন কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, যন্ত্রপাতির ক্ষয়, মূলধনের উপর সুদ, ঘরভাড়া ইত্যাদি। উপরোক্ত খরচাগুলিকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হয়। কার্যকরী মূলধন (working

capital) ব্যয় করতে হলে সাধারণতঃ এক মাসের উপরোক্ত পৌনঃপুনিক ব্যয়কে ৩ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ মোটামুটি হিসেবে দেখা যায় যে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের দিন থেকে বিক্রী হতে প্রায় তিন মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

লাভ ক্ষতির সম্ভাব্য হিসাব : পরিশেষে লাভ ক্ষতির সকটি সম্ভাব্য হিসেব দিয়ে প্রকল্পটির রূপ ও রেখা স্থির হয়। লাভ বা ক্ষতির হিসেব থেকে মোটামুটি একটা ধারণা আসে যে শিল্পটি কতটা সার্থক হবে। লাভ ক্ষতির হিসেবে বাঁদিকে যাবতীয় ব্যয় এবং ডানদিকে যাবতীয় আয় দেখাতে হয়।

এই সঙ্গে সাবান তৈরীর (washing soap) একটি আদর্শ প্রকল্প দেওয়া হলো ; যা থেকে অন্যান্য প্রকল্প রূপায়ণে মোটামুটি একটা ধারণা আসবে।

কাপড় কাচা সাবান তৈরী প্রকল্প (আধা-সিদ্ধ পদ্ধতি)

ভূমিকা : আমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের মধ্যে কাপড় কাচা সাবান অন্যতম। নদীয়া জেলায় ছোট-খাটো কয়েকটি সাবানের কারখানা থাকলেও জেলার বিরাট চাহিদা মেটাতে কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে সাবান এই জেলায় আসে। এই শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার বড় একটা প্রয়োজন হয় না এবং অল্প মূলধনে এই ধরনের শিল্প শুরু করা যায়। কাঁচামালের প্রাপ্তিতে তেমন কোন অসুবিধা নেই। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, চাকদা প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পটির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই প্রকল্পে মাসিক উৎপাদন ২·৫ মেট্রিক টন (এক শিফ্টের কাজ নিয়ে) ধরা হয়েছে।

অ-পৌনঃপুনিক ব্যয় :		টাকা	টাকা
১। **জমি ও কারখানা ঘর**			
(ক) জমি		নিজস্ব	
(খ) কারখানা ঘর (জলের ব্যবস্থাসহ ঢাকা জায়গার আয়তন ৬০০ বর্গফুট। প্রতি বর্গফুট ১৫ টাকা হিসেবে ৬০০ বর্গফুট জায়গার নির্মাণকার্য বাবদ ব্যয়)		৯,০০০·০০	
		————	৯,০০০·০০
২। **যন্ত্রপাতি :**	সংখ্যা		
(ক) সাবান সিদ্ধ করার প্যান ২০০ কেজি ক্ষমতা-সম্পন্ন (মোটামুটি)	১	৪০০·০০	
(খ) সাবান ঠাণ্ডা করার ফ্রেম (কাষ্ঠনির্মিত, ১২″×১৫″×৩০″)	২	২০০·০০	
(গ) সাবান কাটা মেসিন (হস্তচালিত)	১	২৫০·০০	
(ঘ) সাবান ষ্ট্যাম্প করা মেসিন (হস্তচালিত)	১	৬০০·০০	
(ঙ) কয়লার উনুন	১	১০০·০০	
(চ) ওজন করার দাঁড়িপাল্লা (সাধারণ ধরনের)	১	১০০·০০	
(ছ) বিবিধ যন্ত্রপাতি		৩০০·০০	
		————	১,৯৫০·০০
		মোট :	১০,৯৫০·০০

মোট অ-পৌনঃপুনিক ব্যয় :

১। জমি ও কারখানা	... ...	৯০০০:০০
২। যন্ত্রপাতি		১,৯৫০·০০
	মোট	১০,৯৫০·০০

পৌনঃপুনিক ব্যয় (মাসিক হিসেব) :

১। কাঁচামাল

	পরিমাণ (কে. জি.)	টাকা	টাকা
(ক) ট্যালো	৫০০	১৫০০·০০	
(খ) মহুয়া তেল	১৫০	৫২৫·০০	
(গ) তিসি তেল	১৫০	৬০০·০০	
(ঘ) বাদাম তেল	১৫০	৪০০·০০	
(ঙ) রেজিন	১৫০	২০০·০০	
(চ) সিলিকেট	১৫০০	৪৫০·০০	
(ছ) কস্‌টিক্ সোডা	৫০	২৫০·০০	
(জ) বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য		৫০·০০	৩,৯৭৫·০০

২। মাহিনা এবং মজুরী

	সংখ্যা		
(ক) অভিজ্ঞ কারিগর	১	১৫০·০০	
(খ) অনভিজ্ঞ কারিগর	২	২০০·০০	
(গ) পিয়ন/দারওয়ান	১	১০০·০০	৪৫০·০০

৩। অন্যান্য ব্যয়

	টাকা	টাকা
(ক) জ্বালানী	৫০·০০	
(খ) ট্যাক্স, ইনস্যুরেন্স, কাগজপত্র ইত্যাদি	৫০·০০	
(গ) যাতায়াত ও বহন	১০০·০০	
(ঘ) প্যাকিং দ্রব্য	১০০:০০	
		৩০০·০০
	মোট	৪,৭২৫·০০

কার্যকরী মূলধন (১ মাসের হিসেব)

১।	কাঁচামাল	৩,৯৭৫·০০
২।	মাহিনা এবং মজুরী	৪৫০·০০
৩।	অন্যান্য ব্যয়	৩০০·০০
	মোট :	৪,৭২৫=০০

মোট মূলধন বিনিয়োগ

(ক)	অ-পৌনঃপুনিক	১০,৯৫০·০০
(খ)	পৌনঃপুনিক	১৪,১৭৫·০০
	(তিনমাসের হিসেব অনুযায়ী—৪,৭২৫ × ৩)	
	মোট :	২৫,১২৫·০০
	অর্থাৎ ধরা যাক :	২৫,০০০·০০

লাভ-ক্ষতির হিসেব (এক মাসের)

ব্যয়	টাকা	আয়	টাকা
১। পৌনঃপুনিক ব্যয়	৪,৭২৫·০০	কাপড় কাচা সাবান প্রতি কেজি ২·২৫ পয়সা হিসেবে ২·৫ মেট্রিক টন সাবানের বিক্রয় মূল্য	৫,৬২৫·০০
২। মোট বিনিয়োজিত মূলধনের উপর সুদ ৯% হিসেবে	১৮৭·০০		
৩। যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ১০% হিসেবে	১৬·০০		
৪। নীট লাভ	৬৯৭·০০		
	৫,৬২৫·০০		৫,৬২৫·০০

যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির উৎস

১।	স্মল মেসিনারী ম্যানুফ্যাক্‌চারিং (প্রাইভেট) লিমিটেড	২২, আর, জি, কর রোড, কলিকাতা—৪
২।	কেমিকুইপ্ (ইণ্ডিয়া)	৬৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
৩।	এমিক্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রাইভেট) লিমিটেড	১০, বি, টি, রোড, কলিকাতা—৫৬

কাঁচামাল প্রাপ্তির উৎস

১।	ট্যালো ও বিভিন্ন তেল	কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের অনুমোদনক্রমে ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন কর্তৃক বণ্টিত
২।	অন্যান্য কাঁচামাল	খোলা বাজার থেকে

———

দীপ জ্বেলে যাই

আমার আট বছরের ছেলে দীপক। সেদিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুক বেঁধেছিলাম। জীবনে সংগ্রাম করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তখন বেঁচে থাকার জন্য এমন কিছু নেই যে চেষ্টা করিনি যাতে সৎভাবে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু একটার পর একটা ধরেছি আর ছেড়েছি। সেলাই-এর কাজ থেকে শুরু করে contractory, tempo ভাড়া খাটানো সব কিছু করেও যেদিন
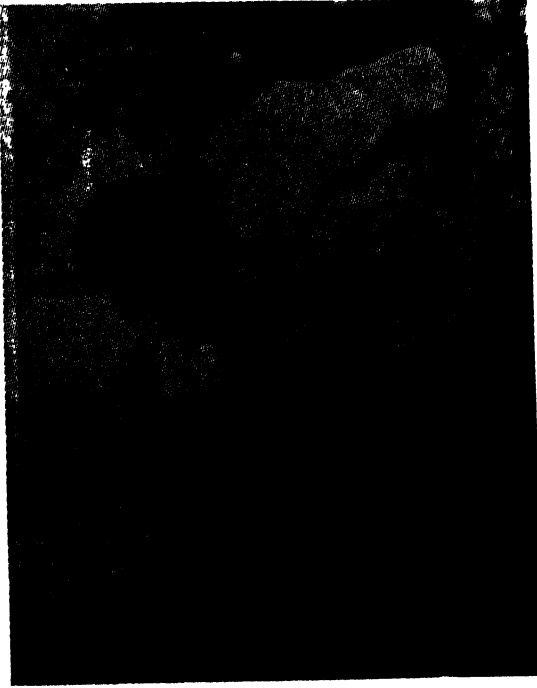
দীপক ইণ্ডাষ্ট্রীজের শিলান্যাস করছেন শ্রীঅজিত ঘোষাল, জেলা শিল্পাধিকারিক, নদীয়া

ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে আমার সেই ছোট্ট সংসারে ফিরে এসে বলেছিলাম—"এখন আমি কি করবো?" আমার আট বছরের ছেলে দীপক আমার গলা জড়িয়ে বলেছিলো—"বাবা তুমি আমার নামে কিছু করো"। দীপকের মুখে সেদিন দেখেছিলাম ছোট্ট হলেও কঠিন এক প্রত্যয়—একটা বিশ্বাস যা আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখালো।

একদিন শ্রী রায়চৌধুরী বাবুকে পার্টনারশিপে শিল্প করবো বলে সরাসরি দেখা করলাম

ডি, আই, ও, শ্রীঅজিত ঘোষালের সঙ্গে। খুব ধীরে সুস্থে আমাদের পরিকল্পনা শুনলেন ; মনে হলো আমাদের বোধ হয় খুব ভাল করে যাচাই করে নিচ্ছেন। সব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন শ্রীঘোষাল—"আপনার কাছ থেকে ৭৫ ভাগ সহযোগিতা পেলে আমি কথা দিচ্ছি আমাদের তরফ থেকে ১২৫ ভাগ সহযোগিতা দেব।" তাঁর এই একটা কথার উপর আস্থা রেখে আমি এগিয়ে গেছি। তারপর আমাদের Partnership-এ কিছু অসুবিধা হলো এবং সেই থেকে একাই শিল্প করবো বলে এগিয়েছি। দিনের পর দিন সময়ে অসময়ে বিরক্ত করেছি ডি, আই, ও, সাহেবকে। কিন্তু আমার সব অসুবিধা সত্তেও তিনি আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন—বলেছেন, এইটাই আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা। তারপর এক শুভদিনে ডি, আই, ও, সাহেব আমার ফ্যাক্টরীর শিলান্যাস করলেন।

আজকে আপনি যদি আসেন মাজদিয়া রোড ধরে দেখতে পাবেন কৃষ্ণনগরের বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে ২ মাইলের মধ্যে আমার এই শিল্প প্রতিষ্ঠান। আমি কৃষ্ণপদ দত্ত। লেখাপড়া বড় একটা শিখতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বললে হয়তো আত্মশ্লাঘা হবে না যে আমি খাটতে পারি। খাটতে পারি সকাল থেকে রাত এবং খেটে চলেছিও। আমার এই ষ্টীল ফার্নিচার তৈরীর কারখানা "দীপক ইণ্ডাষ্ট্রীজ"এ আজ ১৮ জন স্থানীয় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া থেকে আমি পেয়েছি অর্থ সাহায্য এবং পূর্ণ সহযোগিতা।

পরিশেষে এটুকু বলবো যে আমার এই ছোট্ট প্রয়াসের প্রদীপটি জ্বালাতে অনেক ধৈর্য এবং তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়েছে। তবে এ বিশ্বাসও আমি রাখি যে আমার এই প্রদীপটির আলো ধীরে ধীরে শিল্প সম্প্রসারণে আরও অনেক দীপ জ্বেলে দেবে।

———
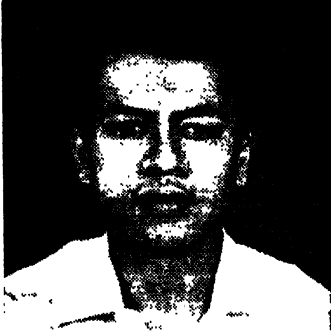
—"আপনার নাম?"

—"নিত্য গোপাল পোদ্দার।"

—"আপনার কোয়ালিফিকেশন?"

—"বাংলায় এম. এ.।"

—"আপনার বয়স?"

—"চব্বিশ।"

এই রকম বহুবার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিয়েও চাকরি আমি পাইনি। অথচ আমার আজও মনে পড়ে স্বপ্ন দেখতাম—আমি আগামী দিনের একজন অধ্যাপক। পড়াচ্ছি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মাইকেল। আমি গ্রামের ছেলে, মানুষ হয়েছি গ্রাম বাংলার মাটি গায়ে মেখে। ধান, পাট, আখের খেতে রয়ে গেছে আমার কৈশোরের অনেক তারুণ্যের স্বাক্ষর। তাই রূপসী বাংলার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এক অধ্যাপকের জীবন।

...বেশিদিন গেল না। এম. এ. পাশ করার এক বছরের মধ্যেই টের পেলাম আমার স্বপ্নটা সত্যই স্বপ্ন—বেবাক মিথ্যে। বেকার জীবনের ভার বয়ে বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি কেন আমি উচ্চ শিক্ষিত হলাম? জীবিকার অন্বেষণে ঘা খেয়ে খেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। হতাশা আর অবক্ষয়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল আমার মৃত্যু-চেতনা। জীবনানন্দের মত আমিও বলে উঠেছিলাম—"আমি শুয়ে থাকবো পৌষের রাতে—ধান সিঁড়ি নদীর ধারে—আর আসবো না তোমাদের পৃথিবীতে।"

...কিন্তু না, হলো না। আমাকে ফিরে আসতে হলো বাঁচার তাগিদে। সেদিন আলাপ হয়েছিল কৃষ্ণনগর বি. ডি. ও অফিসের এক্সটেনশন অফিসার ইণ্ডাষ্ট্রীজ শ্রীঅমলেন্দু সরকারের সঙ্গে। সব কথা শুনে তিনি বলেছিলেন—"আপনি হেরে যাবেন?" দিয়েছিলেন শিল্প করতে উৎসাহ। বলেছিলেন—"তাকিয়ে দেখুন নিত্যবাবু—কত কিছু করবার আছে।" আমি কিন্তু হতাশা, অবিশ্বাস আর অবজ্ঞার ভাব নিয়ে হেসে উঠেছিলাম। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের জন্য অনেক কিছু করবার

আছে এই স্তোকবাক্যে সেদিন কোন আস্থাই রাখতে পারিনি। সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন অমলবাবু। আবার এসেছিলেন। বলেছিলেন—"আপনাকে স্কীম দেব, কারিগরী সাহায্য দেব, শিল্প চালু করতে আর্থিক সাহায্য দেব।" তবুও বিশ্বাস করতে পারিনি। তিনি হয় তো বুঝেছিলেন আমার মনের কথা। তাই আমাকে নিয়ে গেলেন জেলা শিল্প আধিকারিকের চেম্বারে। সব শুনে জেলা শিল্প আধিকারিক শ্রীঅজিত ঘোষাল মহাশয় আমাকে বলেছিলেন—"আপনি কি সিরিয়াস?" আমি মনের মধ্যে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়ে জবাব দিয়েছিলাম—"হ্যাঁ, আমি সিরিয়াস।" তারপরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত অথচ আমি আজও ভেবে পাই না যে আমি কতখানি হতাশার মধ্যে সমস্ত বিশ্বাসকে হারাতে বসেছিলাম একদিন। জেলা শিল্প আধিকারিক এক মাসের মধ্যে ২০০০ টাকা শিল্প ঋণ দিয়ে, থ্রেসার মেশিনের বন্দোবস্ত করে দিয়ে প্রমাণ করলেন সৎ চেষ্টা করলে সত্যি কিছু করা সম্ভব—হোক্ না সে প্রয়াস যতই ছোট। আমি ভীমপুরে থ্রেসার মেসিন বসিয়ে ৫ জন লোকের কর্ম সংস্থানে প্রতিদিন গম ঝাড়াই করে গড়পড়তা প্রত্যেক শ্রমিককে চার টাকা করে মজুরি দিচ্ছি। একথা বলতে পারি সব খরচ চালিয়ে আমি আজ উপার্জনক্ষম একজন ছোট শিল্পের মালিক।

বলতে দ্বিধা নেই যদিও গম ঝাড়াই-এর কাজ সিজন্যাল, কিন্তু আমার মধ্যে আজকে যে কর্মোদ্যম এবং উদ্দীপনা কাজ করছে সেটিই বড় কথা। আমার শিল্প সম্বন্ধে কোন ট্র্যাডিশন ছিল না, ছিল না কোন বাস্তব ধারণা। আজকে কিন্তু আমি চিন্তা করছি আমার এই কাজের সঙ্গে আরও কয়েকটি কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার কথা। এই বিশ্বাস, এই আস্থা—এই নিরাপত্তাটুকু আজ আমার জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। কবিতাকে কিন্তু আমি আজও ছুটি দিতে পারিনি। তাই মাঠের পেকে-ওঠা গমের দিকে তাকিয়ে জীবনানন্দের মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে——

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই
রূপ ঝরে পড়ে তার
বিয়োবার দেরি নেই আর।"

———
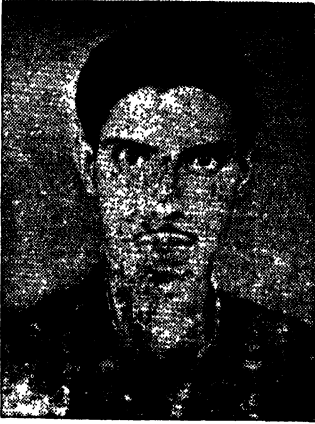
"খোকা! মানুষ হোস্"

বাবা আমাকে একটা কথা বারবারই বলতেন—"খোকা, মানুষ হোস্।" বাবা। তুমি ওপর থেকে নিশ্চয়ই দেখেছ তোমার খোকা মানুষ হবে বলে কি কষ্টই না সহ্য করেছে। ১৯৭১ সালে B.A,—Part I পাস করে দু'বছর ট্রেড কোর্সে I.T.I. থেকে মেশিনিষ্ট হয়ে যেদিন চাকরীর সন্ধানে বেরোই—সেদিন আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গিয়েছিল তোমার কথাটা—"খোকা, মানুষ হোস্।" কোলকাতার রাজ পথে পথে ঘুরে শুধু ভেবেছি ঐ আকাশচুম্বী অফিসবাড়ীগুলোতে কত চেয়ার—আমি কি একটায়ও গিয়ে বসতে পারি না।

—না। তুমি পার না। এম্পলয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের লাইভ রেজিষ্টার খুলে দেখতে পার বেকারের তালিকায় রয়েছে ইউনিভার্সিটি ডিঙ্গিয়ে আসা কয়েকলক্ষ যুবক। তাহলে..?

—বিপ্লব। আর বিপ্লব মানে সব কিছু সব সাজানো সমাজ ব্যবস্থাটাকে ওলোট পালোট করে দিয়ে একটা আমূল পরিবর্তন। পারবে তুমি...? পারবে বস্তা পচা কায়েমী প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সমাধি দিতে? পারবে সবকিছুকে তছনছ্ করে দিতে..?

—এইসব কত কিছু ভেবেছি দীর্ঘ তিনবছরের বেকার জীবনে। মাঝে মাঝে মনে হ'ত বাবার কথা আমি রাখতে পারব না। "বাবা! তুমি আমাকে ক্ষমা কোর।" কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...

...বাবা বলছেন—"খোকা! কাঁদিস নি। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি—তুই মানুষ হবি।" ...ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। আমি মানুষ হবোই। এবং সেই থেকে আমার সুরু হ'ল পথ পরিক্রমা। পরিচয় হয়েছিল রাণাঘাট ব্লকের ইণ্ডাষ্ট্রিজ অফিসার—শ্রীসলিলকুমার মণ্ডলের সঙ্গে। সলিলবাবু আমার সমস্ত কথা শুনে সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; বলেছিলেন—"আপনার শিল্প স্কীমটি চলবে। আমি আপনার সব ব্যবস্থা করে দেব।"

—তারপর শুরু হ'ল কাজ, এনকোয়ারী—রেজিষ্ট্রেশন—লোন…। এক-একটা ধাপ এগোতে লাগলাম। একদিন এলেন জেলা শিল্প অফিসের—সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীক্ষীরোদবন্ধু আচার্য। বল্লেন—"আপনি আসুন আগামী বুধবার আমাদের অফিসে। আপনার শিল্প ঋণ ডি, আই, ও, সাহেব মঞ্জুর করেছেন।" ভাবতে পারিনি—সলিলবাবু, আচার্যবাবু এত তাড়াতাড়ি আমার সব ব্যবস্থা কি করে করে দিলেন! আমার তো অভিজ্ঞতা হয়েছে সরকারী অফিসে আঠারো মাসে বছর হয়। ঘুরে ঘুরে শুধু আসে উপদেশ আর হয়রানি—আর কিছু পেতে হ'লে দিতে হয় তীর্থস্থানে দর্শনীর মতো। আর এখানে শুধু পেয়েছি—দিয়েছি আমার ধৈর্য আর সাধনার পরিচয়।

আমি অমরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী। রাণাঘাট রেল ষ্টেশনের কাছে আমার কারখানা—"কিরণ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ।" তিনজন বেকার ছেলেদের নিয়ে আর্ক ওয়েল্ডিং, গেট ও গ্রীলের কাজ করছি। সব খরচ চালিয়ে আমার মাসিক আয় ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মতো।

…আমি আজ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই। তৃপ্তি নিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলি—বাবা! সৎভাবে সংসার চালাচ্ছে তোমার খোকা! তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি আমি মানুষ হবোই, এ প্রত্যয় আজ আমার এসেছে। বাবার মুখে যেন আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। মনে হ'ল বাবা যেন বলছেন—"চরৈবেতি, চরৈবেতি—খোকা! এগিয়ে যা, এগিয়ে যা…"

॥ একশ-এক ॥

"আপনি কি হামার বোথা কিছু সুনবেন?"

আমার নাম বিশেন্ স্বরূপ আগরওয়াল। আমি একজন বি. ই. (ইলেকট্রিক্যাল)। আমি যোখন পড়াস্থনা কোরতাম তোখুন থেকেই ভাবতাম আমি এক বোড় ইণ্ডাষ্ট্রী বানাবো। কিন্তু লিখাপড়া সেস্ করে দেখলুম সোব ফাঁকা। সোব ভোঁ-ভাঁ। নকৃরিভী নেহি হ্যায়—ইণ্ডাষ্ট্রী বানানেকো বাত তো দিল্লী দূর অস্ত্। লেকিন আমি বহুৎ ঘুরলাম। নকৃড়ী পেয়ে গেলাম। মেসার্স পাওয়ার ইকুইপমেণ্টস্, মেসার্স এস. বি. ফাউণ্ড্রি প্রাইভেট লিমিটেড এই ছুটো ফারমে আমি ছ'বচ্ছর কাজ কোরলাম। হামার এক্সপিরীয়েন্স হোলো, কামভি সিখ্লাম—লেকিন মোনটা ভোরলো না। ফিন্ ভাবতে লাগলাম। কি কোরা যায়? বহুত জাগা ঢুঁঢলাম, কোই বেটার সারভিস মিললো না।

তারপোরে আমি এক স্কীম বানালাম। দেখা কোরলাম এস. আই. এস. আই. অফিসে, ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিপার্টমেণ্টে। নদীয়া জেলার ডি. আই. ও সাবকো সাথ ভী ভেট হোলো। সোবাই আমাকে বহুৎ উৎসাহ দিলেন। ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া আমাকে লোন দিল। ডি. আই. ও. সাব আউর কল্যাণী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেটের দাসবাবু বহুৎ পরিশান কোরে আমার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেটে শেড, পাওয়ার, এস. এস. আই. রেজিষ্ট্রেশন সোব বোন্দবাস্ত তুরন্ত্ কোরে দিলেন।

আপনি আস্থন! দেখে যান আমার ইউনিট—যেখানে আমি তৈরী কোরছি বোড়ো বোড়ো কাঠের ড্রাম। এইসোব কাঠের ড্রামে 'কেব্ল' জোড়ানো হয়। আজকে আমার ইউনিটে ১২ জন ইয়ং ছেলে কাজ কোরছে। আমি জোর করে বলতে পারি 16-Point Industrial Programme-এ আমার এ চেষ্টা ওনেক বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের নোতুন নোতুন ইণ্ডাষ্ট্রী বানাতে সাহায্য কোরবে। মোনে রাখবেন আমার ইউনিটের নাম "রাজেশ্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন", কল্যাণী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট। হামার এই industry কোরার চেষ্টাকে ওনেক ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী জে. সি. মজুমদার,

ডিরেক্টর, পাওয়ার ইকুইপমেণ্টস—শ্রী জে. কে. রয়, রিটায়ার্ড সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড—শ্রীএস. এন. আগরওয়াল, শ্রী এম. এল. রুংতা ও শ্রী বি. ডি. আগরওয়াল—এস. বি. ফাউণ্ড্রি (প্রা. লি.), এস. আই. এস. আই. অফিসের চক্রবর্তী সাহাব, ভটচায্ সাহাব ঔর নিয়োগী সাহাব। সাহায্য কোরেছেন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার শ্রী বি. কে. সিন্‌হা ও কল্যাণী ব্রাঞ্চের এজেণ্ট দত্ত সাহাব। ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টের ওয়াকর্স ম্যানেজার—শ্রীপি. কে. মুখার্জী ঔর ডিরেক্টর মিশ্র সাহাব সোবের কাছেই আমি বহুৎ সাহায্য পেয়েছি। আমার স্বোপ্নকে সোফল করতে উনকো দয়া ঔর দান হামি কোনদিন ভুলতে পারবে না।

———

সুর ফিরে পেয়েছি

আমরা দু'জন ; তালেব হোসেন এবং লক্ষ্মী নারায়ণ কুণ্ড। প্রথম পরিচয় কবে আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে বেকারীত্বের জ্বালা নিয়ে দু'জনে ঘুরে বেড়িয়েছি—একের খাবার অন্যজনের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। তারা ভরা আকাশের নীচে একটা বিড়ি ভাগাভাগি করে—প্ল্যান করেছি—কিছু একটা করতে হবে ; হয় দু'জনে মরব নয়ত দু'জনেই বাঁচব। তালেবের ধর্ম ইস্‌লাম, আমার—হিন্দু। কিন্তু মনের হতাশা, বাঁচার তাগিদে দু'জন আমারা এক হয়ে—কখন যে সব কিছু ভুলে গেছি তা আজ আর মনে করতে পারছি না। আজকে আমাদের—'মিউজিক প্যালেসে' এলে আপনি দেখবেন বিভিন্ন সুরের সুর ধ্বনিতে আমাদের ঐকতান। আমরা দু'জনে রেডিও তৈরী করি। একটু একটু করে—'শো-রুম' বানিয়ে সঙ্গে বানিয়েছি একটি ছোট্ট কারখানা ঘর। চাপড়া পোষ্ট অফিসের পাশে রাস্তার ওপর—আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস—'মিউজিক প্যালেস্'।

চাপড়া বি, ডি, ও, অফিসের শিল্প সম্প্রসারণ অধিকারিক শ্রীঅমলেন্দু সরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমাদের নিজেদের তাগিদে। ইতিমধ্যে আমরা কিছু টাকা জোগাড় করেছিলাম। সরকার বাবু ১৬-দফা শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্পে একদিন জেলা শিল্প অধিকারিক মশাইর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমাদের অবস্থা বুঝে সব কিছু ঠিক করে দিয়ে পঁচিশ দিনের মধ্যে জেলা শিল্প অধিকারিক আমাদের হাতে তুলে দিলেন ২০০০ টাকার শিল্প ঋণ। অফিসে এসে বলেছিলাম—

—"স্যার! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!"

—উনি বলেছিলেন—

—"ধন্যবাদ আমাকে নয়।" পাশে বসেছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল এক্সটেনশান অফিসার শ্রীকানাইলাল রায়চৌধুরী। বল্লেন—"ওঁকে দিন। এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের হাতে টাকা তুলে দেবার কৃতিত্ব ওঁর। কারণ, জানেন তো শিল্প ঋণের Case উনিই দেখেন।"

আজকে শ্রীনগর, বাঙ্গালঝি, হাট-চাপড়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে লোকেরা আমাদের 'তৈরী রেডিও কিনে নিয়ে যান। আরও দূর দূর জায়গা থেকে আসেন বিভিন্ন মানুষ; কখনও বা রেডিও সারাতে কখনও বা নতুন রেডিও কিনতে। সবাই খুশী হন আমাদের কাজে। ঘরভাড়া এবং অন্যান্য খরচা সব বহন করেও আজকে মোটামুটি আমরা আমাদের জীবিকার একটা পথ পেয়েছি। এখন বুকে বল পেয়েছি—চিন্তা করছি রেডিও পার্টস তৈরী করবার একটি প্রকল্প নেব আগামী দিনে। আমরা জীবনে সুর আবার ফিরে পেয়েছি।

যে স্বপ্ন দেখেছিলাম

আমি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়্যার ইণ্ডাষ্ট্রিজের পার্টনার —অসীমকুমার গাঙ্গুলী, বি.ই. (ইলেক্ট্রিক্যাল)। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম। নিজস্ব একটা কারখানা, তাতে বেশ কিছু লোক কাজ করবে। চাকুরী করে বড় হব এই চিন্তা আমার মনে কোনদিনই আসেনি। শিল্পে নামার আগে দুটো জিনিষের একান্ত প্রয়োজন (১) কাজের অভিজ্ঞতা এবং (২) মূলধন। আমার আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড; আমি জানতাম আমার চেষ্টা ও অধ্যবসায় দুই-ই আছে। সুতরাং কাজ জানতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। তবে নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হিসেবে মূলধনের আশাটা ছিল দুরাশামাত্র। মূলধনের কথাটা চিন্তা করে মনটা একটু দমে গিয়েছিল। আমি আমার মা ও মেজদার কাছ থেকে মনের জোড় পেয়েছি।

১৯৬৩ সালে আমি Jadavpur Engineering College থেকে Electrical Engineering পাশ করি। তারপর থেকে Military Engineering Service থেকে শুরু করে M/S. Larson & Toubro, M/S. Power Plant Engineering Corporation, Durgapur Chemicals Ltd, Nepal Straw Board এবং কলকাতায় অনেক ফার্মে বিভিন্ন দিকে কাজ করে শিল্প সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। ক্রমশঃ আমি আমার বহুদিনের শিল্প করার ইচ্ছাকে আরও বাড়িয়ে তুলি। State Bank of India-র Technical Entrepreneurship Scheme-এ সিকিউরিটি ছাড়াই আমি ঋণ পাই। ওয়্যার ড্রয়িংএর স্কীমটি চালু করার জন্য কল্যাণী শিল্প এষ্টেটে খুব কম সময়ের মধ্যে শেড, পাওয়ার এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন নদীয়া জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অফিসার শ্রীঅজিত ঘোষাল। সঙ্গে সঙ্গে

আমি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডেভালপমেণ্ট অফিসার মিঃ ঘোষাল, মিঃ সেনগুপ্ত এবং মিঃ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পাই তা ভুলবার নয়। কল্যাণী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেটের শ্রীসুকুমার দাস আমাকে তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি আমার কারখানাটি চালু করেছি এবং এখানে স্থানীয় ১৮ জন বেকার যুবকদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এইটুকু বলেই শেষ করতে চাই যে ১৬ দফা শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে যদি আমার মত আরও বেকার ইঞ্জিনীয়ার ভায়েরা এগিয়ে আসেন তাহলে তাঁদের এই কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একটা বিরাট সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আমি

নিশীথ রঞ্জন দাশ

—"একটা কিছু করার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে। আপনি যা ঠিক করে দেবেন আমি তাই করবো।"

—"তুমি এখন কি করছো?"

—"বি. এ. পড়ছি, তবে পড়াশুনা বোধ হয় আর হবে না। অভাব অনটনের মধ্যে পড়াশুনা চালানো —বুঝতেই পারছেন।"

—"তোমার কোন শিল্প কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে?

—"না, কিছুই নেই। তবে অভিজ্ঞতা কিংবা জানবার কিছুমাত্র সুযোগ পেলেই আমি আয়ত্ব করতে পারবো। বাঁচার তাগিদে আমাকে কিছু করতেই হবে, স্যার।"

প্রথম যেদিন জেলা শিল্প আধিকারিক শ্রীঅজিত ঘোষাল মহাশয়ের কাছে এসব কথাগুলো বলেছিলাম সেদিন যেন আমার সবকিছুর বাঁধ ভেঙে গিয়েছিলো। চাকুরি চাকুরি করে সব জায়গায় ঘুরলাম। কিন্তু চাকরি পেলাম না। যেন বুঝতে পারলাম যেখানে আমার চাইতে যারা উচ্চ শিক্ষিত তারাই যখন চাকুরি পাচ্ছে না, আমি কি করে পাবো, অসম্ভব। অথচ আমার একটা কিছু না করলেই নয়। এর পরে আরও কথা হলো। তিনি বললেন—"আচ্ছা, তুমি যে কোন ৫টি শিল্পের নাম করতো?" আমি নাম করলাম। আমার আজও মনে পড়ে সেদিন যে ৫টি শিল্পের নাম করেছি সবকটিই ছিল কৃষিভিত্তিক শিল্প। তারপর আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। ঠিক হলো কাতার ফিলটার তৈরী করা হবে। আমি চলে গেলাম। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুদিন দুরাত কাটলো। বেশ বুঝলাম এখানেও ব্যর্থ হলাম। হঠাৎ সেদিন সকালবেলায় ঘরের দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ হলো। বাইরে বেড়িয়ে এসে দেখি এক ভদ্রলোক। কৃষ্ণনগর ব্লকের শিল্পসম্প্রসারণ আধিকারিক। তিনি বললেন—"আমি এনকোয়ারিতে এসেছি। এই নিন দুটি ফরম। একটি রেজিষ্ট্রেশন অন্যটি শিল্পঋণ

ফরম্। প্রয়োজন হলে ফরম ফিলাপ করতে সাহায্য করতে পারি।" আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শুধু সেদিনই হয়নি তারপরেও হয়েছি। জেলা শিল্প আধিকারিক আমাকে একটা কাতার ফিলটার ইউনিটে নিয়ে গেলেন। আমাকে কাজ বোঝালেন। তারপর শিল্পসম্প্রসারণ আধিকারিককে শুধু একটা কথা উনি বললেন যে কথা আজও আমার মনে আছে—"Now, Amal, I give you the green signal of the case. Let us have a trial."

হ্যাঁ, সেই সবুজ সংকেতের উদ্দীপনা নিয়ে আমিও তালে তাল রেখে এগিয়ে গিয়েছি। আজকে যদি আপনি কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালের দক্ষিণদিকে নেদারপাড়ার মোড়ের মুখে একবার আসেন দেখবেন—Nadia Metal Store। দেখবেন নিশীথরঞ্জন দাস—সেদিনের সেই উদভ্রান্ত ছেলেটি আজ তার ছোট্ট কাতার ফিলটারের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ৬টি আমারই মত ছেলে এই কাজে এসে জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছে। আমার বাড়ীতে বসিয়েছি ছোট্ট কারখানা ঘর। কাজ চলছে, অর্ডার পেয়েছি প্রচুর। শুধু তাই নয়, আমার দেওয়া কাতার ফিলটার বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এই সেদিন Land Mortgage Bank থেকে শ্যালো টিউবওয়েলের কাজ পেয়েছি। এখন তাকিয়ে আছি আগামী দিনের স্বপ্নে—যেখানে আমার একটি ছোট্ট কারখানা—একটি ওয়েলডিং মেশিন—একটি লেদ—এই কাজের সঙ্গে কিছু রিপেয়ারিং এবং সার্ভিসিং এর কাজ—আর কয়েকটি ছেলেদের মুখে একটা তৃপ্তি; যারা আমার কারখানার শ্রমিক বন্ধু। আজ আমি বিশ্বাস করি—জীবন মানে কোন ভয় নয়; কোন বিষাদ নয়, জীবন মানে গতি; আর গতি মানেই সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম।

"আচ্ছা প্রণব! তুমি শিল্প করতে কেন আসছ?"

"চোখ বুজলে আজও আমি দেখতে পাই সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা ভাবুক ছেলেটিকে। তারপর বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ শিল্পপীঠ থেকে সে L. M. E. পাশ করল। কিছুদিন বিশ্রাম। ......তারপর নিরবচ্ছিন্ন বেকারের জীবন।"—কথাগুলি বলছিল পঁচিশ বছরের যুবক—শ্রীপ্রণবকুমার মজুমদার, এল. এম. ই।

—"আচ্ছা প্রণব! তুমি শিল্প করতে কেন আসছ?"—প্রশ্ন করেছিলেন কল্যাণী শিল্প এষ্টেটের অফিসে বসে শ্রীঅজিত ঘোষাল, জেলা শিল্প আধিকারিক, নদীয়া।

—"রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কর্মের মাধ্যমে আমি নরনারায়ণের সেবা করব। বেঁচে শুধু আমাকেই থাকলে চলবে না; বাঁচাতে হবে আমার মতো আরও কয়েকটি পরিবারের শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত ছেলেদের। আমি শিল্প করব।"

—"তারপর।"

—"এল. এম. ই. পাশ করার পর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআর. এল. মিত্রের সাহায্যে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীতে ট্রেনিং নিলাম। কাজ করলাম দু'একটি প্রতিষ্ঠানে সুপার-ভাইজার, পার্চেজ ইন্সপেক্টর এবং সেলসম্যান হিসেবে।"

—"দাস। very interesting—প্রণবের সঙ্গে interviewটা তুমি শেষ কর। আমার একটা urgent meeting আছে; আমি উঠছি। —প্রণব। আজ আমাকে উঠতে হচ্ছে। তোমার হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমরা ইতিমধ্যেই ১৬-দফা প্রকল্পে তোমার মতো ৭৫ জন বেকার যুবককে দিয়ে শিল্প সুরু করেছি। I trust--তুমি পারবে।"

হ্যাঁ। আমি পেরেছি। বুকে বল, মনে অদম্য উৎসাহ নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেরিয়েছি বিভিন্ন অফিসে। ব্যাঙ্ক, এস. আই. এস. আই, ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সব অফিসে আমাকে যেতে হয়েছে। সবার কাছ থেকে পেয়েছি আমি সহায়তা আর উৎসাহ। কল্যাণী শিল্প এষ্টেটের শ্রীসুকুমার দাস সব সময় আমাকে সাহায্য করে প্রমাণ দিয়েছেন সৎ অফিসার অনেক আছেন—যাঁরা দরদ দিয়ে

বেকারীত্বের অভিশাপকে ঘোচাতে বদ্ধপরিকর। আমি ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছি, —পেয়েছি আমার মিশনকে সার্থক করবার সুযোগ।

সেদিন ১০ই এপ্রিল—উদ্বোধন হল আমার ছোট্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান—মেসার্স রেনুকা ফেরো প্রোডাকটসের। আমি বানাচ্ছি বিভিন্ন structural fabrication। কাজ দিয়েছি পাঁচটি বেকার যুবককে। কয়েক মাসের মধ্যে আমার কাজ আরও বেড়ে যাবে। প্রায় ২০ জনের কর্মসংস্থান হবে আমার এই প্রতিষ্ঠানে।

নিজের কথা নিজে বলে লাভ নেই। আপনি যদি আসেন একবার কল্যাণী শিল্প এ:ষ্টেটে আমার ছোট্ট কারখানা ঘরে আমি আনন্দিত হব আপনাকে স্বাগতঃ জানিয়ে। আর এইটুকু বলব—বাঁচতে হবে—পথ বার করতে হবে—হতাশা আসবে—বাধা আসবে—কিন্তু সবকিছুর মোকাবিলা করতে পারলে—জীবন একদিন হেসে উঠবেই।

কারিগরি বিদ্যা
ফলবতী করতে হলে চাই
অর্থের যোগান।
আপনার
শিল্প কৌশলের সঙ্গে
ইউবিআই-এর
অর্থ যোগান—
এ হবে রাজযোটক!
আমাদের যে কোন শাখা
অফিসে এসে খোঁজ করুন।
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
হেড অফিস: ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট)
কলিকাতা-১
UBI-3-8-69

SILPA SMARANIKA

NADIA

—Will satisfy a long-felt need of the potential entrepreneurs. With best wishes for such a bold step taken by the Industrial Souvenir Committee.

Shri Bejoy Bhattacharyya
Chapra, Nadia

(A potential entrepreneur under 16-point Industrial Programme)

PRINTED BY BOOKS & PRINT CONCERN, 67/1, SURYA SEN STREET, CALCUTTA-9

নদীয়া জেলা শিল্প
আধিকারিক
শ্রী অজিত ঘোষালের
নির্দেশনায়
শিল্প স্মরণিকা সমিতি
কর্তৃক
প্রকাশিত